

আদি ও আসল

লজ্জাতুম্ভেহা তাবিজের কিতাব



۱ ۲ ۳ ۴ ۵ ۶ ۷ ۸ ۹ ۰



۱ ۲ ۳ ۴ ۵ ۶ ۷ ۸ ۹ ۰



দেওয়ান বক ডিপো

আদি ও আসল লজ্জাতুমেছা তাবিজের কিতাব

<http://www/mcthoty/Pad.org.bd/form>

সম্পাদনায়

হাফেজ মাওলানা মোহাম্মদ ল আজিজ

এম. এম.

ভূতপূর্ব মুহাদ্দিস

কাসেমুল উলুম ফোরকানিয়া মাদ্রাসা, দেওবন্দ

১৩০ মুহুর্ষ (১৭৫৩)

পরিবেশনায়

চৌধুরী এণ্ড সন্স

৩৬ বাংলাবাজার, ঢাকা-১১০০

দেওয়ান বুক ডিপো

ভিকটোরিয়া রোড, টাঙ্গাইল

প্রকাশক
মোহাম্মদ নোমান হোসেন চৌধুরী
চৌধুরী এণ্ড সন্স
৩৬ ও ৪৫ বাংলাবাজার (২য় তলা)
ঢাকা-১১০০

প্রকাশকাল
প্রথম প্রকাশ- ডিসেম্বর ১৯৯০ ইং
সংশোধিত সংস্করণ- ২০০০ ইং

হাদিয়া : পঁয়তালিশ টাকা মাত্র

কম্পিউটার এণ্ড গ্রাফিক্স
আইডিয়াল কম্পিউটার এণ্ড গ্রাফিক্স
৩৪ নর্থকুক হল রোড,
বাংলাবাজার, ঢাকা-১১০০

মুদ্রণ
সেতু অফসেট প্রিন্টার্স
৩৭ এম. আর. দাশ রোড
সূত্রাপুর, ঢাকা-১১০০

Email : mdsobuj18@gmail.com

সূচিপত্র

বিষয়	পৃষ্ঠা	বিষয়	পৃষ্ঠা
রোগী ও রোগ নির্ণয়	৫	যুবতীকে ভালবেসে বাসনা পূর্ণ	
রোগী ও চিকিৎসকের প্রতি	৬	করবার তদবীর	১৭
প্রেম, ভালবাসা বা মহৱতের তদবীর	৮	যুবককে ভালবেসে বাসনা পূর্ণ	
ভালবাসা বা মহৱত সৃষ্টির তদবীর	৮	করবার তদবীর	১৭
ভালবাসা বা মহৱত সৃষ্টির দ্বিতীয় তদবীর	৮	ভালবেসে মনের আশা পূর্ণ করবার তদবীর	১৭
ভালবেসে বা মহৱত করে কাছে		বশীভৃত করবার তদবীর	১৭
পাওয়ার তদবীর	৮	কাউকে প্রেমে আবদ্ধ করবার তদবীর	১৭
ভালবাসতে রাজী না হলে তদবীর	৯	কোন নারীকে অধীনস্ত করবার তদবীর	১৭
স্বামী স্ত্রীর মধ্যে গভীর ভালবাসার তদবীর	৯	মহৱ করে বিবাহ করবার বতদীর	১৭
ভালবেসে একান্ত কাছে পাবার তদবীর	৯	মাশুককে বিবাহ করিবার তদবীর	১৮
ভালবেসে মাশুককে কাছে পাওয়ার তদবীর	৯	অবাধ্য স্বামীকে বাধ্যকরিবার তদবীর	১৯
প্রেমিক ও প্রেমিকার মিলনের		জরুরী আয়াতসমূহ	১৯
পরিস্কিত তদবীর	১০	মাথা বেদনার চিকিৎসা	২৩
ভালবাসার বা আসঙ্গিত ব্যক্তিকে	১১	সন্দি রোগের চিকিৎসা	২৩
পাওয়ার তদবীর	১১	তদবীরে চিকিৎসা	২৩
গভীর প্রেমের তদবীর	১২	উন্নাদনা রোগের চিকিৎসা	২৪
গভীর প্রেমের দ্বিতীয় তদবীর	১২	মৃগী রোগের চিকিৎসা	২৫
কোন যুবতীকে ভালবাসায় জড়ানোর তদবীর	১২	দৃষ্টিশক্তিহীনতার চিকিৎসা	২৫
প্রেমিককে কাছে পাওয়ার তদবীর	১৩	তদবীরে চিকিৎসা	২৬
প্রেমিকাকে কাছে পাওয়ার তদবীর	১৩	নাসিকা রোগের চিকিৎসা	২৭
স্বামী স্ত্রীর মধ্যে ভালবাসা বা মহৱত	১৩	জিল্লার রোগের চিকিৎসা	২৭
সৃষ্টির তদবীর	১৩	দন্ত রোগের চিকিৎসা	২৮
প্রেমিকাকে প্রেমে পাগল করিবার তদবীর	১৪	গলগণ্ড ও গওয়ালা রোগের চিকিৎসা	২৮
প্রেমিককে প্রেমে পাগল করিবার তদবীর	১৪	বক্ষ রোগের চিকিৎসা	২৯
স্বামী-স্ত্রীর মধ্যে ভালবাসা বা মহৱত	১৪	যক্ষা রোগের চিকিৎসা	২৯
সৃষ্টির তদবীর	১৪	হনুরোগের চিকিৎসা	৩০
ভালবাসা বা মহৱত সৃষ্টির তদবীর	১৪	আমাশয় রোগের চিকিৎসা	৩১
অবাধ্য নারীকে বাধ্য করিবার তদবীর	১৫	শূল বেদনার তদবীরের চিকিৎসা	৩২
স্বামী-স্ত্রীর মনোমালিন্য দূর করিবার তদবীর	১৫	কৃমি রোগের চিকিৎসা	৩২
কর্কশ বা রক্ষ স্বভাবের স্বামীকে ন্য	১৫	জ্বরিস রোগের চিকিৎসা	৩৩
স্বভাবের করার তদবীর	১৫	মৃত্রাশয় রোগের চিকিৎসা	৩৩
ভালবাসা বা মহৱত সৃষ্টির তদবীর	১৬	পাথরী রোগের চিকিৎসা	৩৩
যুবতীকে বশীভৃত করিবার তদবীর	১৬	জরায় ব্যাধির চিকিৎসা	৩৪
		অধিক রক্তস্বাব রোগের চিকিৎসা	৩৫



লজ্জাতুমেছা তাবিজের কিতাব

রোগী ও রোগ নির্ণয়

আমাদের দেশসহ সারা বিশ্বে নানা ধরনের চিকিৎসা পদ্ধতি চালু আছে। সর্বত্রই হাকীম, ডাক্তার, কবিরাজ ও রূহানী বা আত্মিক চিকিৎসকের অভাব নেই। প্রত্যেকেই নিজস্ব শাস্ত্রের বিধান মতে চিকিৎসা করেন। চিকিৎসা পদ্ধতি যাই হোক, এ ক্ষেত্রে সবচেয়ে জরুরী কথা হলো— চিকিৎসককে সুবিজ্ঞ ও বহুদর্শী হতে হবে। সর্বপ্রকার চিকিৎসা পদ্ধতিতেই নির্ববর্ণিত বিষয়গুলোর প্রতি লক্ষ্য রাখা প্রয়োজন :

○ রোগীদের জন্য প্রথম উপদেশ হলো কৃপথ্য হতে বিরত থাকতে হবে।

○ সর্বপ্রথম মৃত্যু ও যথাযথ নিয়ম পালন দ্বারা রোগ প্রতিকারের চেষ্টা করবে।

○ এতে ফল না দর্শিলে বনজ ও ভেষজ ওষুধ এবং দেশীয় বনজ পদার্থে গঠিত ওষুধ দ্বারা চিকিৎসা করবে।

○ এতেও রোগারোগ্য না হলে খনিজ ও সামুদ্রিক পদার্থে প্রস্তুত ওষুধ প্রয়োগ করে দেখবে।

○ এতেও বিফল হলে আধুনিক বৈজ্ঞানিক পদ্ধতিতে প্রস্তুত ওষুধ দ্বারা চিকিৎসার জন্য বিজ্ঞ ও বিচক্ষণ ডাক্তারের আশ্রয় গ্রহণ করবে।

অবশ্য আধুনিক চিকিৎসা পদ্ধতির চিকিৎসকরা এক মহা ভুল করে থাকেন। তা হল, তারা সর্বপ্রকার রোগকে জড় ব্যাধি ধরে নিয়ে চিকিৎসা করেন। অথচ সব ব্যাধিই জড় ব্যাধি নয়। দীর্ঘ অভিজ্ঞতায় উপরি ব্যাধির অস্তিত্ব সপ্রমাণিত, কিন্তু আধুনিক চিকিৎসকগণ উপরি ব্যাধির অস্তিত্ব স্বীকার করার মত উদারতা প্রদর্শনে নারাজ। ফলে জড় ব্যাধি হলে তাদের চিকিৎসা অনেক ক্ষেত্রে ভাল ফল দিলেও উপরি ব্যাধির ক্ষেত্রে তা সাফল্যের মুখ দেখে না। বিপরীতে গাও গ্রামে এক শ্রেণীর মূর্খ ফকীর এবং ঝাড়ফুঁকদাতা চিকিৎসক আছে, তারা লোকের যে কোন রোগকে উপরি ব্যাধি সাব্যস্ত করে বাজে মন্ত্রতন্ত্র প্রভৃতি দ্বারা আরোগ্য করার চেষ্টা চালায়। অথচ তাতে কোন ফলই পাওয়া যায় না।

প্রকৃতপক্ষে সব ব্যাধি জড় ব্যাধি নয়, আবার সব ব্যাধি উপরি ব্যাধিও নয়। এ জন্য সর্বপ্রথম উচিত পরীক্ষা-নিরীক্ষা করে কোন শ্রেণীর রোগ তা নির্ণয় করা। তারপর যেখানে যেকোন রোগ দেখা যায় সেখানে সেরূপ চিকিৎসার ব্যবস্থা করা।

রোগ নির্ণয় পদ্ধতি : রোগীকে সামনে রাখবে। স্ত্রীলোক হলে কোন মাহৱার দ্বারা পরীক্ষা করাবে।

বিসমিল্লাহর সাথে আয়াতুল কুরসী, সূরা ফাতেহা, সূরা কাফেরুন, সূরা ইখলাস, সূরা ফালাক ও সূরা নাস—এগুলো প্রত্যেকটি সাত বার করে পড়ে রোগীর শরীরে প্রতি বারে এক একটি ফুঁক দেবে। শেষ বারে $\frac{2}{3}$ বার রোগীকে ফুঁক দিয়ে $\frac{2}{1}$ ঘন্টা অপেক্ষা করবে। জিনের দোষ হলে রোগ খুব বেড়ে যাবে। তখন জিনের চিকিৎসা করবে।

পূর্বাপেক্ষা কিছু কমে গেলে এবং পূর্ণ আরোগ্য না হলে বুঝতে হবে, তা যাদুর কারণ ঘটিত রোগ। তখন যাদু দূরীকরণের চিকিৎসা করবে।

আর যদি রোগের হাস বৃদ্ধি না ঘটে পূর্ববর্তী থাকে, তবে তা জড় ব্যাধি। সুতরাং যথাযথ চিকিৎসার ব্যবস্থা করবে। অনেক সময় এমনও দেখা যায় যে, পরীক্ষায় কোন ধরনের রোগ ধরা পড়ছে না। কিন্তু অসুস্থ বোধ করছে, এমতাবস্থায় এ লোক বদনজুরগ্রস্ত মনে করে তার সেরূপ চিকিৎসা করবে। এভাবে চিকিৎসা করলে আল্লাহর রহমতে সুফল পাওয়া যাবে।

রোগী ও চিকিৎসকের প্রতি

○ ছোটখাট মামুলী অসুস্থতায় রোগী ও আত্মীয়-স্বজন ব্যতিব্যস্ত হয়ে পড়া ঠিক নয়। বিবিধ কারণে যে কোন সময় ছোটখাট নানাবিধ রোগব্যাধি দেখা দিতে পারে। অনেক সময় আবার তা আপনা হতেই দূর হয়ে যায়, চিকিৎসার দরকার হয় না।

○ সাধারণ অসুখে কখনো বড় ওষুধ ব্যবহার করা ঠিক নয়। তাতে অনেক সময় হিতে বিপরীত হয়। বড় ওষুধে রোগ নিরাময় না হলে পরে কোন ওষুধেই আর কাজ হয় না।

○ রোগ যত বড়ই হোক না কেন, রোগীকে কখনো হতাশ বা চিন্তাযুক্ত হতে দেবে না। খেদমতগারদেরও বেশী ব্যতিব্যস্ত হবার কারণ নেই। বিশেষত শিশুদের অসুখ-বিসুখে পিতা-মাতার কখনো কাতর এবং খুব অধৈর্য হতে নেই। অবশ্য সেবাযত্তে ক্রটি করবে না।

আমাদের দেশে বহু অর্থলোলুপ চিকিৎসক রোগীকে এবং রোগীর মাতা-পিতা ও আত্মীয় স্বজন ভীত করে তোলে। এ ধরনের ডাক্তার কবিরাজ ও হাকীমদের

কখনো ডাকতে নেই। জীবনের দায়িত্ব নিয়ে দয়ামায়ার সাথে যারা জাতির সেবায় ঝাপিয়ে পড়ে তাদেরকেই ডাকবে। এদের দিকে আল্লাহর মদদও দ্রুত আসতে থাকে।

○ বিজ্ঞ ও সুচিকিৎসকের উপর ভক্তি বিশ্বাস রাখতে হবে। অনেক লোক আছে তারা কারো উপরই বিশ্বাস স্থাপন করতে পারে না। তারা অত্যন্ত সন্দেহপ্রবণ। এ শ্রেণীর লোকদের চিকিৎসা সহজে আরোগ্য করাতে পারে না।

○ রোগী ও তার আত্মীয়স্বজনের চিকিৎসকের সাথে উত্তম ব্যবহার এবং সদাচরণ প্রদর্শন করা একান্ত কর্তব্য। তাদের মনে বিরক্তি বা ক্রোধের উদ্রেক হতে পারে এরূপ আচরণ কখনো করবে না।

○ চিকিৎসককে টাকা পয়সার ব্যাপারে নাখোশ করবে না। বরং যথোচিত ব্যবহার দ্বারা তাদেরকে খুশী রাখবে। তাদের নাখোশ করার অর্থ প্রকারান্তরে রোগীরই ক্ষতি করা।

○ চিকিৎসকের নিকট কখনো রোগ সম্পর্কিত কোন কথা গোপন করবে না। রোগ গোপন করার অর্থ নিজের জন্য বিপদ ডেকে আনা। আভ্যন্তরীণ কোন রোগে এক ওষুধ দীর্ঘ দিন ব্যবহারে কোন ফল না পেলে তা গোপন না করে চিকিৎসকের নিকট অকপটে প্রকাশ করবে। তখন প্রয়োজনে চিকিৎসক ওষুধ বদলে দিবেন।

○ বিশেষ কোন রোগে দীর্ঘ দিন ধরে একই ওষুধ ব্যবহার না করে মাঝে মাঝে ওষুধ পালিয়ে ব্যবহার করা ভাল। নতুন বা ঐ ওষুধ রোগীর স্থায়ী খাদ্য পথ্যের মত হয়ে যায় এবং রোগারোগ্যে অকেজো হয়ে পড়ে।

○ রোগীদের স্বরণ রাখতে হবে, পেটের রোগ অত্যন্ত মারাত্মক। বিশেষতঃ পায়খানা বন্ধ বা অনিয়মিত হওয়া প্রভৃতি রোগ অন্য বহু রোগ সৃষ্টি করে।

○ চিকিৎসকের সর্বদা স্বরণ রাখা কর্তব্য, তারা মানব জাতির সেবক। মানুষের রোগব্যাধি মূলতঃ আল্লাহ তা'য়ালাই আরোগ্য করেন। উসিলা হিসাবে মানুষ চিকিৎসকের শরণাপন্ন হয়। কাজেই চিকিৎসকদের রোগীর প্রতি বিশেষ কর্তব্য আছে।

○ রোগী ও চিকিৎসকদের প্রতি শেষ কথা হলো, সকলেরই মনে এ দৃঢ় বিশ্বাস রাখতে হবে যে, রোগ দিয়েছেন আল্লাহ তা'য়ালা, নিরাময়ও করবেন তিনি। ওষুধপত্র পার্থিব উসিলামাত্র। তাই একদিকে যেমন পার্থিব ওষুধ দাওয়াই ব্যবহার করবে, তেমনি রোগারোগ্যের জন্য আল্লাহর কাছে নিম্নোক্ত দোয়াটি পড়তে থাকবে-

سْبُحْنَكَ لَا عِلْمَ لَنَا إِلَّا مَا عَلِمْتَنَا إِنَّكَ أَنْتَ الْعَلِيمُ الْحَكِيمُ۔

উচ্চারণ : সুবা হা-নাকা লা- ইল্মা লানা ইল্লা মা আল্লাম্তানা ইন্নাকা আন্তাল আলীমুল হাকীম।

আলবাসা বা মহুবতের তদবীয় আলবাসা বা মহুবত সৃষ্টির তদবীয়

যদি কোন ব্যক্তি কোন লোককে জায়েজ তরিকায় মহুবত করতে চায়, তবে সে ব্যক্তি সাতশত ছিয়াশিবার বিছমিল্লাহির রাহমানির রাহীম পাঠ করে প্রতিবারে এক গ্রাম পানিতে ফুঁক দিবে। ঐ পানি যাকে মহুবত করবে তাকে পান করাবে। আল্লাহর রহমতে উভয়ের মধ্যে মহুবত পয়দা হবে।

আলবাসা বা মহুবত সৃষ্টির দ্বিতীয় তদবীয়

যদি কেউ কাউকেও মহুবত করতে চায়, তা হলে নিম্নের নকশাটি লিখে মাদুলিতে ভরে ডান হাতের বাজুতে ব্যবহার করবে। ইনশাআল্লাহ তায়ালা মহুবত পাকাপোক্ত হবে। নকশা এই :

৭৮৬

والذين	الله	كحب	يحبونهم
امنوا	والذين	الله	كحب
اشدحبا	امنوا	والذين	الله
لله	اشدحبا	امنوا	والذين

আলবেসে বা মহুবত ফরে ফাছে পাওয়ার তদবীয়

যদি কেউ কাউকেও ভালবাসে, তবে নিম্নের নকশা কাগজে লিখে উভয়ের নাম লিখে কাপড়ে মুড়িয়ে যে কোন বৃক্ষের ডালে ঝুলিয়ে বাঁধবে। আল্লাহর রহমতে যখন বাতাসে তাবিজ নড়াচড়া করবে তখন মাশুক ছুটে আসবে। নকশা এই :

৭৮৭

২০	০৩	২০৭	২৬৩
২০০	২৪৩	২৪৯	২০৪
২৪০	২০৮	২০১	২৪৮
২০২	২৪৭	২৪৬	২০৭

আলবাসতে রাজী না হলে তদবীয়

যদি কেউ কারো উপর আশেক হয়, তা হলে মাশুকের ব্যবহারকৃত কাপড়ের একটি টুকরায় নিম্নের নকশাটি শনিবারে লিখে আগুনের ভিতর ফেলে দিবে। আল্লাহর রহমতে মাশুক পাগল হয়ে ছুটে আসবে। তবে নাজায়েজভাবে এ তদবীয় করবে না। নকশা এই :

৭৮৬

৪১১৩	৪১১৯	৪২১৩	৪১১৭
৪১৩১৭	৪২১৯	৪২১৯	৪১১১
৪৯১৩	৪১৩	৪৯১১২	৪১২৯৯
৪৯১৩	৪৯২১১	১১১	৪১৯১১

স্বামী-স্ত্রীর মধ্যে গভীর ভালবাসার উদবীর

স্বামী-স্ত্রীর মধ্যে গভীর ভালবাসা সৃষ্টি হবার জন্য নিম্নোক্ত নকশাটি দুই টুকরা কাগজে লিখে একটি পানিতে ধৌত করে উক্ত পানি স্বামীকে পান করাবে এবং অপরটি মাদুলিতে ভরে স্ত্রীর হাতে বেঁধে ব্যবহার করবে। আল্লাহর কৃপায় উভয়ের মধ্যে মহুবত গভীর হবে। নকশাটি এই :

৭৮৬

৮	১১	১৪	১
১৩	১২	৭	১২
৩	১৬	৯	৬
১	০	৪	১০

ভালবেসে একান্ত ফাছে পাবার উদবীর

যদি কেউ কাউকে মহুবত করে এবং তাকে পেতে আকাঙ্ক্ষী হয়, তা হলে নিম্নোক্ত নকশাটি কাগজে লিখে মাদুলিতে ভরে যাকে মহুবত করে তার গৃহে দাফন করে রাখবে। আল্লাহর রহমতে মহুবত সৃষ্টি হয়ে তাকে লাভ করবে। নকশাটি এই :

৭৮৬

১৪	১১	৪	১৭
০	১৬	১০	১
১৯	৬	৯	১২
৮	১৩	১৮	৭

ফলাবসে ফলাবসে

ভালবেসে মাশুককে ফাছে পাওয়ার উদবীর

যদি কোন ব্যক্তি কারো উপর আশে হয়ে অধিক মাত্রায় অস্তির হয়ে পরে, তবে নিম্নোক্ত নকশাটি লিখে সলতা তৈরি করে তিলের তৈল মিসিয়ে জুলাবে আল্লাহর রহমতে কিছু দিনের মধ্যে মাশুককে পাবে।

নকশার নিচে প্রথম ফোলানের স্থানে আশেকের নাম এবং দ্বিতীয় ফোলানের স্থানে মাওকের নাম লিখতে হবে। নকশাটি এই :

৭৮৬

১১	৮	১	১৪
২	১৩	১২	৭
১৬	১৩	৬	৯
০	১	১০	৪

فلان بين فلان

প্রেরিক ও প্রেরিকার মিলনের পরীক্ষিত তদবীয়

আশেক ও মাওকের মধ্যে মহরত সৃষ্টি এবং মিলনের জন্য এ তদবীরটি পরিষিক্ত এবং আচার্য রকমের ফলদায়ক। ইহা চার প্রকারের বা নিয়মে করা যায়।

প্রথম নিয়ম : এই নকশা কাগজে লিখে মাদুলিতে ভরে ডালিম গাছে ঝুলিয়ে বেঁধে দিবে। বাতাসে যখন এই নকশা নড়াচড়া করবে তখন মাওক মিলবার জন্য অস্থির হয়ে পড়বে।

দ্বিতীয় নিয়ম : এ নকশাটি লিখে মাদুলিতে ভরে যে কোন ময়দানের মধ্যে দাফন করে রাখবে। ইনশাআল্লাহ অন্ন দিনের মধ্যে মাওককে পাবে।

তৃতীয় নিয়ম : এ নকশা লিখে গমের আটা দ্বারা ভিতরে নকশা দিয়ে শুলি বানিয়ে একুশ দিন পর্যন্ত সকাল বেলা নদীতে বা সমুদ্রে নিষ্কেপ করবে। আল্লাহ তায়ালার রহমতে মাওক মিলবার জন্য পাগল হয়ে যাবে এবং তাকে পাবে।

চতুর্থ নিয়ম : এই নকশা লিখে সলিতা তৈরি করে একুশ দিন পর্যন্ত জ্বালাবে। সলিতার মুখ মাওকের বাড়ির দিকে রাখবে। ইনশাআল্লাহ তায়ালা অন্ন দিনের ভিতরে মাওককে লাভ করবে। নকশার নিচে ফলানের স্থানে আশেক মাওকের নাম লিখতে হবে। নকশাটি এই :

৭৮৬

أحد	الله	هو	قل
بلد	لم	الحمد	الله
ولم	لد	يو	ولم
أحد	كفرا	له	بكن

فلان بين فلان

تالہ ساری یا آسٹھیت بختیکے پاؤ یا رسمیوں

�दि کوئی بختی کا روئے اپر آسٹھی ہوئے پرے اور تاکے کا ہے پستے چاڑی تبے نیچوں نکشاتی ٹینا مٹی کی برتلنے لیخے پانیتے ہوتے کرے اسی پانی یا رہ اپر آسٹھی ہوئے، تاکے پان کراؤ । آسٹھی کی رہنمائی کامیاب ہوے । نکشہ اسی ।

۷۸۶

۲۳۔۱	۴۱	۸	۵
۷	۲۱	۱	۴۲
۲۲	۵	۲۹	۱۹۹
		۲	۲

فلان بن فلان

گنجیوں پرمرے رسمیوں

�दि کوئی بختی کاٹکے و پرمرے بستنے آبک کرaten چاڑی کیوں ہمی کیوں اور کوئی ہمی کے مہکنے بُنکی کرaten چاڑی، تبے نیچوں نکشاتی میشک و جاکرداں گولی کاٹی ہارا لیخے نکشہ ساری نیچے لیختے پرمرے فللانے کیانے پرمریکا کی نام و بیٹھیاں فللانے کیانے تاکے مایوں کی نام لیختے । تاکے پر اسکے دوسرے مধیوں پر اسکے دوسرے میشک کیلے دوسرے بیٹھوں تینداں کوکی کرے پان کراؤ । تین دنیں اور کوئی سا تین دنیں پرستی اسی نیچے پان کراؤ ।

کیوں اسی ایکل کرداں پورے چھپنیں پرستی نیچوں نکشاتی لیخے آٹا کی بیٹھوں پرے ٹلی ہانیوں سبزیوں اور کوئی نہیں نیکھل کرaten ہوے । تاکے پر اسکے دوسرے میشک کے دوسرے پان کراؤ । نکشاتی اسی ।

۱۱۱ طے لے

۱۱۱

۸	۲	۱
۱	۷	۶
۲	۱۱	۶

علی ہب فلان بن فلان

ଗୋଟିଏ ପ୍ରମେତ ହିତୀଯ ଉଦ୍‌ଦୀର୍ଘ

প্রেমিক ও প্রেমিকার মধ্যে ভালবাসা বাঢ়াবার জন্য অথবা উভয়ের মিলনের জন্য নিম্নোক্ত নকশাটি পানিতে গুলিয়ে ঐ পানি উভয়কে পান করাবে। অথবা মাদুলিতে ভরে উভয়ের হাতে ব্যবহার করবে। ইহা পরীক্ষিত আমল। নকশা এই:

יְהוָה

١	٢	٨
٤	٧	٩
٦	١١	٣
فلان	فلان بن	على حب

କେନ ଯୁବତୀକେ ଡାଲିବାମାଧ୍ୟ ଜଡ଼ାନୋର ଉଦ୍ଦୀର

যদি কোন যুবক কোন যুবতীকে ভালবাসে এবং তাকে পেতে চায়, তবে সেই যুবতীর ব্যবহৃত জামা এনে তাতে শনিবার দিন আসর নামাজের পরে নিম্নোক্ত নকশাটি লিখে সলিতা বানিয়ে কালো গভীর দুধের ঘৃত দ্বারা জ্বালাবে। আল্লাহর রহমতে তৎক্ষণাত উক্ত যুবতী ব্যাকুল হয়ে ছুটে আসবে। এ তদবীর পরীক্ষিত। সাবধান কোন অবস্থায়ই ইহা নাজায়েজ কার্য্যে ব্যবহার করবে না। নকশাটি এই:

VAT

ص	الله	يا رحيم	٢٣٣١	غفور	
هـ					
هـ					
مـ					
صـ					

প্রেমিককে কাছে পাওয়ার উদবীর

যদি কোন যুবতী কোন যুবকের প্রেমে হাবড়ুরু খায় এবং তাকে পেতে চায়, তবে নিম্নোক্ত নকশাটি লিখে গাওয়া ঘৃত দ্বারা কাজল বানিয়ে চোখে লাগিয়ে প্রেমিকার নিকট উপস্থিত হলে, সে পাগল হয়ে তার নিকট ছুটে আসবে। নকশাটি এই :

ၪၮၯ

و	١١	١	١١
حدود	٢	٧	١٢
ر٩	دوع	٩	٦
٢٠	ع	٤	وع

علی حب فلان بن فلان

ଆମ୍ବିକାକେ କାହେ ପାଓଯାର ଉଦୟୀର୍ଣ୍ଣ

କୋନ ଯୁବକ କୋନ ଯୁବତୀର ପ୍ରତି ଆଶେକ ହଲେ ନିଷ୍ଠୋକ୍ତ ତାବିଜ ବକରୀର ଚାମଡ଼ାଯ ଲିଖେ ମାଞ୍ଚକେର ସରେର ମାଟିତେ ପୁତେ ରାଖିବେ, ଆଲ୍ଲାହର ରହିମତେ ସେ ପାଗଳ ହୟେ ଛୁଟେ କାହେ ଆସିବେ । ତାବିଜ ଏହି :

۱۱ طط لله هم ج ح طع ع طا طا طا حسا حسا رص
رص رص لا لا لو لودددیی .

ଶାମୀ ଦ୍ଵୀର ଯଥେ ଡାଲିବାସା ବା ଯଥକତ ସୃଷ୍ଟିର ଉଦ୍ଦୀର

স্বামী-স্ত্রীর মধ্যে মহৱত বৃদ্ধি করবার জন্য নিম্নোক্ত নকশা লিখে উহার নীচে
স্বামীর নাম তার মায়ের নাম ও পিতার নাম লিখে মাটির গুলি বানিয়ে তার মধ্যে
উক্ত তাবিজ ভরে আগুনে জ্বালাবে। ইনশাআল্লাহ উভয়ের মধ্যে মহৱত গার হবে।
নকশা এই :

۷۸۶

16	1.	22	9
21	10	6	20
11	24	17	14
1.	13	12	23

ପ୍ରସିଦ୍ଧକାଳେ ପ୍ରମେ ଶାଶ୍ଵତ କର୍ମଚାରୀ ଉଦ୍‌ଦୀନ

মহকৃত বেশী হবার জন্য নিরোক্ত এসেম সাতবার পাঠ করে আনারের পুষ্পের উপর দস্ত করে প্রেমিকার হাতে দিলে, সে প্রেমে উদ্ধাদিনী হয়ে যাবে।
এসেম এই : -
গ্রন্থ গুলির মুদ্রণ করা হচ্ছে

ଅର୍ଥିକଙ୍କ ଅମ୍ବେ ପାଗଳ କରିବାର ଅଦୟୀର

ভালবাসা বৃক্ষি করিবার জন্য কোন সংগ্রহিত্বুল বন্দুর উপর নিম্নের আয়ত এক
হাজার বার পাঠ করে ফুক দিয়ে যে যুককে ভালবাসে তাকে খাওয়ালে সে
পাগলের মত দেউড়িয়ে আসবে। আয়ত এই :

آخر احمد مصطفى صلى الله عليه وسلم ياحكر فلا
لعادله شبيه من خلقه حب فلان بن فلان -

बागी-द्वीर यथो डलवासा वा यश्वरत मृक्तिर उदयीर

ହାମୀ ରୁକ୍ଷିତ ମଧ୍ୟେ ଭାଲବାସା ବୃଦ୍ଧିର ଜନ୍ୟ କୋଣ ଶ୍ରୀଲୋକ ନିର୍ମାତା ନକଶା ଲିଖେ
ସମେ ଧାରଣ କରିଲେ ହାମୀ ଭୂତୋର ନ୍ୟାୟ ବଳେ ଥାକିବେ ଆବ ହାମୀର ସାଥେ ରାଖିଲେ ଶ୍ରୀ
ବାମୀର ମତ ତାର ହରମ୍ ପାଳନ କରିବେ । ନକଶା ଏହି ।

YAT

لولو	۳	اورو
وصلی	ہیر	وہی
مع	خ	واو

अलयापा वा गृह्यते प्रक्षिप्ते उदयोऽपि

যদি নেক নিয়াতে কোন মেয়েলোকাটে থেকে আবক্ষ করতে ইচ্ছা হয়, তবে
নিরোক্ত নকশা লিখে শাগাটী অথবা কুরীর মধ্যে রেখে সাথে ধারণ করবে।
উল্লেখ্য কথা এই প্রকার নকশা পূর্ব হচ্ছে।

二〇

بـاحـامـع	بـاـوـهـاب	بـاـوـهـاب	بـاسـلام
بـالـلـه	بـارـحـمـم	بـارـحـمـم	بـاعـمـد
بـامـعـسـ	بـاـيـافـت	بـاـيـافـت	بـاعـمـيد
بـامـحـبـ	بـاـمـحـبـ	بـاـمـحـبـ	بـاجـامـع

علي حب فلان بن فلان + ٩١١ و ١٧٨٦ + ٤٨٥٦١١٧٢١

■ বাস্তুগত তাবিজের কিতাব

ଆଧ୍ୟ ନାରୀକେ ସାଧ୍ୟ କରିବାର ଅନ୍ୟୋର

কোন মেয়েলোককে অধিন করতে চাইলে সুর্যোদয়ের সময় নিজোত্ত নকশা হাতের উপর লিখে উক্ত মেয়েলোককে সালাম দিলে সে বাধা হতে যাবে। নকশা এতঃ :

۱۱ ۱۰ ۱۱ ۱۲ ۸۸۱۲۱ ۱۱ حکم ایڈ بیت

١١- فلان بن فلان الساعة السابعة السابعة السابعة

ବ୍ରାହ୍ମି-ଶ୍ରୀପ ପ୍ରନୋଧାଲିଙ୍ଗ ଦୂର କୃତ୍ୟାର ଅନ୍ଵେଷ

শামী-গুরু মধ্যে মনোমালিন্য হলে, কিংবা ঝগড়া হলে বৃহস্পতিবার দিন নিম্নোক্ত তাবিজ লিখে শামীর সাথে ধারণ করলে, উভয়ের মধ্যে গুরুর জালবাসা জন্মাবে। নকশা এইটি :

VAT

العلى	الا بالله	ولا لاقرة	لا حول
سر	العب	تجفف	العظيم
ع	هم	وجر	ها
ا	ا.	ق	س

علم حد فلان - فلان

କର୍ମଶ ଯା କୁଳ କାନ୍ତିବେ ଦୟାକେ ଲ୍ୟା କାନ୍ତିବେ କର୍ମଶ ଉତ୍ସାହ

यारी कर्तव्यासी वा गुण इत्यादेव इत्पु निरोक्त नकला शोषणात् लिम सकले
निष्ठे जगत्तेषु यात्रिव मध्ये प्रथम याति वृत्तिं करते त्रिष्णु यात्रवद् । नकला एव ।

YAT

EE	TO	T	V
Y	E	EV	TEA
TEA	TEE	A	V
E	O	ED	TEA

ভালবাসা বা মহবত সৃষ্টির উদ্দীয়ো

কোন মেয়েলোককে হস্তবত করতে ইচ্ছা করলে এবং তাকে পেতে বাসনা করলে, নিরোক্ত নকশা পানের উপর লিখে খাওয়াইয়া দিলেই, অতি সহজে তার হস্তবতে আসবে। নকশা এই :

مولاک ج د
ل س م ح ط ح

যুবতীকে বশীভূত করবার উদ্দীয়ো

যদি কোন ব্যক্তি যায়েজমতে কোন যুবতীকে নিজের বশীভূত করতে চায় বা বিবাহ করতে বাসনা রাখে, তবে নিজের তাবিজ লিখে তাবিজের ভিতরে ঐ যুবতীর নাম ও তার মাঝের নাম এবং ঐ ব্যক্তির নাম ও মাঝের নাম লিখতে হবে। অতঃপর এ তাবিজ মাটির মধ্যে পৃষ্ঠে রাখতে হবে। স্বরণ রাখবে এ তাবিজ মাগরিব ও এখানের নামাজের মধ্যেরভী সময় লিখতে হবে। তাবিজ এই :

سُهَيْدَادِ يَامِرِيدِ احْمَادِ سَالَادِ حَسْنِي

ثَانِي فَلَانِ بَنْتِ فَلَانِ إِلَى فَلَانِ بَنْتِ فَلَانِ وَنَفْخَ فِي الصُّورِ فَشَعَّ
مِنْ فِي السَّمَاوَاتِ وَالْأَرْضِ إِلَّا مَا شَاءَ، ثُمَّ نَفْخَ فِي أَجْوَى فَنَاهِمِ قَبَامِ
يَنْظَرُونَ عَجْلَ اللَّهِ الرَّاهِلِ اللَّهِ، لِطَوْرَانِهِمْ سَابِقُونَ.

যুবতীকে ভালবেসে বাসনা পূর্ণ করবার উদ্দীয়ো

যদি কোন লোক যুবতীর প্রেমে পড়ে থাকে এবং তাকে যায়েজ মতে পেতে চায়, তা হলে নিজের নকশাটি লিখে মাতৃকের ঘরে অথবা সে যেখানে চলাফিরা করে সেখানে পৃষ্ঠে রাখবে। আল্লাহর রহমতে বাসনা পূর্ণ হবে। নকশা এই :

۷۸۱

۱۸	۴۸	۶
۱۲	۲۶	۲۶

الْحَبُّ الْحَبُّ الْعَجْلُ

السَّاعَةُ السَّاعَةُ الْحَبُّ فَلَانِ بَنْتِ فَلَانِ

লঙ্ঘাতুনেছা তাবিজের কিঠাব

যুবককে ভালবেসে বাসনা পূর্ণ করবার উদ্দীয়ো

যদি কেউ কাউকেও মহবত করে, তবে নিজের তাবিজটি কাগজে লিখে মাদুলিতে তবে মাহবুবের চলাচলের পথে মাটির মধ্যে পৃষ্ঠে রাখবে। আল্লাহর রহমতে অঙ্গ দিনের ভিতরে মনের বাসনা পূর্ণ হবে। তাবিজটি এই :

۷۸۲ ۱۷ ۱۱۱ ۱۱ ۴ ۱۱ ۸۱۳۱۸

ভালবেসে ঘনের আশা পূর্ণ করবার উদ্দীয়ো

নিচের নকশাটি কাগজে লিখে নতুন তুলা সাথে মাতৃকের তুল ও এই তাবিজ একত্রে মিলিয়ে চেরাগে জুলাবে। আল্লাহর রহমতে অঙ্গ দিনের মধ্যে মনের কাবনা পূর্ণ হবে। নকশা এই :

۰۷ ۳۳۳ ۸ ۱۱۱ ۲۹۲۹ ۱۱۱ ۷۷ ۱۱۱

বশীভূত করবার উদ্দীয়ো

যদি কারো প্রতি কোন লোক আসক্ত হয় এবং তাকে বশীভূত করে পেতে চায়, তা হলে নিচের নকশাটি কাগজে লিখে লাল তুলা লিয়ে মোড়িয়ে আঙ্গনে জুলাবে এবং জালাবার সময় মাতৃকের বাড়ীর দিকে মুখ করে বসবে। নকশা এই :

۷۸۳ ۱۷۱ ۱۱ ۱۱ ۴ ۱۱۸۱۳۱۸

কাউকে প্রেমে আবক্ষ করবার উদ্দীয়ো

যদি কারো প্রতি কোন লোক আসক্ত হয় এবং তাকে বশীভূত করে পেতে চায়, তা হলে নিচের নকশাটি কাগজে লিখে লাল তুলা লিয়ে মোড়িয়ে আঙ্গনে জুলাবে এবং জালাবার সময় মাতৃকের বাড়ীর দিকে মুখ করে বসবে। নকশা এই :

۰۷ ۸۱۱ ۲۹۲۹ ۱۱۱ ۷۷ ۱۱ ۱۱

কেন নারীকে আর্থনৈত করবার উদ্দীয়ো

যদি কোন লোক কেন নারীকে ভালবেসে বিবাহ করতে বাসনা করে, অব ঔ নারী এতে বাসী না হয়, তবে নিজের তাবিজ লিখে পানিতে ওলিয়ে এ পানি তাকে পান করাবে, এবে অপারাগ হলে যে কোন খাবার বস্তুতে এ পানি মিশিয়ে থাওয়াবে। আল্লাহর রহমতে ঐ নারী জেমে পল্পলিমি হয়ে বিবাহে রাখী হবে। আরি ও আসল লঙ্ঘাতুনেছা তাবিজের কিঠাব-২

মহব করে বিবাহ করিবার তদবীয়

ع	ع	ع	ع	ع	ع	ع	ع	ع	ع	ع	ع	ع	ع	ع
ج	ج	ج	ج	ج	ج	ج	ج	ج	ج	ج	ج	ج	ج	ج
ف	ل	ان	ع	ل	ي	ب	ن	ت	ف	ل	ان	ع	ل	ي
ح	اض	ر	ا	ي	د	ن	ش	د	ب	د	و	س	ت	ي
ع	ع	ع	ع	ع	ع	ع	ع	ع	ع	ع	ع	ع	ع	ع

প্রথম ফলানে আশেকের নাম দ্বিতীয় ফলানে তার পিতার নাম তৃতীয় ফলানে মাতৃকের নাম চতুর্থ ফলানে মাতৃকের মায়ের নাম লিখতে হবে। মাতৃকের বিবাহ করিবার তদবীয় হবে।

মাতৃককে বিবাহ করিবার তদবীয়

কোন পূরুষ লোক যদি কোন নারীর উপর আশেক হয়, আর তাকে বিবাহ করতে বাসনা করে, তবে নিম্নোক্ত নকশা জাফরানের কালি দিয়ে লিখে তাতে খুশির মিশিয়ে মাদুলিতে ভরে পূরুষ লোক সঙ্গে ব্যবহার করবে। অথবা কোন গাছের ডালে ঝুলিয়ে এমনিভাবে বেঁধে যেন, বাতাসে কবজ নড়াচড়া করে। আর গাছের নিকট যেন কোন গঢ়া না থাকে। আর নকশার মধ্যে ফলান এবনে ফলানের স্থানে আশেকের নাম ও তার পিতার নাম লিখিবে। আর ফলান বিন্তে ফলানের স্থানে মাতৃকের নাম এবং তার মায়ের নাম লিখতে হবে। আল্লাহর মেহেরবানীতে অষ্ট দিনের ভিতরে উভয়ের মিলন হবে। আইন হরফ ৪৫টি এবং ছোয়াদ হরফ ১৪টি লিখতে হবে। নকশা এই :

ص	ص	ص	ل	ح	ف	ل	ان	ع	ع	ع	ع	ع	ع	ع
ع	ع	ع	ب	ن	ع	ل	ي	ع	ع	ع	ع	ع	ع	ع
ع	ع	ع	ف	ل	ان	ع	ل	ع	ع	ع	ع	ع	ع	ع
ع	ع	ع	ف	ل	ان	ع	ل	ع	ع	ع	ع	ع	ع	ع

যদি কোন লোক কারো প্রেমে অস্তির হয়ে পড়ে এবং তাকে কাছে পেতে চায়, তা হবে নিম্নে লিখিত তাবিজ দৈনিক একটি করে সাত দিনে সাতটি তাবিজ ফিতায় লিখে সলিলা বানিয়ে যাকে পেতে চায়, তার বাড়ীর দিকে মুখ করে জালাবে। প্রত্যাহ একই সময় একইস্থানে বসে এ আমল করবে। আল্লাহর রহমতে তালবাসার পাত্র বা পাত্রী যেখানেই থাকুন কেন, মিলিত হতে বাধ্য হবে। তাবিজ এই :

লজ্জাতুন্নেছা তাবিজের কিতাব

শনিবার- ۱۱ ۱ ۱ ۱ ۱ ۸۷ ۶۱۱ ۱ ۷۱۱ ۱ ۱

রবিবার- ۱ ۱ ۱ ۸۱۹ ۱۱۷ ۱ ۱ ۸۶۱۴ ۱ ۱

সোমবার- ۶ ۱۱۱ ۹۶ ۱ ۱ ۱۶۱ ۱ ۱ ۷۱ ۶ ۱ ۱ ۹

মঙ্গলবার- ۱۷ ۶ ۲۱ ۶ ۲ ۱ ۶ ۱ ۶

বুধবার- ۹۶ ۱ ۱ ۶ ۶ ۱ ۱ ۱ ۱

বৃহস্পতিবার- ۱ ۱ ۱ ۱ ۱ ۱ ۱ ۱ ۱ ۱ ۱ ۱ ۱ ۱ ۱

শক্রবার- ۲۹ ۱ ۱ ۹ ۱ ۱ ۱ ۱ ۱ ۱ ۱ ۱ ۱ ۱ ۱ ۱

অবাধ্য স্বামীকে বাধ্যকরিবার তদবীয়

হামী স্তুর উপর অবাধ্য হলে নিম্নের নকশা লিখে উহার নীচে স্বামীর নাম ও তার মায়ের নাম লিখে স্তু তান হাতের বাজুতে বাক্সিবে। যেই চাঁদ রবিবারে আরও হয়, সেই রবিবারে এই তাবিজ লিখে ব্যবহার করবে। নকশা এই :

۷۸۱

۵	۶	۷	۸	۹
و	ي	৮	৬	১
০	ন	৭	৫	৩

ফলান বন্ত ফলান

জরুরী আয়তসমূহ

কতিপয় জরুরী আয়ত- যেগুলো এ বন্তে তাবিজ ও তদবীয়ের ক্ষেত্রে স্থানে স্থানে উল্লেখ হবে। আমলকারী সহজে পাওয়ার জন্য তা এখনে স্মৃতি হচ্ছে।

১। আয়াতুল কুরসী

اللَّهُ لَا إِلَهَ إِلَّا هُوَ الْحَقُّ الْقَيْمُ لَا تَأْخُذْهُ سَيِّرَةٌ وَلَا نَوْمٌ لَهُ مَا فِي السَّمَاوَاتِ وَمَا فِي الْأَرْضِ مَنْ ذَا الَّذِي يَشْفَعُ عِنْهُ إِلَّا بِإِذْنِهِ مَنْ عَلِمَ مَا بَيْنَ أَيْدِيهِمْ وَمَا خَلْفَهُمْ وَلَا يُحْكَطُونَ بِشَيْءٍ مَنْ عَلِمَ مَا أَسْفَاقَهُ وَمَنْ كَرِبَتْهُ السَّمَاوَاتِ وَالْأَرْضُ وَلَا يَسْرِدُهُ حِفْظَهُمْ هُوَ الْعَلِيُّ الْعَظِيمُ

২। আয়াতে শেকা

(১) وَسَفِّ صُدُورَ قَوْمٍ مُّؤْمِنِينَ (২) وَشَفَّاَ لِمَا فِي
الصُّدُورِ (৩) يَخْرُجُ مِنْ بُطُونِهَا شَرَابٌ مُّحْتَلِّ الرَّاهِنَةِ نِيهِ شَفَّاَ
لِلنَّاسِ (৪) وَشَفَّاَ مِنَ الْقُرْآنِ مَا هُوَ شَفَّاَ وَرَحْمَةً لِلْمُؤْمِنِينَ
(৫) وَإِذَا مَرَضَ فَهُوَ شَفِيفٌ (৬) قُلْ هُوَ لِلَّذِينَ أَمْرَأُوا هُدًى
وَشَفَّاَ.

৩। আয়াতে সালাম

(১) سَلَامٌ قَوْلًا مِنْ رَبِّ الرَّحْمَمِ (২) سَلَامٌ عَلَى تَنْوِيجِ فِي
الْعَلَيْبَيْنَ (৩) سَلَامٌ عَلَى الْبَاسِيْنَ (৪) سَلَامٌ عَلَى إِبْرَاهِيمِ (৫)
سَلَامٌ عَلَى مُوسَى وَهَارُونَ (৬) سَلَامٌ عَلَيْكُمْ طَبَّتُمْ فَادْخُلُوهَا
خَلِدِيْنَ (৭) سَلَامٌ هُنَى حَتَّى مَطْلَعِ النَّجْرِ.

৪। সূরা ফাতিহা

الْحَمْدَ لِلَّهِ رَبِّ الْعَالَمِينَ الرَّحْمَمُ الرَّحِيمُ مَالِكُ يَوْمِ
الْدِيْنِ إِنَّا نَعْمَدُ وَإِنَّا كَسِيْعِينَ إِنَّا نَرَا طَاطَ الْمُشَكِّمِ
صِرَاطَ الَّذِينَ أَنْعَمْتَ عَلَيْهِمْ غَيْرِ السَّاغِطِ عَلَيْهِمْ وَلَا
الظَّالِمِينَ أَمِينَ .

৫। সূরা ইখলাস

قُلْ هُوَ اللَّهُ أَحَدٌ اللَّهُ الصَّمَدُ لَمْ يَلِدْ وَلَمْ يُوْلَدْ وَلَمْ يَكُنْ لَّهٗ
كُفُواً أَحَدٌ .

৬। সূরা ফালাক

قُلْ أَعُوْذُ بِرَبِّ الْفَلَقِ مِنْ شَرِّ مَا خَلَقَ وَمِنْ شَرِّ
غَاسِقٍ إِذَا وَقَبَ وَمِنْ شَرِّ التَّفَثِ فِي الْعَنْدِ وَمِنْ شَرِّ
خَاسِدٍ إِذَا حَبَدَ .

৭। সূরা নাছ

قُلْ أَعُوْذُ بِرَبِّ النَّاسِ مَلِكِ النَّاسِ إِنَّا مِنْ شَرِّ
الْخَنَّاسِ الَّذِي يُوْسِوْسُ فِي صُدُورِ النَّاسِ مِنَ الْجِنَّةِ وَالنَّاسِ .

৮। সূরা হাশেরের শেষ ৪টি আয়াত

لَوْ أَرَيْنَا هَذَا الْقُرْآنَ عَلَى جَبَلٍ لَرَائِيْثَةٍ خَاصِّاً مُتَصَدِّعاً مِنْ
خَشْيَةِ اللَّهِ وَتِلْكَ الْأَمْثَالُ نَضَرَيْهَا لِلنَّاسِ لَعَلَّهُمْ يَتَفَكَّرُونَ .
هُوَ اللَّهُ الَّذِي لَا إِلَهَ إِلَّا هُوَ . عَالَمُ الْغَيْبِ وَالشَّهَادَةِ هُوَ
الرَّحْمَنُ الرَّحِيمُ هُوَ اللَّهُ الَّذِي لَا إِلَهَ إِلَّا هُوَ . الْمَلِكُ الْقَدُّوسُ السَّلَامُ
الْمُؤْمِنُ الْمَهْبِمُ الْعَزِيزُ الْجَبَارُ الْمُتَكَبِّرُ . سَبَحَانَ اللَّهِ عَمَّا
يُشَرِّكُونَ . هُوَ اللَّهُ الْخَالِقُ الْبَارِيُّ الْمُصَرِّرُ لَهُ الْأَسْمَاءُ الْحُسْنَى
يُسَبِّحُ لَهُ مَا فِي السَّمَاوَاتِ وَالْأَرْضِ وَهُوَ الْعَزِيزُ الْحَكِيمُ .

৯। সূরা মুমিনুনের শেষ ৪ আয়াত

أَفَحَسِّنَتُمْ أَنَّمَا خَلَقْنَاكُمْ عَبْدَنَا وَأَنَّكُمْ أَبْشَرَنَا لَا تُرْجِعُونَ .
فَتَعْلَمُ اللَّهُ الْكَلِمَةُ الْحَقُّ لَا إِلَهَ إِلَّا هُوَ رَبُّ الْعِرْشِ الْكَرِيمُ . وَمَنْ
يَدْعُ مَعَ اللَّهِ إِلَهَاهَا أَخْرَ لَبْرُهَانَ لَهُ بِهِ فَإِنَّمَا جِسَابَةٌ عِنْدَ رَبِّهِ . إِنَّهُ
لَا يَفْلُجُ الْكُفَّارُونَ . وَقُلْ رَبِّيْ أَغْفِرْ وَازْحِمْ وَأَنْتَ خَيْرُ الرَّاجِحِينَ .

১০। সূরা জিনের প্রথম ৪ আয়াত

قُلْ أَوْحَى إِلَيَّ أَنَّهُ أَشَمَّ نَفَرَ مِنَ الْجِنِّ فَقَالُوا إِنَّا سَعَيْنَا
فِرَانَا عَجَبًا يَهْدِي إِلَيِ الرَّشِيدِ فَأَمَّا بِهِ وَلَنْ تُشْرِكَ بِرَبِّنَا أَحَدًا .
وَأَنَّهُ تَعَالَى حَدَّرَنَا مَا اتَّحَدَ صَاحِبَةً وَلَا وَلَدًا وَأَنَّهُ كَانَ يَقُولُ
سَفِيهِنَا عَلَى اللَّهِ شَطَطًا . وَأَنَّا ظَنَنَا أَنَّ لَنْ تَقُولُ إِلَيْنَا وَالْجِنِّ
عَلَى اللَّهِ كَذِيْنَا .

১১। সূরা সাফকাতের প্রথম ১০ আয়াত

وَالصَّفَتِ صَفَا فَالرَّاجِعَاتِ رَجْرًا فَالْعَالِيَاتِ ذَكْرًا إِنَّ الْهُمْ
لَوَاحِدَةِ رَبِّ السَّمَاوَاتِ وَالْأَرْضِ وَمَا بَيْنَهُمَا وَرَبُّ الْمَسَارِقِ - إِنَّا زَيَّنَاهَا
السَّمَاوَاتِ الدُّنْيَا بِرِزْقِنَا الْكَوَاكِبِ وَحِفْظًا مِنْ كُلِّ شَيْطَانٍ مَارِدٍ.
لَا يَسْمَعُونَ إِلَى الْأَكَلَاءِ الْأَعْلَى وَيُقْدِرُونَ مِنْ كُلِّ جَانِبٍ دُحْوَرًا وَلَهُمْ
عَذَابٌ وَأَصْنَعُ - إِنَّمَا مِنْ خَطْفَةِ الْخَطْفَةِ قَاتِبَةَ شَهَابَ ثَاقِبٍ -
فَاسْتَفْتِهِمْ أَهْمَ أَشَدُّ خَلْقًا - أَمَّنْ حَلَقْنَا إِنَّا حَلَقْنَاهُمْ مِنْ طِينٍ لَازِبٍ -

১২। সূরা হৃদ ও সূরা মূলকের পানি নির্গত আয়াত

وَقَبَلَ يَارَضَ ابْلَعَنِي مَاءً، إِنَّ وَسَيَّاً؛ أَفْلَعَنِي وَغَبَصَ الْمَاءَ
وَقَضَى الْأَمْرَ وَأَشَوَّثَ عَلَى الْجُودِي وَقَبَلَ بُعْدًا لِلْقَوْمِ الظَّلِيلِينَ
فُلْ أَرَيْتُمْ إِنْ أَصْبَحَ مَا تَعْكِمُ غَورًا فَمَنْ يَأْتِيْكُمْ بِسَاءَ مَعِينٍ -

১৩। আসহাবে কাহফ

إِلَهِي بِحُزْمَةِ يَمْلِيْخَانَا مَكْسِلِيْبَنَا كَشْتُوْطَطِ طَبِيْوَتِسْ
كَشَافَطَبِيْوَتِسْ آذَاقْطِيْوَتِسْ بِوَانِسْ بَوَسْ وَكَلِبِهِمْ قَطْبِيْرَ وَعَلَى
اللَّهِ قَصْدُ السَّبِيلِ وَمِنْهَا جَائِرَ وَلَوْشَا؛ لَهَدَاكُمْ أَجَعِينَ -
وَصَلَى اللَّهُ تَعَالَى عَلَى سَيِّدِنَا وَمَوْلَانَا مُحَمَّدَ وَاللهِ وَصَحِيفَهِ
وَبَارَكَ وَسَلَّمَ -

১৪। চেতেল কাফ

كَفَاكَ رِبُّكَ كَمْ يَكْفِيْكَ وَإِكْفَفَهَا كَمْ كَمِينَ كَانَ مِنْ
كَلَكَ تَكَرَّرَ كُرَّا كَرَّكَرَفِيْ كَبِدَ تَحْكِيْ مَشَكْشَكَةَ كَلَكَلَكَ
لَكَلِكَ كَفَاكَ مَابِيْ كَفَاكَ أَكَافَكَ تَكَرَّيْ بِاَكَوْكَبَا كَانَ تَحْكِيْ
كَوْكَبَ الْفَلَكِ -

১৫। সূরা ইনশিক্তাকের ৫ আয়াত

إِذَا السَّمَاءُ اشْفَقَتْ وَأَذَقَتْ لِرِبَّهَا وَحْقَقَتْ - وَإِذَا الْأَرْضُ مَدَثَ
وَالْقَتْ مَافِيهَا وَكَيْأَتْ - وَإِذَئِكَ لِرِبَّهَا وَحْقَقَتْ -

মাথা বেদনার চিকিৎসা

তদবীরে চিকিৎসা :

○ যে কোন রকম মাথা ব্যথা, মাথা ধরা, আধ কপালে মাথা ব্যথা দূর করার
জন্য নিম্নোক্ত তাবিজটি বিশেষ ফলদায়ক।

بِاللَّهِ

○ ডান হাতের মধ্যমা অঙ্গুলি দ্বারা রোগীর মাথা এবং ললাটের বাম পার্শ্বের
রগ আর ডান হাতের বৃক্ষাঙ্গুল দ্বারা মাথার ডান দিকের রগ চেপে ধরে বিসমিল্লাহসহ
নিম্নোক্ত আয়াত পাঠ করে ফুঁক দিবে। আয়াত এই-
لَوْ نِمْرُوكْ تَأْبِيْتَ هَذَا الْقُرْآنَ عَلَى جَبَلٍ
পর্যন্ত উর্জির উকিম হতে কুরআন উপরে জারি করে মাথা দূর করলে মাথা
ব্যথা দূর হয়। দোয়া এই—

لَا يُصْدِعُونَ عَنْهَا وَلَا يُتَزَفَّونَ - أَعُوذُ بِاللَّهِ مِنْ شَرِّ كُلِّ عِرْقٍ
تَعَارِ وَمِنْ شَرِّ حَرَّ السَّارِ وَصَلَى اللَّهُ عَلَى النَّبِيِّ وَآلِهِ وَسَلَّمَ -

সর্দি রোগের চিকিৎসা

বেশী ঠাণ্ডা পানি, অধিক শীত, বেশী ক্রন্দন, নাসিকা পথে খুলাবালি ও ধোয়া
প্রবেশ, দিবা নিদ্রা, অধিক রাত জাগণ কিংবা অজীর্ণের কারণে মাথায় ঝোঁকা ঘনীভূত
হয়ে সর্দি সৃষ্টি করে। একে মস্তিষ্কের রোগ বলা হয়।

সর্দি রোগের প্রাথমিক লক্ষণ হলো, মাথা ভার হয়, শরীর রোমাঞ্চিত হয়, মুখ
ও নাক দিয়ে পানির মত বের হতে থাকে।

তদবীরে চিকিৎসা

অনেক লোকের সর্বদাই সর্দি লেগে থাকে। এ জাতীয় সর্দি সহজে আরোগ্য
হয় না। কিছু সরিষ্যার তেল ও পানিতে কোরআন পাকের তেক্রিশ আয়াত পড়ে ফুঁক
দিয়ে সে তেল কয়েক দিন গোসলের পূর্বে মাথায় ও সর্বশরীরে মালিশ করবে।
তারপর পানি দিয়ে গোসল করবে।

উন্মাদনা রোগের চিকিৎসা

○ এক পোয়া থাটি সরিষার তেল এবং এক ঘোতল পানিতে তেক্রিশ আয়াত দু'বার পড়ে দু'বার দম করবে। অত্যহ সকাল বিকাল এই তেল রোগীর আপাদমস্তকে ভাল করে মালিশ করবে এবং পড়া পানির সাথে আরো পানি মিশিয়ে তেল মালিশের অর্ধ ঘণ্টা পর রোগীর মাথায় ঢালতে থাকবে। অন্ততঃ পনের বা বিশ কলস পানি ঢালবে; যাতে রোগীর মধ্যে শীত শীত ভাব জেগে উঠে; তারপর শরীর মুছে এই পড়া তেল মাথায় দিবে। এরূপ দু'শতাহ আমল করবে।

○ একটি পেঁচা পাখি জবাই করে মাটিতে রাখলে দেখবে, সেটির একটি চক্র বন্ধ এবং অপরটি খোলা। তখন বন্ধ চক্রটি নিয়ে ছেট একটি শিশি বা কোটির মধ্যে ভরে রোগীর অনামিক আঙুলের সাথে মেঁধে রাখবে। এতে অত্যধিক ঘুম হবে এবং তা বিশেষ ফলপ্রদ।

○ সাস্ত্রবতীগাতী দোহনকালে দ্বিতীয় গরম অবস্থায় ঐ দুধ রোগীকে প্রত্যহ সকালে পান করবে।

○ তেক্রিশ আয়াত পাঠ করে দৈনিক অন্ততঃ দু'বার রোগীকে দম করবে।

○ মেশক, জাফরান ও গোলাপ জলের কালি দ্বারা চীনা মাটির বরতনে আয়াতে শেকা লেখে রোগীকে অন্ততঃ সাত দিন সকাল বিকাল তা সেবন করবে।

○ তেক্রিশ আয়াত ও আয়াতে শেফার তাবিজ লেখে রোগীর গলায় বেঁধে দিবে।

○ নিম্নোক্ত আয়াত লেখে বালিশের মধ্যে ভরে ঐ বালিশে রোগীকে শয়ন করবে। এটা বিশেষ কার্যকর।

بِسْمِ اللَّهِ الرَّحْمَنِ الرَّحِيمِ。فَصَرَّتْنَا عَلَى أَذَانِهِمْ فِي الْكَهْفِ
سِتِّينَ عَدِدًا وَتَخَسَّبُهُمْ أَيْقَاظًا وَهُمْ رُفَوْذٌ。رُتَّلْبِلَهُمْ ذَاتُ الْيَمِينِ
وَذَاتُ الشَّمَالِ مُرْمُمٌ دَخْ هَبَّا مَرْدَخٌ لَأَطَا وَصَلَّى اللَّهُ عَلَى مُحَمَّدٍ
وَآلِهِ وَسَلَّمَ。

উল্লিখিত সাতটি নিয়ম এক সাথেও আমল করা যেতে পারে। আশা করা যায়, এতে রোগী আরোগ্য লাভ করবে এবং তার স্বাস্থ্য ও শক্তি বহুগুণে উন্নত হবে।

সুপথ্যঃ ৪ উন্মাদ রোগীর জন্য পুরাতন চালের ভাত, মুগ ডাল, পটল, পুরানো কুমড়া, দুধ, ঘি, নারিকেল, কিশমিশ, বেল, কাঠাল ইত্যাদি হিতকর।

কৃপথ্যঃ ৫ করলা, উচ্ছে এবং অন্যান্য যে কোন তিক্ত তরকারি নিষিদ্ধ, স্তৰী সঙ্গম দূষ্যলীয়।

মৃগী রোগের চিকিৎসা

রোগের লক্ষণঃ ৪ কিছু দিন বাদে বাদে অর্ধাং সপ্তাহ, মাস, বছর অন্তে হঠাৎ বেহশ বা মৃহিত হয়ে পড়ে। কারো কারো মৃথ দিয়ে ফেনা বের হয়। হাত, পা, পিঠ বাঁকা হয়ে ধনুষক্ষণের রোগীর মত জ্বান হারিয়ে ফেলে।

তদবীরে চিকিৎসাঃ

○ নিম্নোক্ত তাবিজটি ভোজ পাতায় লেখে ধারণ করলে মৃগী রোগ আরোগ্য হয়।

ঝর্ণস্বর	ভেরহুস	ঝলুলু
বহু	ওস্টেরুস	মলুহুন
নাল্স	ওহলুড	ড্ৰিসুহা
ওাম্বিড	মলুস	সুলুস
সাদে রুরু	আরু	সাদার খলুচু

○ সম্পূর্ণ সাদা রংয়ের মোরগের রক্ত দ্বারা শনিবার ভোরে নিম্নোক্ত তাবিজ লেখে গলায় ব্যবহার করলে এবং ঐ মোরগের গোশত খেলে এ রোগ ভাল হয়। সাদা মোরগের রক্তের বদলে জাফরান কালি দ্বারাও তাবিজ লেখা যাবে। তাবিজ এই—

○ বিসমিল্লাহসহ নিম্নোক্ত আয়াত লেখে তাবিজকরে ব্যবহার করলেও এ রোগে ফল দর্শিবে। আয়াতটি এই—

رَبِّ أَنِّي مَسْئِي الشَّيْطَنَ بِنَصْبٍ وَعَذَابٍ رَبِّ أَنِّي مَسْئِي
الصَّرِّ وَأَنْتَ أَرْحَمُ الرَّاحِمِينَ۔ رَبِّ اغْزُونَ يَكْ مِنْ هَمَزَاتِ الشَّيْطَنِينَ
وَاعْزُونَ يَكْ رَبِّ أَنِّي يَخْطُرُونَ۔ وَصَلَّى اللَّهُ عَلَى النَّبِيِّ وَآلِهِ وَسَلَّمَ۔

সাবধানতাঃ মৃগী রোগীকে কখনো উচ্চস্থানে আরোহণ করাবে না। আশুন, পানি হতে সর্বদা দূরে রাখবে।

সুপথ্যঃ ৬ এ রোগে আজ্ঞাত রোগীদেরকে উন্মাদ রোগীদের অনুরূপ পথ হেতে দেবে এবং অনুরূপ কুপথসমূহ দিতে বিরত থাকবে।

দৃষ্টিশক্তিশূন্যতার চিকিৎসা

চোখের দৃষ্টিশক্তিশূন্যতা নানা প্রকারের হয়। কেউ কেউ দূরের জিনিস দেখে, নিকটের জিনিস দেখে না। কেউ কেউ নিকটের জিনিস দেখে দূরের জিনিস দেখে না। অবশ্য বৃক্ষ বয়নে দৃষ্টিশক্তিশূন্য পেলে চিকিৎসায় কোন ফল হয় না। তবে

প্রথম বা মধ্যম বয়সে এ রোগ দেখা দিলে সুচিকিৎসায় ফল পাওয়া যায়। চক্ষুর ভিতরের পর্দা বা ছানি পড়ে গেলে বিজ্ঞ চিকিৎসক দ্বারা চিকিৎসা করা বেবে।

○ কিছুদিন নিয়মিত কতক্ষণ পানির স্নোতের দিকে তাকিয়ে থাকবে।

○ সূর্যোদয়ের পূর্বে নাক দ্বারা পানি টানবে।

○ হয়ীতকী, বচ, কৃত, পিপুল, গোলমরিচ, বহেরার শাস, শঙ্খনাড়ী ও মনছাল সম্পরিমাণ ছাগল দুধে পিষে তাতে সামান্য পানি মিশিয়ে কর্তৃতরের পালক কিংবা অন্য নরম জিনিস দ্বারা চক্ষের ভিতরের লাগাবে। এতে রাতকানা, চোখের সাদা বর্ণ ইত্যাদি আরোগ্য হয়।

তদবীরে চিকিৎসা

○ প্রতোক ওয়াতেরের ফরয নামায বাদ (বানুর নৃক) এগার বার পড়ে চক্ষুতে ঝুক দিবে অথবা অঙ্গুলিতে ঝুক দিয়ে চোখে বুলাবে।

○ বিসমিল্লাহসহ নিম্নোক্ত আয়াত দ্বারা তাবিজ লেখে শরীরে বেঁধে বাবহার করলে চক্ষু রোগ ও সর্বরকম মাথা বাথা আরোগ্য হয়।

بِسْمِ اللَّهِ الرَّحْمَنِ الرَّحِيمِ . إِنَّمَا تُورُ السَّمَوَاتِ وَالْأَرْضَ مَثَلُ
تُورَهُ كَمَشْكُورٍ فِيهَا مِصْبَاحٌ . الْمِصْبَاحُ فِي زُجَاجَةٍ . الزُّجَاجَةُ كَانَهَا
كَوْكَبٌ دُرِّيٌّ يُوَقَّدُ مِنْ شَجَرَةٍ مُّبَارَكَةٍ زَيْتُونَةٍ لَا شَرْقِيَّةٍ وَلَا غَرْبِيَّةٍ بَكَادَ
زَيْنَتْهَا بِعِصْنِيٍّ وَلَمْ تَمْسَهُ نَارٌ . تُورٌ عَلَى تُورٍ . بَهْدِيَ اللَّهِ لِتُورِهِ
مَنْ يَسِّأَكَ وَيَصْرِبُ اللَّهَ الْأَمْتَالَ لِلنَّاسِ وَاللَّهُ بِكُلِّ شَيْءٍ عَلِيمٌ .

○ নিম্নোক্ত দেয়া ভোজ পাতায় লেখে চোখের উপরিভাগে কপালে বেঁধে রাখবে। এতে চক্ষু রোগ ভাল হয়। দোয়াটি এই—

إِيَّاهَا الرَّمَمَهُ الرَّمَمَهُ التَّمَمَهُ بِعَرَقِ الرَّأْسِ عَزَمَتْ عَلَيْكَ
بِسَوْرَاهُ مَوْسَى وَأَنْجِيلِ عِيسَى وَرَسُورَ دَاؤَدَ وَفَرَقَانِ مُحَمَّدِ صَلَّى
اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ تَكَشَّفَنَا عَنْكَ عَطَائِكَ فَبَصَرَكَ الْيَوْمَ حَدِيدٌ .
وَلَا حَوْلَ وَلَا قُوَّةَ إِلَّا بِاللَّهِ الْعَلِيِّ الْعَظِيمِ وَصَلَّى اللَّهُ عَلَى مُحَمَّدٍ
وَآلِهِ وَسَلَّمَ .

১ চার প্রত্যেকটি একবার করে পড়ে পানিতে দম করে এ পানি দ্বারা দৈনিক তিন বার চক্ষু, মাথা ও মুখমণ্ডল বৌত করবে।

○ নিম্ন দোয়া ৩ বার পড়ে চোখে দম করলে বিশেষ ফল পাওয়া যায়। দোয়া এই—

فَكَشْفًا عَنْكَ غَطَّاءِكَ فَبَصَرِكَ الْيَوْمَ حَدِيدٌ . سَلامٌ قَوْلًا مِنْ رَبِّ رَحْمَنٍ .

○ গোলাপ পানি ও সুরমায় তেলিশ আয়াত পড়ে দম করতঃ একটি শলাকা প্রথমতঃ গোলাপ পানিতে তিজিয়ে পরে তাতে একটু সুরমা লাগিয়ে দৈনিক চার পাঁচ বার তা চোখে লাগাবে।

○ সরিয়ার তেল ও পানিতে ৫ নং আয়াত তেলিশ বার পড়ে দম করতঃ গোসলের পূর্বে ঐ তেল সর্বক্ষে মালিশ করবে। তেল শরীরে শক্তিয়ে গেলে পড়া পানি দিয়ে উত্তমরূপে গোসল করবে। এতে চোখের বাঁপসা দৃষ্টি দূর হয়।

নিয়ম কানুন : ঠাণ্ডা পানি দ্বারা গোসল করবে, ঠাণ্ডা দ্ব্রব্য আহার করবে। নিয়মিত নিদ্রা যাবে। এ রোগে পিয়াজ, মরিচ, আদা ইত্যাদি সুপর্যথ। কিন্তু অন্দ্র এবং রাত জাগরণ ক্ষতিকর।

বাসিঙ্কা ঘোগের চিকিৎসা

তদবীরে চিকিৎসা :

○ বিসমিল্লাহসহ নিম্নের আয়াত ললাটে লেখে দিলে নাকের রক্ত পড়া বন্ধ হয়। আয়াত এই—
لِكُلِّ نَبِيٍّ مُّشَرِّقٍ وَمُّسْطَقٍ تَعْلَمُونَ —

○ বিসমিল্লাহসহ নিম্নের আয়াতের তাবিজ লেখে মাথায় ধারণ করবে—

وَقَبِيلُ بُعْدًا لِلْقَوْمِ الظُّلْمِيْنَ هَذِهِ وَقَبِيلُ بِأَرْضِ أَبْلَعِيْنَ مَا كَيْدَ
كَلِّ أَرْبَيْتَمْ إِنْ أَصْبَحَ مَا كَمْ غَুরًا فَمَنْ يَأْتِبِكُمْ بِمَا إِمْعَنَ . وَصَلَّى
الْيَمَنْ بَعْدًا لِلْمُحَمَّدِ وَسَلَّمَ

জিহ্বার ঘোগের চিকিৎসা

তদবীরে চিকিৎসা :

○ শিশুর জিহ্বায় এক রকম সাদা আবরণের মত পড়ে, একে ল্যাচা ঘোগ বলে। এরোগে বিসমিল্লাহসহ নিম্নোক্ত আয়াত দশ বার পড়ে মাথন কিংবা তিনি তেলের উপর ঝুক দিয়ে তা জিহ্বার উপর আন্তে আন্তে মালিশ করবে। অর যদি শিশুর পেটে কোন অসুখ থাকে, তবে সূরা কুন্দুর একবার পড়ে একটু গরম পানিতে ঝুক দিয়ে এ পানি পান করবে। আল্লাহর রহমতে পেটের অসুখ ভাল হবে এবং জিহ্বার ল্যাচাও কমে যাবে।

আয়ত এই—

رَبِّ أَنِّي مُسْئِلُ النُّفُوسُ وَأَنِّي أَرْحَمُ الرَّاحِمِينَ。مُسْلِمٌ لَا يَهْبِطُ إِلَيْهَا ।

○ কারো তোতলামি রোগ থাকলে জাফরান, করুণী ও গোলাগ পানির কালি ধারা চীন বর্তনে একাধারে চার্টিশ দিন পূর্ণা সূরা বনী ইসরাইল খে সেবন করাবে।

○ ফজর নামায়ের পর একটি পরিত্র পাথরের টুকরা মুখের ভিতর রেখে নিম্নোক্ত দোয়াটি ১০০ বার পাঠ করলে তোতলামি দূর হয়। দোয়াটি এই—

**رَبِّ اشْرُخْ لِي صَدْرِي وَتَزْرِعْ لِي أَثْرِي وَأَخْلُلْ عَنْهُمْ مِنْ تَسْأِيْنِ ।
يَقْتَهْرَا فَوْلَىْنِ ।**

দৃষ্টি রোগের চিকিৎসা

দাঁতের গোড়ায় ও দুর্দাঁতের মধ্যস্থলে কথনো ময়লা জমতে দেবে না। দাঁতের গোড়ায় বা ফাঁকে কোন খাদ্য কগা আটকে গেলে মেসওয়াক ইত্তাদির মাধ্যমে তা সরাবে।

মেসওয়াকের অনেক উপকারিতা রয়েছে। যথা— ○ গলা ও মুখের শ্রেষ্ঠা দূর হয়, ○ দাঁত মজবুত হয়, ○ মুখের দুর্বল নাশ হয়, ○ মৃত্যু কষ্ট কম হয়। পক্ষান্তরে ত্রাস বাবহারে দাঁতের অনেক ক্ষতি হয়। যথা— দাঁতের মাটি নষ্ট হয়। দুর্দাঁতের মধ্যস্থলে ফাঁক হয়। দাঁতের গোড়া মাংসহীন হয়ে পড়ে।

মুখের দুর্বল নাশের উপায় : অনেকের দাঁত-মুখ পরিষার থাকা সত্ত্বেও মুখে দুর্বল থাকে। এর কারণ তার পেটে ও পায়খানা পরিষ্কার না থাকা। এর চিকিৎসা করলেই মুখের দুর্বল দূর হবে।

প্রতিকার : ○ সম্পরিমাণ রসুন ও লবণ বেটে তোরে খালি পেটে খেলে সুফল পাওয়া যাবে। সব সময় এলাচি, লবঙ্গ এবং দারুচিনি কিংবা সুস্রাগযুক্ত জর্নি মিশ্রিত পান খেলে সাময়িক চিকিৎসা হয়।

গলগড় ও গড়মালা রোগের চিকিৎসা

কফ ও মেদঘটিত কারণে গলা ফুলে উল্লিখিত রোগ দুটি দেখা দেয়।

প্রতিকার : ○ সিদুর ও সরিয়ার তেল মিশিয়ে মালিশ করলে তাল ফল পাওয়া যাবে।

○ শ্বেত সরিয়া, সজিলা বীচি, যব ও মসিনা ইত্তাদি অন্ন মোলের সাথে বেটে কিছু দিন গলায় প্রলেপ দিলে উপকার হয়।

○ গলায় ঘা (টেনসিল), ক্যানসার প্রতি তোগ দেখা দিলে বিজ্ঞ চিকিৎসকের হাত ব্যবহা করাবে।

○ গলায় মাঝের কাঁটা বিখলে কয়েকবাৰ নিম্নোক্ত দোয়াটি পড়ে ঘূর্ণ দিবে। দোয়া এই— **لَلَّا إِذَا بَلَغَتِ الْحَلْقَةِ وَإِنْمَّا جِئْنَاهُ تَنْظِيرَنِ ।**

বক্স রোগের চিকিৎসা

○ বক্সে সদা সর্বদা ঘাঁটি সরিয়ার তেল মালিশ করলে উপকার পাওয়া যায়।

○ গলা বসে গেলে বা কঠোর ভেসে গেলে হাতীতকী ও বিশুল ফুর্শ মুখে রাখলে ফল পাওয়া যায়।

○ বক্সে শ্রেষ্ঠা জমলে বা কিছু তকিরে থাকলে বাসক পাতা সাথে জুল দিয়ে দুর্ব গরম পানি অন্ন অর্পণ পান করাবে।

○ ঘাঁটি মধ্য চিরিয়ে খেলে ভাজ ফল পাওয়া যায়।

○ কল্টকারী ও বাসকের কাখ বা নির্যাস পান করলে কাশের উপকার হয়।

○ রাজহাসের চবি বুক ও বুকের দুর্পাশে মালিশ করলে কাশের বিশেষ উপকার হয়। এমনকি নিম্নমোনিয়া হতেও বক্স পাওয়া যায়।

○ বাষের তেল সর্বশরীরে মালিশ করলে ঠাণ্ডা হতে বাঢ়া পাওয়া যায়।

○ শাস, হাঁপানি, কাশ এবং নিম্নমোনিয়া ইত্তাদি রোগ হতে নিরাময়ের জন্য চৰ্মনাদ্য তেল বক্সে মালিশ করাবে।

ষষ্ঠা রোগের চিকিৎসা

বিভিন্ন কারণে ষষ্ঠা রোগ হতে পারে। যেমন— অতিক্রিক হৃত্রক্ষয়, অধিক দুষ্টুতা, ঘন ঘন সনি-কাশি, সেতুমৈতে এবং আলো বাতাসহীন স্থানে বেশী থাকা, অগুর্জিক থাদা এবং বিভিন্ন রোগের প্রতিক্রিয়া ষষ্ঠা রোগ উৎপন্ন হয়।

রোগের লক্ষণ : যষ্ঠা রোগের সূত্রপাত হলে মাথা ভাব হয়। পার্শ্ব ও কক্ষদেশ সৃষ্টিত হয়। বেদনার উদ্রেক হয়। কয়েক অধিক থাকে, গিজাত্যিক দেখা দেয়, শরীরে দাহ শৃষ্টি হয়, খাদ্যে অবস্থা হয়, গলা সুস্তস্ত করে, মেরুদণ্ডে হাত্ত উচু হয়, চোখের চাহনি ক্রিক হয়, মুখ দিয়ে এবং কাশের সাথে রক্ত নিপত্তি হয়।

চিকিৎসা : ○ মুখ দিয়ে রক্ত বর্ম কর্ত ইলে লাক্ষারাঙ্গিত আলতার পানি ঘাঁটি মধ্য দেবন করাবে। ঘাঁটি মধ্য ও রক্তচন্দন ছাগল দুধে পিষে খাওয়াবে।

○ পার্শ্ব, কক্ষ এবং মন্ত্রকে বেদনা থাকলে উলকা, ঘাঁটি মধ্য, কুড় তগর প্রান্তুকা, শ্বেত চৰ্মন একত্রে পিষে ঘি দিয়ে গরম করে বেদনার স্থলে প্রলেপ দিবে।

୦ ଜୁର, ଶ୍ଵାସ ଓ କାଶ ଥାକିଲେ ବେଳ, ଶୋନା, ଗାଙ୍କାରୀ, ପାରୁଳ, ଗନ୍ତ୍ୟାରୀ, ମାଲପାନି, ଚାକୁଳ ବୃହତି, କଟକାରୀ, ପୋକୁର —ଏସବ ଦ୍ୱରୋର ମୂଳ ଓ ଧନ୍ୟା, ପିପୁଳ ଏବଂ ଝଣ୍ଡି ଚର୍ଚ ମିଲିଯେ ଜ୍ଞାନ କରେ ପାଚନ ବାନିଯେ ମେବନ କରବେ ।

চ্যাবনপ্রাস যষ্টা রোগের একটি কার্যকর ঔষধ। নিয়মিত কিছু দিন ব্যবহার করলে যষ্টা রোগ আরোগ্য হয়।

ତଦୟୀରେ ଚିକିତ୍ସା :

୦ ତେଣୁ ଆୟାତ ପଡ଼େ ସରିବାର ତେଲ ଓ ପାନିତେ ଝୁକ୍ ଦିଯେ ଏ ପଡ଼ା ତେଲ ଗୋଲାଲେର ପୂର୍ବେ ଆତେ ଆତେ ବୁକେ ମାଲିଶ କରବେ । ମାଲିଶ କରତେ କରତେ ବୁକ ସଥିନ ଗରମ ହବେ ତଥାନ ଏ ପଡ଼ା ପାନ ଦିଯେ ଗୋଲାଲ କରବେ । କିନ୍ତୁ ପଡ଼ା ପାନ ରୋଗୀଙ୍କେ ଖେତେ ଦିବେ । ଆଜ୍ଞାହର ରୁହମତେ ରୋଗୀର ବୁକ ହତେ ଶ୍ରେୟ ବେର ହେଁ ଏବଂ ବୁକେର ବୁଥା ଲାଘବ ହେଁ । ଏତାବେ ସାତ ଦିନ ତଦିବୀରେର ପର ସୁରା ଫାତେହାସଙ୍କ ଆୟାତେ ଶୈଫା କାଗଜେ ଲେଖେ ତାବିଜ ଆକାରେ ରୋଗୀର ଗଲାଯ ମେଧେ ଦିବେ ।

୦ ଯଦି ରୋଗୀର ମାଝେ ମାଝେ ରକ୍ତ ବମି ହୁଏ ତବେ ଏହି ତଥିରେ ନିମ୍ନୋକ୍ତ ଆୟାତ ଓ ଲୋକେ ଦିବେ । ଆୟାତ ଏହି—

قَيْلَ بَعْدًا لِلْقَوْمِ الظَّلْمِيْنَ هَتَّ وَقَيْلَ يَا أَرْضَ ابْلَعِيْ مَاكِ
قُلْ أَرَأَيْتُمْ إِنْ أَصْبَحَ مَا كُمْ غَوْرًا فَمَنْ يَأْتِيْكُمْ بِنَا مَعْيَنْ

୦ ଶୁରା ଫାତେହାସଙ୍କ ଆୟାତେ ଶେଷା ମେଶକ ଜାଫରାନ କାଲି ଦ୍ୱାରା ଚିନିର ଦରତଳେ ଲେଖେ ରୋଗୀଙ୍କେ ଦୈନିକ ଦୁ'ବାର ସେବନ କରାବେ । ଏଭାବେ ଏକାଧାରେ ଚାର ମାସ ଆଗମି କରିଲେ ଆଶ୍ଵାସ ବୁଝମେ ରୋଗୀ ପର୍ଯ୍ୟ ସ୍ଥିତ ହବେ ।

সুপর্যাঃ : যদ্যা রোগীর জন্য পুরাতন চালের ভাত, মুগ ও মসুর ডাল, বাইন, মাছ ও বড় টিংড়ি মাছের খোল, কবুতর, ঘৃণ্ণ ও বকের মাংস, পুরান কুমড়া, লাউ, পটল, মানকচু, মোটা উচ্ছে, কাগজী লেবু, দুধ, নারিকেল, কচি তালশাস, শবরী কলা, মিশি, মধু, ইঞ্জুরস, খৈয়ের ভাত, মাখন ও চিনি উপকারী পথ্য।

সন্দর্ভগুলি চিকিৎসা

বক্ষের বাম পার্শ্বের প্রায় দু'অঙ্গুলি নিচে ত্রৎপিণি অবস্থিত। প্রাণীর রহণ এখানেই থাকে। মানব দেহে এ স্থানটির শুরুত্ব অতিক্রমিক। ত্রৎপিণের সুস্থতা, স্বাভাবিকতা ও বলিষ্ঠতা শুধু দেহ সৃষ্টি সরবরাখ জন্মাই নয়; বরং প্রাণে বেঁচে থাকার জন্মাও অতি প্রয়োজন।

ଲଜ୍ଜାତମ୍ରେଷ୍ଟା ତାବିଜେର କିତାବ

ବୋଗେର କାରଣ : ଶୁର୍ପପାକ ଦ୍ୱାରା, ଅତି ଉଚ୍ଚ ଦ୍ୱାରା, କଥାଯ ଓ ତିଙ୍କ ଦ୍ୱାରା ଭକ୍ଷଣ, ଭୁଲ୍ଦୁଦ୍ୱାରା ଭାଲକପେ ହଜମ ହବାର ପୂର୍ବେ ପୁନରାୟ ଭୋଜନ, ଅତ୍ୟଧିକ ଚିତ୍ତା, ମାତ୍ରାଧିକ ପରିଶ୍ରମ, ଅତି ଶୋକ, ମଲ-ମୁତ୍ରର ବେଗ ଧାରଣ, ସୁମ୍ମତ ବ୍ୟକ୍ତିକେ ହୃଦୀର ଜାଗାତ କରା, ବକ୍ଷେ ପ୍ରତ୍ୟେ ଆଘାତ, କୋଠକାଠିନ୍ୟ, ଅର୍ଶ ଏବଂ କୃମି ରୋଗ ପ୍ରତ୍ୟେ ହଦରୋଗ ମୃଦ୍ଦିର କାରଣ ।

ରୋଗେର ଲକ୍ଷଣ ୫ ସର୍ବଦା ମନେ ଅବସାଦ ଲେଗେ ଥାକ । ଆକାଶ ମେଘାଛଳ୍ଯ ହଲେ ମନେ ଅଶ୍ଵାସି ଉଦୟ ହୁଏୟା ପ୍ରଭତି ହଦରୋଗେର ଲକ୍ଷଣ ।

ତଦୟୀରେ ଚିକିତ୍ସା :

୧) ଆମଲକାରୀ ବକ୍ତି ରୋଯା ଅବୟା କାଚେର ପାତ୍ରେ ନିରୋକ୍ତ ତାବିଜଟି ମେଶକ ଜାଫରାନ ଦ୍ୱାରା ଲେଖେ ବସ୍ତିର ପାନିତେ ଧ୍ୟେ ରୋଗୀଙ୍କେ ପାନ କରାବେ ।

لِيَرْبِطَ عَلَىٰ قُلُوبِكُمْ وَتُثْبِتَ بِهِ الْأَقْدَام —

ଏ ତାବିଜ ସାତ ବାର କରେ ଲେଖବେ ଏବଂ ଏକାଧାରେ ସାତ ଦିନ ଫଜରେର ବାଦ
ଆଣି ପେଟେ ପାନ କରବେ ।

০ নিম্নে তাবিজিটি মেশিক, জাফরান, কর্পুর ও গোলাপ পানি দ্বারা লেখে
বোধীর গলায় শুনানো।

三

۲۱	۱۲	۱۹۸	۱
۱۹۷	۲۶	۲۰	۱۲
۳۱	۲۰۰	۱۰	۱۹
۱۱	۱۸	۴	۱۹۹

○ নিম্নোক্ত তাবিজিটি মেশেক জাফরান দ্বারা চীনা বরতনে লেখে বৃংশি বা কৃপের পদ্ধিত ধৰ্য সাত দিন পান কৰাবে। তাবিজিটি—

ଆମାଶ୍ୟ ବୋଲେବ ଚିନ୍ତଳସା

અદ્વીત ઇક્ષિતા : 3

۱۰ سূরা কদর এবং এ দোয়া - لَّا فِيهَا غُرْلٌ وَلَا مَمْعَنٌ عَنْهَا يُنْزَفُونَ
তিনি বার পড়ে পানিতে ঝুঁক দিয়ে উক্ত পানি সামাজন গরম পানির সাথে মিশিয়ে পান
করলে উদ্রব্যম ও ওলাউষ্টা রোগ আরোগ্য হয়।

୧୦ ମେଲ୍‌କ୍, ଜାଫରାନ କାଳି ଦ୍ୱାରା ଚିନ ସରତରେ ମୂରି ଖାତେହା, ଆଯାତେ ଶେଷ ଏବଂ ୧. ୧୯ ଅମାଲେ ଆଯାତଟି ଲେଖେ ଦୁଇ ଭୋଗେ ଦେବାର କରାବେ । ଏତେ ଯେ କୋଣ ଉଦ୍ଦର ରୋଗେ ସୁରକ୍ଷା ପାଇଯା ଯାଏ । ସରତରେ ନିଜୋକ୍ତ ଆଯାତଟିଟିକୁ ଲେଖିଲେ ଆରୋ ଉଦ୍ଦର :

**لَهُمُ الْبَشَرُ فِي الْحَيَاةِ الدُّنْيَا وَفِي الْآخِرَةِ لَا تَبْدِيلٌ
لِكَلْمَتِ اللَّهِ ذَلِكَ هُوَ الْفَوْزُ الْعَظِيمُ .**

୦ ଉପରୋକ୍ତ ଆୟାତ ଏକ ଖଣ୍ଡ କାଗଜେ ଲେଖେ ପାନିତେ ଭିଜିଯେ ଏ ପାନ ଏକଟି ବୋତଲେ ରେଖେ ଦେବେ । ଅତଃପର ଯେ କୋନ ମୟୋ ଯେ କୋନ ପେଟେରେ ଶୀଘ୍ରାୟ ଏ ପାନ ହାତେ ପାନ କରିବେ ଅଗ୍ରହୀ ସହମତେ ଆରୋଗ୍ୟ ଲାଭ କରବେ ।

সুপ্রভাৎ পেটের বদ হজম হলে পুরাতন চালের বেশী সিক্ক ভাত, দালি ইত্যাদি, অত্যন্ত লম্বাপক খাদ্য, ছেঁটি মাছের পোনা, পটল, পলতা, কচি বেগুন, কাঁচকলা, মোম, কাঙাগজি সেব ঘোল ইত্যাদি উপকৰণ।

ଶଲ ସେନାବ ଅଦୟୀବେଳ ଚିକିତ୍ସା

୦ ନିମ୍ନୋକ୍ତ ଆୟାତ ତିନି ବାର ପଡ଼େ ସରିଷା ତେଲେ ଦୟ କରେ ମେ ତେଲ ବୈଦନାର
ମୁଖେ ମାଲିନୀ କରାବେ । ଆୟାତ ଏହି-

أَفْحِسْتُمْ لَا تُرْجِعُونَ . ذَلِكَ تَحْفِيفٌ مِّنْ رَبِّكُمْ وَرَحْمَةً
طَفَّالَنَّ إِعْتَدَى بَعْدَ ذَلِكَ فَلَهُ عَذَابٌ أَلِيمٌ . وَبِالْحُقْقِ اُنْزَلَتْ
..... نَذِيرًا .

୩ ନିମ୍ନେ ଆଯାତ ଏବଂ ସ୍ତରା ଇଖଲାସ ଲେଖେ ତାବିଜାକାରେ ବେଦନାର ହଳେ ବେଧେ ରାଖିବେ : ଏତେ ଜିନ୍ନେ ଆଛରଜନିତ ବେଦନା ହଲେ ଓ ଉପକାର ଦର୍ଶିବେ । ଆଯାତ ଏତ୍-

وَتَسْرِيلٌ مِنَ الْقُرْآنِ مَاهُ شَفَاءٌ وَرَحْمَةٌ لِلْمُؤْمِنِينَ وَلَا يَزِيدُ
الظُّلْمَيْنِ إِلَّا خَسَارًا ۖ

୧୦ ସୁରା ଫାଟେହାସିଙ୍କ ଆସାତେ ଶେଷ ମେଶକ ଜାଫ୍ରାନ କାଲି ଦ୍ୱାରା ଚିନା ବରତନେ
ଦେଇଁ ଧୂରେ ରୋଗୀଙ୍କେ ତିନ ଦିନ ସେବନ କରାବେ ।

সুপথ : লাউ, পটল, শাক, শসা, শবরি কলা, পেঁপে ইত্যাদি উপকারী পথ।

କ୍ଷେତ୍ରପାତ୍ର ଚିକିତ୍ସା

କୃମି ମାନୁଷେର ସହଜାତ । ଚିକିତ୍ସାବିଦ ଓ ଦେହବିଜ୍ଞାନୀଦେର ମଧ୍ୟେ, କୃମିର ଅନ୍ତିର୍ମୀତି ନେଇ ଏମାନ କୋଣ ଦେଖ ଥାକିତେ ପାରେ ନା । ଆବାର କୃମି ସମ୍ମ ଅଧିକ ବୃକ୍ଷ ପର୍ଯ୍ୟନ୍ତ ଏବଂ ବୃକ୍ଷ ଅଧାରିକ ପର୍ଯ୍ୟାୟେ ଶୌଭେ, ତବେ ତା ମାରାହାକ ଅବଶ୍ୟକ ସୃଜି କରିବେ । କୃମି ଯୋଗ ହାତେ ବିଭିନ୍ନ ରୋଗ ଦେଖା ଦିଲେ ପାରେ । ବାଜେଇ କୃମି ହାତା ପେଟ ଭାର୍ତ୍ତ କରେ ବାହୀ ଛିକ ନାୟ । ବିଶେଷତଃ ଛୋଟ ଭେଲେମେଯୋଦେର ଜଳ କୃମି ବିଶେଷ କ୍ଷତିକର । କୃମି ଛୋଟ ବଢ଼ି ଦ୍ୱାରା କାରା ଆଛେ ।

ଅଦ୍ୟାତ୍ମର ଚିକିତ୍ସା ୩

ନିମ୍ନୋକ୍ତ ତାବିଜଟି ଲେଖେ ଥାଏ ବୈଧ ଦିଲେ ଯେ କୋଣ ଧରନେର କୃତି ରୋଗ ଆବେଗ୍ୟ ହୁଁ । ତାବିଜଟି ଏହି-

مر	قر	عو	می
صاک	قر	و	مے
کر	قر	عو	مے
مر	قر	عو	مے

অভিস ব্রোঞ্জের চিকিৎসা

ଶ୍ରୀହା ଓ ସ୍ଥକୃତ ରୋଗ ଦେଖି ଦିନ ଛାଯୀ ଧାକଳେ ଜନ୍ମିସ ରୋଗ ଆପ୍ରାକ୍ରାଶ କରେ । ଏ ରୋଗେ ପ୍ରାୟଶ୍ଚଃ ରୋଗୀର ଚକ୍ର ହଲୁଦ ବର୍ଷ ହେବ । ପେଶାବ ଏବଂ ପୀତ ଓ ହଲୁଦ ବର୍ଷ ଧାରଣ କରେ ।

চিকিৎসা ৪ হরীতকী, বহেরা, আমলকী, বাসক, গুলঁক, চিরতা, কটকী, নিমছাল ইত্যাদির পাচন ঘৃসহ সেব্য। কাঁচা ও পাকা পেপে এ রোগের ভাল পথ্য।

୦ ବୁଦ୍ଧାରେ ଶିଳ୍ପକର୍ମ ।

صلی علیہ وآلہ وسالہ

(২) নিম্নের তাবিজিতি প্রীতি বা লিভারের উপর বেঁধে দিবে-

سُبْلَهُ اللَّهُ الرَّحْمَنُ الرَّحِيمُ . فَإِنْ أَعْتَدْتَ لَهُ بَعْدَ ذَلِكَ فَلَهُ عَذَابٌ أَلِيمٌ .

ଆଦି ଓ ଆସନ ବ୍ୟାକାତମ୍ରୋଷା ତବିଜେବ କିତାବ-୩

○ নিম্নের ভাবিজ ব্যবহারে বহু স্থানে আশাতীত সুফল পাওয়া গেছে। আয়ই ৭
দিনে রোগ উপশম হয়ে থাকে।

٧٨٦ ح أب ح فاح ناح ودبج ع هرج ماع وبرويع حاميا وطايرا
روع مسحاها وسلوهم ليلكتقاط لع دلى اجيبيوا ياخدام الاسماه
يرقم الطحال عن هذا الاذى

୦ ଶୀମାର ତଥୀର ଉପର ନିଷ୍ଠୋକ୍ତ ତାବିଜ ଅଳନ କରେ ପ୍ରଥମ ସଞ୍ଚାହେ ଶ୍ରୀହାମୋଜା, ଦିତୀୟ ସଞ୍ଚାହେ ଲିଭାର ବରାବର ଧାରଣ କରିଲେ ଶ୍ରୀହାମ ଓ ଲିଭାର ରୋଗ ଭାଲ ହୁଏ ।

دال	مادا	مالا	اع	احاد
ردہم	واح	ورم	ای	
لکلم				

ଠିଲାବ ଓ ପ୍ରିହାତେ ସେନା ଥାକଳେ ଚିନ ମାଟିର ବରତନେ ନିଷେଇର ତାବିଜ ଲେଖେ ପାନି ଦ୍ଵାରା ଘୋଟ କରେ ପାନ କରବେ । ଏତେ ଆଶ୍ରତୀତ ଫଳ ତାର ।

○ অথবা পীঁহা ও লিভার শক্ত হয়ে বেদনা দেখা দিলে নিম্নের তাবিজটি চীন মাটির বরতনে লেখে ধূয়ে খোওয়াবে।

তাবিজটি এই- ১০০০০ ১৪১৪১৪১৪১৫ মুম

○ পাতলা চামড়ায় নিম্নের তাবিজি লেখে পুরী ও লিভারের উপর বেঁধে
রাখবে। শনিবারে বাঁধবে এবং শুক্রবারে খলে ফেলবে।

١٨٩٧٢ محمد الـ دـ رـ

الله يحيى عاصي صالح دودن مانع من الله، ان تبصره ومرره

○ নিম্নোক্ত তাবিজিটি লখে বাম হাতে বেঁধে দিলে জিসিস রোগ আরোগ্য হয়। তাবিজিটি এই- ১১২২১০৯, ৪১৯২৫

୦ ନିମ୍ନୋକ୍ତ ତାବିଜଟି ଶନିବାର ସୂର୍ଯ୍ୟ ଉଦୟେର ପୂର୍ବେ ଲେଖେ ପଶମେର ରଶି ଦିଯେ
ବ୍ୟାପ ଦିନ ପାର୍ଶ୍ଵ ରାତିମ୍ବୁ ରାତିମ୍ବୁ

ଅବିଜ୍ଞାତି ଏଟେ-

مِنْ مَعْدُودَاتِ الْأَنْوَارِ

اح اع میں ایسی جگہ

ও কাঁচি দুধি উত্তানি

সুপথ্য : পটল, পিপুল, শাক, খিংগা, কাঁকরোল, কচি বেগুন, কবলা, উচ্চে, কাঁচা পাকা পেঁপে, ইস্কুর রস ও কাঁচি দধি ইত্যাদি এ রোগের জন্য হিতকর পথ্য।

■ লাভাতনেষ্ঠা তাবিজের কিতাব

କୃପଧ୍ୟ : ଡିମ, ଯେ କୋନ ଡାଳ, ତୈଲାକ୍ତ ମାଛ, ଗୁରୁପାକ ଏବଂ ଶକ୍ତ ଦ୍ରୁବ୍ୟମୂହ୍ ଏବଂ ବିଶେଷ ଫତିକର ।

ମୁଦ୍ରାପତ୍ର ରୋଗେର ଚିକିତ୍ସା

বিভিন্ন কারণবশতঃও বিশেষতঃও শুক্রক্ষয় ও বদহজমী এবং পেশাবের বেগ ধারণ করার কারণে মূত্রাশয় দুর্বল হয়ে যায়। বহুমুদ্রের কারণে মানুষের সর্বদেহের তরল পদার্থ বিকৃত ও ছানচূত হয়ে মূত্রাশয়ে জমা হয় এবং মূত্রালী দিয়ে তা অত্যধিক পরিমাণে নির্গত হতে থাকে। এতে দিন দিন শরীরী শ্ফীণ ও দুর্বল হয়ে পড়ে। দেহে অবসন্নতা, জড়তা দেখা দেয়। এ অবস্থায় অনেকের পিপাসা বৃদ্ধি পায়।

ওয়ুধে চিকিৎসা : ○ এ রোগে পাকা কাঠালী কলা ১টি, আমলকীর রস এক তেলা মধু চার মাস্য, চিনি চার মাস্য, দুধ এক পোয়া (আড়াইশ হাব) এক সাথে মিশিয়ে খাবে।

୦ କଠି ତାଳ ବା ସେଜୁର ଗାଛର ମୂଳ ରସ ଓ କାଠାଲୀ କଳା ଦୂରେ ଥାଏ ପାଇବା
ସକାଳେ ଖେଳେ ବୃଦ୍ଧମାତ୍ର ଯୋଗ ନିରାମ୍ୟ ଏବଂ ମାତ୍ରାଶ୍ୟ ସବ୍ଲ ଓ ଧାରଣ ଶ୍ରଦ୍ଧିସମ୍ପନ୍ନ ହୁଏ ।

○ অনেকের নানা কারণে মৃত্যুর সবেগে নির্ণিত না হয়ে খুব নিজেজ্ঞভাবে নিগর্ত হয়। কারো বা ফোটা ফোটা বের হয়, কারো বা পেশার পরিমাণে খুব কম হয়। এসব রোগে নারিকেল ফুল চাল ধোয়া পানিতে পিষে প্রত্যহ সকালে কিছু সেবন করলে উপকার হয়।

○ এ রোগের কারণে কাঠো মল আবক্ষতা দেখা দিলে গোকুর বীজের কাছে যবক্ষার মিশিয়ে সেবন করলে মৃত্যুবক্ষতা ও পেশাব অঙ্গের জ্বালা ব্যর্ণণা দ্রুত হয়। তাছাড়া পাথর ঝুঁটির পাতা লবণের সাথে চিবিয়ে রস খেলেও উপকার হয়।

୦ ସାମାନ୍ୟ ସ୍ତ୍ରୀଗାର ସାଥେ ବାଧ ବାଧଭାବେ ପେଶାବ ହେଲେ କୁମାରୀର ରସ, ସରକାର ଓ ପୁରୁତନ ଡଢ଼ ମିଳିଯେ ପାନ କରଲେ ଏ ରୋଗ ଓ ପେଶାବରେ ସାଥେ ଶର୍କରା ଲିର୍ଚିମନ ଦୂର ହୁଯା ।

○ পেশাব বক্ত হলে তিনটি এটে (বীচি) কলা খুব কচলিয়ে একটি মানকচুর ডগা কুচি কুচি করে কেটে উক্ত কলার সাথে উভয়রেখে ছানবে। তারপর তা একটি যাচির পাত্রে রেখে দিবে। তা হতে যে রস বের হবে তা রোগীকে খাওয়াবে। আচ্ছাহুর রহমতে পেশাব খোলাস হবে।

୦ କୁତୁରେ ବିଠା ପାନିତେ ମିଶିଯେ ଥୁବ ବେଶୀ ଗରମ କରନ୍ତି ଏ ଫୁଟ୍‌ସ୍ଟ ଗରମ ପାନି ଏକଟି ପାତ୍ର ରେଖେ ଦେବେ । ଅତଃପର ରୋଗୀର ମହ୍ୟ ହୁଏ ମତ ଗରମ ଅବସ୍ଥା ଏ ପାନିତେ ରୋଗୀର ଦୁଃଖ ହାତୁ ପର୍ଯ୍ୟନ୍ତ ଭିଜିଯେ ରାଖିବେ । ପାନି ଠାଙ୍ଗ ହେଉଥାଏ ପର୍ଯ୍ୟନ୍ତ ଏକବେ ଲାଭିଜିଯେ ରାଖିଲେ ରୋଗୀର ହାତାବିକ ପେଶାବ ହବେ ।

তদবীরে চিকিৎসা :

○ নিম্নের আমলটি বৰ্ক পেশাব চালু করার জন্য বিশেষ ফলপ্রদ। আমলটি এই— সর্বথেম সূরা ফাতেহা একবার এবং নিম্নের দোয়া তিন বার পাঠ করে পানিতে ফুঁক দিবে। দোয়াটি এই—

**قُلْنَا يَا نَارَكُنْزِي بَرْدًا وَسَلَامًا عَلَى إِبْرَاهِيمَ وَأَرَادَوَا بِهِ كَيْدًا
فَجَعَلْنَاكُمْ الْأَخْسَرِينَ سَلَامٌ قَوْلًا مِنْ رَبِّ رَحْمَنِ .**

তারপর সূরা জিনি প্রথম হতে পর্যন্ত দু'বার পাঠ করে ফুঁক দিবে। এরপর সূরা ফাতেহা ও সূরা কফিরন একবার, আবার সূরা ফাতেহা ও সূরা ইখলাস একবার, আবার সূরা ফাতেহা ও সূরা নাস একবার, আবার সূরা ফাতেহা একবার ও নিম্নের দোয়া দু'বার পাঠ করে দম করবে :

**لَهُمُ الْبُشْرِي فِي الْحَمْرَةِ الدُّنْيَا وَفِي الْآخِرَةِ لَا يُنَبِّئُنِي لِكُلِّي
اللَّهُ ذَلِكَ هُوَ الْفَرْزُ الْعَظِيمِ .**

সর্বশেষে ঐ পানি একটি বোতলে রেখে আবার সূরা ফাতেহা ও আয়াতে শেফা এক খও কাগজে লেখে কাগজখত বোতলের পানিতে ভিজিয়ে রাখবে। তারপর প্রত্যহ তিন বার ঐ পানি পান করবে।

○ বিসমিল্লাহ নিম্নের আয়াত চীনা বরতনে লেখে ধোত করতঃ রোগীকে সে পানি খাওয়াবে। আল্লাহর রহমতে সাথে সাথে পেশাব হবে। আয়াত এই—

**بِسْمِ اللَّهِ الرَّحْمَنِ الرَّحِيمِ إِنَّ اللَّهَ لَا يَغْفِرُ أَنْ يُشْرِكَ بِهِ
وَيَغْفِرُ مَا دُونَ ذَلِكَ لِمَنِ يَشَاءُ وَمَا قَدَرُوا اللَّهُ حَقُّ قُدْرَهُ وَالْأَرْضُ
كُلُّهُمَا قَبْطَتْهُ يَوْمَ الْقِيَامَةِ وَالسَّمَاوَاتِ مَطْرَبَتْ يَمْنَهُ سُبْحَنَهُ
وَتَعَالَى عَمَّا يُشْرِكُونَ رَمَصَنْ نَفْعَ وَشَفَعَ يَفْعَلُ اللَّهُ عَزَّ وَجَلَّ .**

○ যদের সর্বদা কিছুক্ষণ পর পরই পেশাব হয় তাদের জন্য পাঁচটা ছাগলের খুর আগুনে পুড়ে ডুঁক করে পানিতে ভিজাবে; অতঃপর সে পানি রোগীকে খাওয়াবে। ইনশাআল্লাহ এতে আরোগ্য লাভ করবে।

সুপথ্য : ডাব, কাগজী লেৰু, ফলফলারি এবং লম্বুপাক পুষ্টিকর খাদ্যসমূহ এ রোগের জন্য হিতকর।

ক্রপথ্য : ওরুপাক খাদ্য, তাজা পোড়া দ্রব্য, মরিচ ইত্যাদি এ গের জন্য ক্ষতিকর।

পাখরী রোগের চিকিৎসা

রোগের কারণ : গুর্দা সতেজতা ও সবলতা হারিয়ে ফেললে আহার্য দ্রব্যের সূক্ষ্ম ও মিহিন কণিকাসমূহ গুর্দা এবং মূত্রাশয়ে সঞ্চিত হয়ে ধীরে ধীরে পাথরীতে পরিণত হয়। পেশাবের বেগ ধারণ করতে করতে মূত্রাশয়ের তিতরে তলানি জমাট আকারে ক্রমশঃ শক্ত হয়েও পাথরে পরিণত হয়।

তাছাড়া সঙ্গম, মৈথুন এবং স্বপ্নদোষহেতু ক্ষরিত শক্র বের হতে না দিয়ে যাবা তা রোধ করে তাদেরও পাখরী হতে পারে। তা এত ভয়ঙ্কর ব্যাধি যে, বড় হয়ে গেলে অপারেশন ছাড়া আর কোন উপায় থাকে না।

রোগের লক্ষণ : ডান বা বাম পায়ের যে কোন উরু অথবা উভয় উরু ভার বোধ হয়। পুরুষদের তলদেশ হতে গুহ্যদ্বার পর্যন্ত সেলাইয়ের মত স্থানে অত্যন্ত বেদনা হয়। তলপেটেও বেদনা অনুভূত হয়। বেদনাস্থলে হস্ত স্পর্শ করলেও প্রাণাত্মক হতে চায়। অত্যন্ত ঘন ঘন পেশাবের বেগ হয়, কিন্তু অত্যন্ত যন্ত্রণার সাথে দু'এক ফোটা মাত্র পেশাব বের হয়ে বৰ্ক হয়ে যায়। যন্ত্রণায় রোগী ছটফট করতে থাকে।

ঔষধে চিকিৎসা : ○ পাথর কুচির পাতা লবণের সাথে চিবিয়ে খেলে এ রোগে বিশেষ উপকার হয়।

○ তাল গাছের মূল বাসী পানির সাথে বেটে খেলে ভাল ফল হয়।

○ বুরুণ ছাল, শুঁঠ চূৰ্ণ ও গোক্ষুর— এ তিন দ্রব্যের পাচন দু'মাঘা যবক্ষার ও দু'মাঘা পুরাতন গুড়ের সাথে সেবন করলে পাথর বিগলিত হয়ে যায়।

○ ছাগলের দুধ, মধু ও গোক্ষুর ধীজ চূৰ্ণ সেবন করলে পাখরী রোগ আরোগ্য হয়।

○ কোশতায়ে হাজারক্ল ইয়াহুদ জাওয়ারেশে জালিনুসের সাথে সেবন করলেও পাথরী গলে বের হয়ে যায়।

○ ছাগল দুধের সাথে আনন্দযোগ মিশিয়ে সেবন করলে পাখরী বিগলিত হয়। আনন্দযোগ একটি কবিরাজী ঔরুধ।

তদবীরে চিকিৎসা :

(১) নিম্নের লেখে তাবিজ করে নাভির নিচে ধারণ করবে।

**رَبُّ اللَّهِ الَّذِي فِي السَّمَاوَاتِ تَقْدِيسٌ إِشْمَكٌ أَمْرَكٌ فِي السَّمَاوَاتِ
وَالْأَرْضِ كَمَا رَحِمَكَ فِي السَّمَاوَاتِ فَاجْعَلْ رَحِمَكَ فِي الْأَرْضِ
وَاغْفِرْلَنَا خَطَايَانَا أَنْكَ رَبُّ الْطَّيْبَيْنِ فَأَنِيرْلِ شِفَانِكَ
وَرَحْمَةً مِنْ رَحْمَتِكَ عَلَى هَذَا الْوَجْعِ .**

○ সূরা আলাম নাশরাহ সাদা কাগজে বা এক খন্দ রেশমের কাপড়ের উপর লেখে এক বেতল পানির মধ্যে রাখবে। অতঃপর উক্ত পানি রোগীকে একাধারে চাঁপ দিন পান করাবে।

○ বিসমিল্লাসহ নিম্নের আয়াত চীন মাটির বরতলে লেখে ধোয়া পানি রোগীকে প্রত্যাহ একবার পান করাবে। আয়াত এই-

وَسُئِلَ الْجِبَالُ بَسًا فَكَانَتْ هَبَا؛ مُنْتَهٰ وَحَمَلَتِ الْأَرْضُ وَالْجِبَالُ
فَدَكَّا كَهْ وَاحِدَةً فَيَوْمَنِيذْ وَقَعَتِ الْوَاقِعَةُ وَانْشَقَتِ السَّمَاءُ فَهِيَ
يَوْمَنِيذْ رَاهِيَةٌ .

○ বিসমিল্লাসহ নিম্নের আয়াত দ্বারা তাবিজ লেখে নাভির নীচে বেঁধে রাখলে পায়খানা পেশাব খোলাসা হয়। আয়াত এই-

وَأَنْرَلَنَا مِنَ الْمُغَمْرَاتِ مَاءً تَجَاجًا فَفَتَحْنَا أَبْوَابَ السَّمَاءِ
بِسَا؛ مُنْهَمِرْ وَفَجَرْنَا الْأَرْضَ عَيْنَنَا فَالْتَّنَّا الْمَآءَ عَلَى أَنْرِقَدْ قُبْرَ .

○ নিম্নের আয়াত বিসমিল্লাসহ চীন বরতলে লেখে খোত করে রোগীকে খাওয়ালেও পেশাব খোলাসা হয়। আয়াত এই-

وَإِذَا نَسْقَلَ مَوْلَى لِقَوْمِهِ فَقُلْنَا أَصْرِبْ بَعْصَكَ الْخَجَرِ
فَأَنْجَرَتْ مِنْهُ أَثْنَانَ عَشَرَةَ عَيْنًا فَدَعَلَمْ كُلُّ أَنَّاسٍ مُّتَبَّهِمْ
مُفَسِّدِينَ .

সুপথ্য : পুরাতন চালের নরম ভাত, ছোট মাছের পোনা, কদু, পটল, বিংগা, বেগুন, মানকচু, মোচা, খোড়, পাথির গোশ্ত, মাষকলাই, মুগ, দুধ, ঘোল, তাল, কচি তালের শাস, খেজুরের মাথি, নারিকেল ডাবের লেওয়া, চিনি এবং লঘুপাক ও পুষ্টিকর খাদ্য প্রভৃতি এ রোগে সুপথ্য।

কৃপথ্য : যে কোন মিষ্ঠি দ্রব্য, টক ও গুরুপাক দ্রব্য, দধি, পিঠা, তেলে ভাজা দ্রব্য, মৈথুন, রাত জাগরণ এবং অধিক পরিশ্রম প্রভৃতি এ রোগের জন্য ক্ষতিকর।

জ্যায়ু ব্যাধির চিকিৎসা

নারীদের নাভির নীচে মৃত্যুশয় এবং তার নীচেই জ্যায়ুর সাথে যোনীর অতি ঘনিষ্ঠ সম্পর্ক। নারীদের জ্যায়ু সবল এবং কার্যক্ষম হলে যে কোনকৃপ রোগ-ব্যাধি

■ জ্ঞাতন্ত্রে তাবিজের কিতাব

হতে নিরাপদ থাকে। তা দুর্বল এবং অসুস্থ হলে মেয়েলোকেরা নানাবিধ কুর্সিত ও মারাত্মক ব্যাধিগত হয়ে পড়ে। এ জন্যই সর্বদা জ্যায়ু সবল রাখতে যত্নবান থাকা উচিত।

জ্যায়ু দুর্বল হওয়ার কারণ : সীমাত্তিরিক দ্বারা সহবাসে অতিরিক্ত ধাতু ক্ষয়ের কারণে দিন দিন জ্যায়ু দুর্বল হয়ে যায়। তাছাড়া কৃত্রিম উপায়ে অকালে গর্ভপাত করালে বা কোনকৃপ ব্যাধির কারণে গর্ভপাত হলেও জ্যায়ু দুর্বল হয়। অতিরিক্ত মরিচ, পিয়াজ ইত্যাদি খেলে বা বিষাক্ত দ্রব্য ভক্ষণ করলেও তা দুর্বল হয়। অনিয়মিত পানাহার এবং গর্ভবত্ত্ব লক্ষণস্পর্শের কারণেও জ্যায়ুর বৈকল্য দেখা দেয়। জ্যায়ুর দোষে অনেক সময় ঘৃত ব্যবহার করে হয়ে যায়।

চিকিৎসা : ○ গাজরের বীজ একটি পাত্রে রেখে আগনের উপর দিয়ে অতঃপর একটি ছিদ্র বিশিষ্ট ছাবনি দ্বারা পাত্রটি ঢেকে রাখবে। ঢাকনির ছিদ্র দিয়ে যে ধোয়া নির্গত হবে তা যোনীদারে দিয়ে জ্যায়ু পর্যন্ত পৌছাবে। এভাবে মানুষের ছলের ধোয়া জ্যায়ুতে পৌছানোও ঘৃত ব্যবহার কর্তৃর অনিয়ম দূর হয়ে যাবে।

○ জ্যায়ুর দোষে বাধক বেদনা রোগের সৃষ্টি হয়ে থাকে। এ বেদনা দূর করার জন্য ফুটের (বাসি) দানা, শোকুর, বিড়ল, মৌরি সম্পরিমাণ চূর্ণ করে দুসের পানিতে জ্বাল দিবে এবং অর্ধ দের থাকতে নামিয়ে ফেলবে। অতঃপর তা প্রতিদিন এক ছাটাক পরিমাণে সাত দিন দেবন করলে বাধক বেদনা উপশম হয়।

○ উলট কষলের ছাল অর্ধ তোলা সাতটি গোল মরিচসহ পিষে কাতুর দুই তিন দিন আগে পরে তিন দিন থাকে।

অধিক রক্তস্নাব রোগের চিকিৎসা

ওষুধে চিকিৎসা : ○ ঘৃতকালে বা সন্তান প্রসবের পর অত্যধিক রক্তস্নাব হলে অর্ধ ছাটাক দুর্বার রস চিনির সাথে প্রত্যহ তিন বার করে সেবন করাবে।

○ ডালিমের খোসা, ডালিম ফুলের মোচা, মাজুফল—সম্পরিমাণ নিয়ে বিশ সের পানিতে জ্বাল দিয়ে টব বা বড় পাত্রে রাখবে। অতঃপর সাধ্যমত গরম পানিতে কোমর পর্যন্ত ভিজিয়ে বসবে। যতক্ষণ পানি ঠাণ্ডা না হয় ততক্ষণ পর্যন্ত এভাবে বসে থাকবে। আগ্নাহুর রহমতে রক্তস্নাব বৃক্ষ হয়ে যাবে।

○ গেরোফল, ছস্পে জারাহাত, মাজুফল চূর্ণ করতঃ সামান্য দুর্বার রসে মিশিয়ে সেবন করলে ভাল ফল পাওয়া যায়।

তদবীরে চিকিৎসা :

○ এক ছাটাক সারিধার তেলের সাথে এক তোলা কর্পুর মিশিয়ে **أَفْسَحْبَتْ حِلْزُونَ الرَّاجِمِينَ** হতে পর্যন্ত (উন্নাদ রোগ দ্রঃ) তিন বার পড়ে তার উপর দম

করবে। অতঃপর প্রত্যহ চার পাঁচ বার করে তলপেট, কোমর এবং জরায়ুর উপর মালিখ করবে। এ আমলের সাথে সাথে নিশ্চোক্ত আয়াত লেখে জরায়ু বরাবর তাবিজাকারে বেঁধে রাখবে। আয়াত এই- **وَجَعَلْنَا فِيهَا جَبَّتٍ مِّنْ تُخْبِيلٍ** - হতে **أَفَلَا يَرْمِنُونَ** পর্যন্ত।

○ নিম্নের আয়াত লেখে কোমরে বেঁধে রাখলে অধিক রক্তস্নাব বৃক্ষ হয়। উক্ত আয়াত তিন বার পড়ে পানিতে দয় করে ঐ পানি দ্বারা হাত মুখ ধোত করবে। কিছু পড়া পানি পান করবে। আয়াত এই-

وَقَبِيلٌ بَعْدًا لِلْقَوْمِ الظَّلَمِينَ وَقَبِيلٌ بِإِرْضِ الْبَلْمِينَ - হতে **أَرْضِ الْبَلْمِينَ** পর্যন্ত এবং **فَلْ أَرْبَتْ إِنْ أَصْبَحَ مَا كُنْ عَزَّلَ فَنَّ بِتَابِكُمْ بِسَاءٌ مَعْبَنِ** -

○ সূরা ফাতেহাসহ আয়াতে শেফা চীনা মাটির বরতনে লেখে রোগীকে সেবন করবে। আল্লাহর রহমতে আরোগ্য হবে।

শ্বেতপ্রদর রোগের চিকিৎসা

এ রোগ মহিলাদের জন্য একটি দূরারোগ কুসিত বাধি। বেশী মরিচ, তিকুল ইত্যাদি কুখ্যদয় ভক্ষণ এবং অতাধিক স্বামী সহবাসে এ রোগ সৃষ্টি হয়। এ রোগে সন্তান উৎপাদন ক্ষমতাও রহিত হয়ে যায়।

চিকিৎসা :

○ প্রথমে রোগের কারণ উদ্ঘাটন করে তারপর চিকিৎসার ব্যবস্থা করবে। একটি কাঁটানটের শিকড় তিনটি গোল মরিচের সাথে পিষে প্রত্যহ খেলে শ্বেত প্রদর রোগ দূর হয়।

○ আরদার, হলুদ, মুতা, রসাঞ্জন ভেলা, বাসক, বেল, চিরতার পাচন প্রত্যহ একবার সেবন করলে শূল ব্যথা, পীত, শ্বেত, কাল ও মেটে ইত্যাদি যাবতীয় প্রদর রোগ আরোগ্য হয়।

তদবীরে চিকিৎসা :

○ চীনা মাটির বরতনে সূরা ফাতেহাসহ আয়াতে শেফা লেখে ধোত করে রোগীকে খাওয়াবে।

○ জরায়ুতে জখম এবং চুলকানি দেখা দিলে এক ছাঁক সরিয়ার তেল নিয়ে নিম্নের আয়াত পাঠ করে তেলে দম করবে। তারপর ঐ তেল জরায়ুর বাইরে তিতারে মর্দন করবে। এতে চুলকানি ও জখম আরোগ্য হবে। আয়াত পড়ার নিয়ম এই-

رَبِّ ائِنْ مَسَنِي الصُّرُّ وَأَنْتَ أَرْحَمُ الرَّاحِمِينَ -
তারপর দশ বার পড়বে- **سُلْطَةُ لَائِشِيَّةٍ فِيهَا**

অতঃপর তিন বার পড়বে- **وَقَبِيلٌ بِإِرْضِ الْبَلْمِينَ** - হতে **أَلْظَلِمِينَ** পর্যন্ত।
তারপর তিন বার পড়বে-

فَلْ أَرْبَتْ إِنْ أَصْبَحَ مَا كُنْ عَزَّلَ فَنَّ بِتَابِكُمْ بِسَاءٌ مَعْبَنِ -

○ শ্বেতপ্রদর ও রক্তপ্রদর রোগে মেশক জাফরান কালি দ্বারা দু'ব্যক্ত কাগজে নিম্নের তাবিজটি লেখবে। একটি বাম হাতের বাজুতে বাঁধবে এবং অপরটি পানিতে ডিজিয়ে রোগীকে পান করাবে। তাবিজটি এই-

৭৮৬

سلام	قولا	من	رب
قولا	من	من	رب
من	رب	رب	مشكل
رب	مشكل	مشكل	كتاب
بیاض بعقوبی			

গর্ভারণের তদবীর

○ স্ত্রীকে না জানিয়ে ঘোটকীর দুধ পান করিয়ে সাথে সাথে সহ্বাস করলে আল্লাহর রহমতে গর্ভে সূচনা হয়।

○ একটি হাঁসের অভকোষবয় ভেজে স্বামী তা ভক্ষণ করতঃ স্তীসহিবাস করলে গর্ভ সংরক্ষণ হয়।

○ মোরাসের অভকোষবয় ভস্ত্র করে পানির সাথে মিশিয়ে স্তী প্রত্যহ খালি পেটে সেবন করলে গর্ভের সূত্রপাত হয়।

○ মানিক দ্রাবের শেষ দিন থেকে কয়েক দিন প্রত্যহ তিন বার মানুষের চুলের ধোয়া জরায়ুতে লাগাবে এবং দ্রাব বক্ষ ইওয়ার সাথে সাথে স্বামী সঙ্গম করবে। এ তদবীরে আল্লাহর রহমতে চির বক্ষাত্তও দূর হয়ে যায়।

গর্ভে স্বত্ত্বান শক্ত হয়ে গেলে

○ নিম্নের আয়াত বিস্মিল্লাহ চীনা মাটির বরতনে মেশক জাফরান কালি দ্বারা লেখে বৃষ্টির পানিতে ধোত করে রোগীকে খাওয়াবে। ইন্শাআল্লাহ গর্ভস্থ সন্তান

চেতনা প্রাণ হবে এবং স্বাভাবিক অবস্থা লাভ করবে। আয়াত এই-

أَوْ مَنْ كَانَ مَيْسَرًا فَاحْبِبْنَاهُ وَجَعَلْنَا لَهُ بُرْزًا يَمْشِي بِهِ فِي النَّاسِ
قَالَ مَنْ يُنْهِي الْعِظَامَ وَهِيَ رَمِيمٌ عَلَيْهِمْ
وَتَنْزَلُ مِنَ السَّمَاءِ مَاهُورٌ شَفَاءٌ وَرَحْمَةٌ لِلْمُؤْمِنِينَ وَلَا يَرْثِدُ
الْطَّالِبِينَ إِلَّا خَسَارًا وَصَلَّى اللَّهُ عَلَى النَّبِيِّ وَاللَّهُ أَعْلَمُ

○ নিম্নের আয়াতসমূহ সাত খন্দ কাজে লেখে একেক খণ্ড কাগজ একেক
রাত পানিতে ভিজিয়ে ভোরে খালি পেটে খাবে। আয়াতসমূহ এই-

بِسْمِ اللَّهِ الرَّحْمَنِ الرَّحِيمِ وَذَلِكُنَّ أَذْهَبَ مَغَاضِبًا
مِنَ الْفَعْمِ وَقَالُوا مَنْ يُعْقِنَا مِنْ مَرْقَنَا مُحَضِّرُونَ - (য়েস)
وَنَفَخْنَا فِي الصُّورِ فَصَعَقُنَ يَنْظُرُونَ
وَإِنْ يَمْسِكَ اللَّهُ بِضَرِّنَ لَا كَاشِفَ لَهُ الْأَمْرُ .

সত্তান অধিক নড়াচড়ায় গর্ভবতী মৃদ্ধা গেলে

অনেক সময় গর্ভবতীর পেটে সত্তান নানা কারণে খুব বেশী নড়াচড়া করে।
আর এ কারণে গর্ভবতী অনেক সময় মৃদ্ধা হায়। এমনকি মৃত্যু পর্যন্ত বরণ করে।
রোগের কারণ নির্ণয় করে তদনীর করতে হবে।

চিকিৎসা :-

○ আরআর নামক এক প্রকার গুল্যা এবং যোয়ান পিষে একাধারে তিন দিন
ভোরে খালি পেটে সেবন করাবে।
○ এ রোগে ইসবগোল ও তোকমাইর শরবত খাওয়াবে।
○ গর্ভের সত্তান বেশী অস্থিরতা প্রকাশ করলে নিম্নের আয়াত লেখে গলায়
ধারণ করবে। আয়াত এই- أَفَحَسِبْتَمْ إِنَّمَا خَلَقْنَاكُمْ
إِنَّمَا هُنَّ حَافِظُنَّ হতে শেষ পর্যন্ত।
الْعَلِيمِ يَعْلَمُ مَا يَصْنَعُ
وَلَهُ مَا سَكَنَ فِي اللَّيْلِ وَالنَّهَارِ
وَهُوَ السَّمِيعُ الْعَلِيمُ
وَإِنَّمَا تَعَالَى جَدُّ رَبِّنَا رَهْقًا .
أَرْقُدْ أَرْقُدْ فِي بَيْتِنَا مُسْتَرِثَحًا وَلَا حَوْلَ وَلَا قُوَّةَ إِلَّا بِاللَّهِ
الْعَلِيِّ الْعَظِيمِ وَصَلَّى اللَّهُ عَلَى النَّبِيِّ وَاللَّهُ أَعْلَمُ

গর্ভবতীর প্রসব বেদনাফলে

○ মাকড়সার একটি পূর্ণ সাদা জাল দু'তোলা পরিমাণ পানির সাথে পিষে
জরায়ুর মুখে লাগানো মাত্র সত্তান প্রসব হয়ে যাবে।

○ জংলানী গরুর (নৌলাগাই) শিং গর্ভবতীর হাতে বা গলায় বেঁধে দিলে
যথাসময়ে সত্তান প্রসব হবে।

○ দু'তোলা মিশ্রির সাথে সমপরিমাণ নারিকেল তেল মিশিয়ে উত্তমরূপে পিষে
কিছু কিছু প্রত্যহ সেবন করলে যথাসময়ে সত্তান প্রসব হবে।

○ যথাসময়ে গর্ভবতীর প্রসব বেদনা শুরু হলে গর্ভবতীর বাম হাতে এক খন্দ
চুম্বক লোহা চেপে ধরতে দিবে। এতে সহস্রা সত্তান প্রসব হবে।

○ গর্ভের নবম মাস শুরু হলে এগারটি খোসাইন বাদাম মিশ্রির সাথে পিষে
কিছু কিছু সেবন করবে। এতে যথাসময়ে সহজে সত্তান প্রসব হবে।

○ সত্তান প্রসবের দিন আসন্ন হয়ে এলে প্রত্যহ নাভির নীচে সহজেত গরম
পানি একটু একটু করে ঢালতে থাকবে।

○ নিঃশ্বাস বন্ধ করে কঁটানটে বা দয়াকলা গাছের শিকড় উঠিয়ে তা গর্ভবতীর
চুলের সাথে বেঁধে দিলে সহজে সত্তান প্রসব হয়।

তদনীরে চিকিৎসা

○ একটু একটু প্রসব বেদনা শুরু হলে এবং তা যথাসময়ে হলে কোন মিটি
দ্রব্যের উপর নিম্নের আয়াত বিসমিল্লাসহ তিনি বার পড়ে তিনটি ফুঁক দিবে এবং তা
খাওয়াবে। আল্লাহর রহমতে শৈতান প্রসব হবে। আয়াত এই-

إِذَا السَّمَاءُ اسْقَتَ وَأَذْنَتْ لِرِبَّهَا وَحْقَتْ وَإِذَا الْأَرْضُ مَدَتْ
وَلَقَتْ مَافِيهَا وَتَعْلَقَتْ وَأَذْنَتْ لِرِبَّهَا وَحْقَتْ وَصَلَّى اللَّهُ عَلَى
النَّبِيِّ وَاللَّهُ أَعْلَمُ

○ অথবা উপরোক্ত আয়াত ও নিম্নের তাবিজটি লেখে গর্ভবতীর বাম উরতে
বেঁধে দেবে। সত্তান প্রসব হওয়া মাত্র তা খুলে ফেলবে। নচেত ক্ষতি হতে পারে।
তাবিজ এই-

أَمَّا أَشْرَابِيَا اللَّهُمَّ سَهِلْ عَلَيْهَا الْوِلَادَةَ خَلَقْتَهُ فَقَدَرْتَهُ
السَّبِيلَ بِسَرَّهِ وَصَلَّى اللَّهُ عَلَى النَّبِيِّ وَاللَّهُ أَعْلَمُ

লজ্জাতুন্নেছা তাবিজের কিতাব ■

○ বিস্মিল্লাসহ নিম্নের তাবিজটি মেশক জাফরান কালি দ্বারা চীনা মাটির বরতনে লেখে খাওয়ালে শৈশ্বরী সন্তান প্রসব হবে। আয়াত এই-

لَا إِلَهَ إِلَّا هُوَ الْعَلِيمُ الْحَكِيمُ سُبْحَنَ رَبِّ الْعَرْشِ الْعَظِيمِ
الْحَمْدُ لِلَّهِ رَبِّ الْعَالَمِينَ كَانُوكُمْ يَوْمَ يَرَوْنَهَا لَمْ يَلْبَسُوكُمْ إِلَّا
عَشِيَّةً أَوْ صَحْنًا كَانُوكُمْ يَوْمَ يَرَوْنَ مَا بَيْتُعْدُونَ لَمْ يَلْبَسُوكُمْ إِلَّا سَاعَةً
مِنْ نَهَارٍ بَلْعَ-

○ গর্ভবতীর পেটে অতধিক বেদনা শুরু হলে নিম্নের আয়াত বিস্মিল্লাসহ চীনা মাটির বরতনে লেখে ঘোত করতঃ কিছুটা খাওয়াবে আর কিছুটা বেদনার স্থানে মালিশ করবে।

আয়াত এই-

لَقَدْ كَانَ فِي قَصْصِهِمْ عِبْرَةٌ لِأُولَئِكَ الْأَلْبَابِ يُؤْمِنُونَ كَانُوكُمْ
يَوْمَ يَرَوْنَهَا لَمْ يَلْبَسُوكُمْ إِلَّا عَشِيَّةً أَوْ صَحْنًا
مَاقِبُوكُمْ وَتَخْلُقُوكُمْ سَالِمًا مُسْلِمًا هَذِهِ إِذَا السَّمَاءُ انشَقَتْ
পর্যন্ত।

○ গর্ভবতীর ব্যবহৃত চিরাণির এক পিঠে লেখবে-

وَإِذْئَنْتُ لِرَبِّهَا وَحْقَتْ هَذِهِ إِذَا السَّمَاءُ انشَقَتْ
পর্যন্ত।

অপর পিঠে লেখবে এবং প্রসব হবার সাথে সাথে খুলে ফেলবে।

সন্তান নিরাপদে থাকার তদবীয়

সন্তান ভূমিষ্ঠ হবার পর তাকে পরিদ্বার করে বিস্মিল্লাসহ নিম্নের তাবিজ লেখে গলায় বেঁধে দিবে।

أَعُوذُ بِكَلِيلِ اللَّهِ التَّنَامَةِ مِنْ شَرِّ كُلِّ شَيْطَنٍ وَّهَامَةٍ وَّعَيْنِ
لَامَةٍ وَّخَصْنَتْ بِحَضْنِ الْبَأْلِفِ لَا حَوْلَ وَلَا قُوَّةَ إِلَّا بِاللَّهِ الْعَلِيِّ
الْعَظِيمِ . وَصَلَّى اللَّهُ عَلَى النَّبِيِّ وَآلِهِ وَسَلَّمَ .

○ রূপার পাতের উপর লোহার পেরেক দ্বারা নিম্নের তাবিজ লেখে সন্তানের গলায় বেঁধে দিবে।

■ লজ্জাতুন্নেছা তাবিজের কিতাব

بـارـقـيـب	يـامـهـيـمـن	يـامـهـيـمـن	يـاحـفـيـظـ
بـاحـفـيـظـ	يـامـهـيـمـن	يـامـهـيـمـن	بـارـقـيـب
يـامـهـيـمـن	بـاحـفـيـظـ	يـامـهـيـمـن	بـاحـفـيـظـ
يـامـهـيـمـن	بـاحـفـيـظـ	بـامـزـمـنـ	بـامـهـيـمـن

○ অথবা রূপার পাতে নিম্নের তাবিজটি লেখে শিশুর গলায় বেঁধে দিবে।

ح	ف	ي	ظ
ح	ف	ي	ظ
ي	ظ	ح	ف
ف	ح	ظ	ي

○ কিংবা নিম্নের তাবিজটি তামার পাতে লেখে গলায় বেঁধে দিবে।

بـامـذـلـ كـلـ جـبارـ عنـيدـ

بـامـذـلـ يـامـذـلـ يـامـذـلـ

বার বার গর্জের সন্তান রক্ত হলে

যে সব মহিলার গর্ভস্থ সন্তান বার বার নষ্ট হয়ে যায়, নিম্নের আমল দ্বারা তা চিরতরে ভাল হয়ে যাবে।

এক গাছি কাল সুতা নিয়ে নিম্নের আয়াত বিস্মিল্লাসহ ৯ বার পাঠ করে তাতে ১টি গিরা দিবে। পরে তা গর্ভবতীর তলপেটে বেঁধে রাখবে। আয়াত এই-

وَاصْبِرْ وَمَا صَبَرَ إِلَّا بِاللَّهِ وَلَا تَحْزَنْ عَلَيْهِمْ وَلَا تَكُنْ فِي ضَيْقٍ
مِّمَّا يَنْكُرُونَ . إِنَّ اللَّهَ مَعَ الدِّينِ اتَّقُوا الرَّبِّيْنِ هُمْ مُحْسِنُونَ .

গর্জে মৃত সন্তান বা ফুল বের না হলে হলে

গর্জে মৃত সন্তান বা সন্তান প্রসবের পরে ধ্যাসময়ে ফুল বের না হলে প্রথমতঃ ধ্যাগ্রীগণ তাদের জানা ব্যবস্থাসমূহ ব্যবহার করবে। তা কার্যকর না হলে নিম্নোক্ত নিয়ম পালন করবে।

○ শ্বীরা, শসা অথবা সড়মার লতা ছেঁচে পানিতে জ্বাল দিয়ে সে পানি প্রসূতিকে পান করালে শীত্র গর্তস্থ ফুল বা মৃত সন্তান বের হয়ে যাবে।

○ শৃঙ্গালের সামনের বা পিছনের একখানা পায়ের হাড় প্রসূতির পায়ের তলায় রাখলে ফুল পাওয়া যায়।

○ ঘোড়া, গাধা বা খচরের খুর আঙুনে দিয়ে তার ধোঁয়া প্রসূতির কানে মুখে লাগালে গর্তস্থ ফুল বা মৃত সন্তান শীত্র বের হয়ে যায়।

প্রসূতির খাদ্য ও পদ্ধৎ :

সন্তান প্রসবের পর অন্তত আট দশ মাসকাল প্রসূতির অঙ্গ প্রত্যঙ্গ ও পাকচুলী সব কিছুই দুর্বল থাকে। কাজেই এ সময় খুব তাড়াতাড়ি দেহে বল সৃষ্টির জন্য বলকারক কোন গুরুপাক খাদ্য আহার করবে না; বরং এ সময়ে লঘুপাক অথচ বলকারী খাদ্য থাকে। এতে সহজে খাদ্য হজম হয়ে দেহের ক্লান্তি দূর, লাবণ্য এবং তনে দুধ বৃক্ষি ও সন্তানের স্বাস্থ্য দ্রুত বৃক্ষি পাবে।

যৌন রোগের চিকিৎসা

মেহ প্রমেহ, স্বপ্নদোষ বা পেশাবের আগে পরে সাদা ফোঁটা ফোঁটা শুক্রপাত হলে চিকিৎসার্থ নিম্নের ব্যবস্থাসমূহ এহণ করলে সুফল পাওয়া যেতে পারে :

○ মধু ও হলুদ সহযোগে আমলকীর রস সেবন করলে মেহ রোগ আরোগ্য হয়। অথবা ত্রিফলা, দেবদারু ও মুতার নির্যাস সেবন করলেও মেহ প্রমেহ রোগ আরোগ্য হয়।

○ সামান্য ফিটকিরি একটি ডাবের মধ্যে ঢুকিয়ে ২৪ ঘন্টা কাদার মধ্যে পুঁতে রাখবে। পরদিন ভোরে সে পানি খালি পেটে থাকে।

○ গুলধের রস মধুসহ সেবন করলেও ভাল ফল হয়।

○ রক্ত ও ধাতু চাপজনিত কারণে যৌনাসের অভ্যন্তরভাগ গরম হয়ে গেলে শুক্র হলুদ বর্ণ ধারণ করে এবং শুক্রপাত ও পেশাবকালে জ্বালা পোড়া হয়। পিণ্ড আধিক্যের কারণেও এরূপ হতে পারে। এমতাবস্থায় শতমূলীর রস কাঁচা দুধে মিশিয়ে সেবন করলে আল্পাহার রহমতে নিরাময় হয়।

○ বাবলার আঠা পানিতে ভিজিয়ে সাথে ৪ রতি যবক্ষার মিশিয়ে খালি পেটে সেবন করলে শুক্রক্ষয় দূর হয়।

○ কাবাব চিনি চূর্ণ করে পানিতে মিশিয়ে প্রত্যহ ভোরে পান করলে মেহ রোগ প্রশমিত হয়।

○ পেশাব লাল, হলুদ বা শ্বেত বর্ণ ধারণ করলে চন্দনাসব সেবনে আরোগ্য হয়।

■ লজ্জাত্মকে তাবিজের কিতাব

○ মেহ প্রমেহ, উত্তরাল্য, ধাতু দৌর্বল্য এবং স্বপ্নদোষ প্রভৃতি যৌন রোগে শিমূল মূল চূর্ণ মধুসহ অথবা বসন্ত রস নামক কবিরাজী ওষুধ সেবন করবে। এতে স্থায়ী আরোগ্য লাভ হবে।

সুপথ্য : প্রার্তন চালের সিদ্ধ ভাত, ছেঁট মাছের ঝোল, পটল, বেগুন, কাঁচকলা, বিসে, ডুমুর, থোড়, মোচা, মুগ, মাষকলাই, দুধ, দৰি, ঘোল, খেজুরের মাথি, তাল, চিনি, নারিকেল ও পুরাতন ঘি উপকারী পথ্য।

কুপথ্য : মিষ্টি, মিষ্টান্ন, পিঠা, পোলাও, গুরুপাক খাদ্য, গরুর গোশত, মরিচ, টক দ্রব্যাদি ক্ষতিকারক।

ধ্বজভঙ্গ রোগের চিকিৎসা

অত্যধিক যৌন অনাচার এবং শুক্রক্ষয়জনিত কারণে ধ্বজভঙ্গ রোগ দেখা দেয়। এ রোগে আক্রান্ত হয়ে পড়লে প্রথমেই কোন বিজ্ঞ চিকিৎসকের শরণাপন হবে।

পুরুষের ধ্বজভঙ্গ দু'প্রকার : ○ বাইরে কোন লক্ষণ থাকে না, কিন্তু অতাধিক শুক্রক্ষয়ে শরীর একেবারে নিষ্ঠেজ হয়ে যায়। ○ অতিরিক্ত হস্ত মৈথুন পুরুষের ইত্যাদি কারণে যৌনাসের উপান শক্তি রাহিত হয়ে যায়। এ ধরনের ধ্বজভঙ্গের চিকিৎসা কঠিন হয়ে পড়ে।

গুরুধে চিকিৎসা : এ রোগ দেখা দিলে সাধারণতঃ মনে ভয়ানক দুচিঙ্গা এবং হতাশা দেখা দেয়। এজন্য রোগীর আনন্দ উপভোগ, নির্মল বায়ু সেবন, সকাল বিকাল মুক্ত প্রান্তরে কিংবা নদীর তীরে অবগ খুবই প্রয়োজন। একা থাকা এবং চিন্তামগ্ন থাকা ভাল নয়।

রোগীর যদি কোষ্ঠকাঠিন্য থাকে তবে 'অভয়া মোদক' দ্বারা প্রথমে পেটে পরিষ্কার করে নিবে। তারপর মূল রোগের চিকিৎসা করবে। যদি আমাশয়, অতিসার, অজীর্ণ, অগ্নিমান্দ্য বা অন্য কোন জঠর রোগ থাকে, তবে প্রথমে তা নিরাময়ের পরে ধ্বজভঙ্গের চিকিৎসা করবে।

○ এ রোগে ডিমের কুসুম পিয়াজের টুকরার সাথে একাধারে তিন দিন খালি পেটে খেলে খুব উপকার হয়, রাতিশক্তি বৃক্ষি পায়।

○ মাষকলাই ঘিতে ভেজে দুধের মধ্যে সিদ্ধ করবে। তারপর সে দুধের মধ্যে কাল তিল ভিজিয়ে সেবন করলে সঙ্গম শক্তি বৃক্ষি পায়।

○ চারা শিমূলের মূল ও তাল গাছের মূল একত্রে চূর্ণ করে ঘি এবং দুধের সাথে সেবন করবে।

○ কুকুরের লিঙ্গ কেটে সঙ্গমের পূর্বে উরতে বেঁধে রাখলে লিঙ্গ নিষ্ঠেজ হয়।

লজ্জাতুন্নেছা তাবিজের কিতাব ■

○ তাজা গোশত, হাঁস, মুরগী ও মাছের ডিম এবং বড় পুটি মাছ ঘিতে ভেজে থাবে।

○ কিঞ্চিং পিপুল চূর্ণ ও ছাগলের অভকোষ ভেজে লবণের সাথে খেলে রতিশক্তি বৃদ্ধি পায়।

○ আচান শিমুল মূলের রস পরিমাণ মত চিনিসহ কিছু দিন খেলে শক্তি বৃদ্ধি পায়।

○ আলকুশুরী বীজ ও কুল পাতার বীজ চূর্ণ করে ঘি, মধু ও চিনিসহ মিশিয়ে ইষ্টঙ্গরম দুধের সাথে সেবন করলে অতি সঙ্গমেও বল হানি হয় না।

○ আমলকী চূর্ণ, ঘি, মধু ও চিনি মিশিয়ে চেটে থেয়ে দুধ পান করলে সঙ্গম শক্তি বৃদ্ধি পায়।

○ গরুর লিঙ্গ মিহিন পাউডারের মত চূর্ণ করে সঙ্গমের পূর্বে মধুসহ খেলে নিষ্ঠেজ লিঙ্গ ও পুনরুদ্ধিত হয়ে থাযথথভাবে কর্মক্ষম হয়।

○ মোরগের কোষধ্য শুকিয়ে চূর্ণ করে সাথে সৈঙ্গব লবণ মিশিয়ে মধুসহ মৃদু আগুনে জ্বাল দিবে, ঘনীভূত হয়ে গেলে নামিয়ে ছেট ছেট বড়ি বানিয়ে সঙ্গমের পূর্বে মুখে রাখবে। যতক্ষণ তা মুখে থাকবে ততক্ষণ পরম আনন্দ উপভোগ করতে পারবে।

○ বড় বুট পিঁয়াজের রসে এক রাত ভিজিয়ে ভোরে তুলে তা ছায়াতে শকাবে। সাত দিন একপ করে তা চূর্ণ করতঃ সমপরিমাণ মিছরি মিশিয়ে প্রত্যহ ভোরে ও শয়নকালে দুধসহ সেবন করবে।

○ বাদুড় ও চার্মিচিকার রক্ত পদতলে মর্দনে লিঙ্গ দন্তবৎ কঠিন হয়।

○ ছোলা ভেজে চূর্ণ করতঃ সাথে পাঁচটি ডিমের কুসুম মিশিয়ে পানিতে জ্বাল দিবে। হালুয়ার ন্যায় হয়ে গেলে এক ছাটাক মধু ও এক ছাটাক ঘি মিশিয়ে নেবে। অতঃপর চার তোলা করে প্রত্যহ ভোরে সেবন করবে।

○ দেড় পোয়া মধু জ্বাল দিয়ে খুব গাঢ় করবে। তারপর বিশাটি ডিমের কুসুম ঐ মধুতে উত্তমরূপে মাড়বে। তার সাথে আকরকরা, লবঙ্গ, শুঁট প্রত্যেকটি চৌক্রিশ মাষা পরিমাণ নিয়ে চূর্ণ করে মধু ও ডিমের সাথে মিশিয়ে হালুয়া তৈরী করবে। অতঃপর প্রত্যহ সকালে বা সন্ধ্যায় এক তোলা পরিমাণ সেবন করবে। সর্বপ্রকার ধ্বজভঙ্গে এ হালুয়া বিশেষ উপকারী।

○ দু'তোলা বড় বুট রাতে পানিতে ভিজিয়ে ভোরে এক একটি করে চিবিয়ে থাবে। অবশ্যে মধু দিয়ে পানিটুকু সেবন করবে এবং উন্তুক্ত প্রাঙ্গণে শরীরচর্চা করবে। এতে শরীর সবল, যৌনাঙ্গ শক্তি ও কার্যক্ষম হবে।

■ লজ্জাতুন্নেছা তাবিজের কিতাব

○ গব্য ঘি, গব্য দুধ, পাতার তেল সব এক পোয়া পরিমাণ করে নিয়ে মৃদু আগুনে পাক করবে এবং পাঁচ ছাটাক থাকতে নামাবে। অতঃপর প্রত্যহ ভোরে দু'তোলা পরিমাণ থাবে। এতে কোমরের ব্যথা উপশম হয়, রতিশক্তি বৃদ্ধি পায়, গুর্দা ও লিভার সতেজ হয়।

○ ধ্বজভঙ্গ রোগে অন্য যেকোন ওষুধ ব্যর্থ হলে বসন্ত কুমার রসই একমাত্র তরসা মনে করবে। তা যে কোন বড় কবিরাজী ঔষধালয়ে পাওয়া যায়।

তদবীরে চিকিৎসা ৪ (১) এক টুকরা স্বর্ণের পাতে নিম্নের তাবিজ লেখে সঙ্গমকালে জিহ্বার নিচে রাখলে লিঙ্গ শক্ত ও দৃঢ় থাকবে। তাবিজ এই-

لامع طاع
عـ

○ সঙ্গম পূর্বে লিঙ্গে লেখে নিলে তা সুন্দর থাকে।

○ নিম্নের আয়ত লেখে কোমরে বেঁধে রাখলে সহজে বীর্যপাত হয় না।

بِسْمِ اللّٰهِ الرَّحْمٰنِ الرَّحِيْمِ . وَقِبْلَةُ بَارِصٍ ابْلَعَنِي مَائِكَهٍ . إِسْمَاءُ مَعْيَنٍ وَصَلَّى اللّٰهُ عَلَى النَّبِيِّ وَآلِهِ وَسَلَّمَ .

পুঁলিঙ্গ ব্যাধির চিকিৎসা

মৈথুন বা অন্য কোন অনাচারে পুঁলিঙ্গের অঘভাগ মোটা ও গোড়া চিকন হলে নিম্নের ঔষধ ফলদায়ক।

○ পানির ভেকের চর্বি সোয়া তোলা, আকরকরা সাড়ে দশ মাষা, গব্য ঘি সাড়ে তিন তোলা— প্রথমে ঘি গরম করে সাথে ভেকের চর্বি মিশিয়ে কিছুক্ষণ মৃদু আগুনে জ্বাল দিবে। তারপর আকরকরার চূর্ণ মিশিয়ে এক ঘটা মাড়বে। তৎপর কিঞ্চিং গরম করে লিঙ্গের তলদেশে মালিশ করে একটি পান দিয়ে ঢাকবে এবং তার উপর নেকড়া দিয়ে সারা রাত বেঁধে রাখবে। ভোরে তা ঝুলে গরম পানি ধারা ধোত করবে। লিঙ্গের উপর কিছু দানার মত উঠলে তার উপর মাখন প্রলেপ দিবে।

○ লিঙ্গ বেশ কিছুদিন গোপাল তেল মালিশ করলেও তাল ফল পাওয়া যায়।

○ সমুদ্র ফেনা পানিতে পিয়ে লিঙ্গে মালিশ করলে লিঙ্গ বড় হয় এবং সহসা উঠিত হয়।

○ লিঙ্গ ক্ষুদ্র হয়ে গেলে তা প্রথমতঃ ঠাভা পানি ধারা ধোত করতঃ মোটা কাপড় ধারা খুব রগড়াবে। এতে তথায় প্রচুর রক্ত সঞ্চিত হলে তখন আদার মোরুরার সিরা লাগিয়ে দিবে। এতে তা বড় ও শক্ত হবে, সঙ্গমে শাপি পাবে।

আদি ও আসল লজ্জাতুন্নেছা তাবিজের কিতাব-৪

লজ্জাতন্ত্রে তাবিজের কিতাব ■

○ রাখাল শলার মূল সাত দিন ছাগল ছানার ভাপনা দিয়ে লেপন দিলেও লিঙ্গ বড় ও শক্ত হয়।

○ নার্গিস ফুল গাছের মূল খুব ভালভাবে পিয়ে লিঙ্গে মালিশ করলে উপকার হয়।

○ এক টুকরা নেকড়া আকন্দের দুধে তিনি বার ভিজাবে, তিনি বার শকাবে। অতঃপর গব্য ঘিতে ভিজিয়ে কিছু পরিমাণ তবকী হরিতালের গুড়া ছিটাবে। অতঃপর একদিক লোহার শিকের সাথে এবং অন্য দিক হাতে ধরে চেরাগের উপর ধরবে। এতে যে পরিমাণ ঘি চুইয়ে পড়বে তা শিশিতে ভরে রাখবে এবং লিঙ্গের মাথা বাদ দিয়ে সবটাই মালিশ করবে। অতঃপর পান দ্বারা জড়িয়ে নেকড়া দ্বারা বাঁধবে। এরূপ দু'সঙ্গাহ করলে লিঙ্গ লাষা, মোটা ও শক্ত হয়।

গর্ভি বা সিফিলিস রোগের চিকিৎসা

গর্ভি বা সিফিলিস অত্যন্ত মারাত্মক ব্যাধি। লিঙ্গের বহির্ভাগে এবং মাথায় ফোকার মত হয়ে ভয়ানক অবস্থা ধারণ করে এবং ফেটে পানি বের হয় ও খুব চুলকায়। অনেক সময় লিঙ্গ পচে যায়। কোন কোন সময় অস্ত প্রত্যাসেও জখম হয়ে থাকে। আবার অনেক সময় এ রোগ বাইরে প্রকাশ পায় না। বরং চর্মের নীচে থাকে। তবে বর্তমান বৈজ্ঞানিক প্রক্রিয়ায় রক্ত পরীক্ষার মাধ্যমে ধরা পড়ে।

ত্যুধে চিকিৎসা :

○ বাবলার পাতা চূর্ণ, ডালিমের খোসা চূর্ণ অথবা মানুষের কপালের হাড় চূর্ণ গর্ভি ক্ষতে লাগালে ক্ষত শক্ত হয়। অবশ্য মানুষের হাড় ব্যবহার দুরস্ত নেই।

○ খয়ের দু'ছটাক, হরিণের শিং ভস্ত দু'ছটাক, গেটে কড়ি তথ্য এক ছটাক, ত্রুটে তথ্য এক ছটাক, মোম দু'ছটাক, মাখন এক পোয়া একক্ষে মিশিয়ে গর্ভি ক্ষতে লাগালে আরোগ্য হয়।

○ ত্রিকলার কাথ (নির্বাস) অথবা হাঁমারাজের রস দ্বারা গর্ভি ক্ষত ঘোত করবে। পেটে উঠলে জয়তী, কবরী ও আকন্দের পাতার কাথে ঘোত করবে।

○ ময়দার একটি গুলির মধ্যে চার রতি শোধিত পারদ, তার উপর রস কর্পূর রেখে ময়দার গুলির মুখ এমনভাবে বন্ধ করবে যেন পারদ দেখা না যায় এবং বাইরেও কিছু না থাকে। অতঃপর গুলিটির উপর লবঙ্গের গুড়া মেখে এমনভাবে গুলিটি গিলে ফেলবে, যেন তা দাঁতে না লাগে। অতঃপর পান চিবিয়ে থাবে।

তদবীরে চিকিৎসা :

○ সিফিলিসের জখম ও দানা দেখা দিলে পানিতে আয়াত শেষ পর্যন্ত তিনি দান পাঠ করে পানিতে ফুঁক দিবে। (উন্নাদ রোগ দ্রঃ) অতঃপর সে পানি একাধারে

লজ্জাতন্ত্রে তাবিজের কিতাব

দশ দিন পর্যন্ত প্রত্যহ দু'তিন বার করে পান করবে। পরে সরিষার তেলে কর্তৃর মিশিয়ে উক্ত আয়াত পড়ে দম করবে এবং সে পানি ১২০ দিন লিঙ্গে মালিশ করবে। আর আয়াতে শেফা ১২০ দিন চীনা বরতনে লেখে সেবন করবে। আল্পাহুর রহমতে সিফিলিস রোগ আরোগ্য হবে।

সুপথ্য : ৪ দিনে পূরাতন চালের ভাত, মুগ, ছোলার ডাল, আল, পটল, তুমুর, মানকচু, ওল, উচ্ছে, কলার থোড়, শজিনা ডাটা, কপি; আর বাতে রুটি, লুচি, সাঙ্গ, বার্লি, রসগোল্লা, গজা, পোতা বাদাম, করুতুর ও মুরগীর গোশত, দুধ ইত্যাদি সুপথ্য।

কুপথ্য : নতুন চালের ভাত, মাষকলাই, লঙ্কার ঝাল, গুড়, দধি, মাছ, বোয়াল মাছ, বাসী খাদ্য, উপবাস, অধিক বায়ু সেবন, প্রথর বৌদ্ধ, অতিরিক্ত ব্যায়াম, ত্বী সঙ্গম, বেগুন, গরুর গোশত, পিঠা, অধিক লবণ, দিবা নিদা ইত্যাদি কুপথ্য।

গনোরিয়া রোগের চিকিৎসা

গনোরিয়াও সিফিলিসের মত মারাত্মক ব্যাধি। বেশ্যালয়ে গমন এবং দূষিত যোনীতে রমণক্রিয়া বা ঐ জাতীয় রোগীর সংস্পর্শে এলে এ রোগ দেখা দেয়। এ রোগে লিঙ্গের অভ্যন্তরে ঘা হয় এবং তা পেকে পুঁজি নির্বিত হয়। লিঙ্গের মাথা ফুলে যায়, পেশাবে জালা পোড়া হয়। কারো এ রোগ দেখা দিলে বংশানুভূমে বিস্তার লাভ করতে থাকে।

ত্যুধে চিকিৎসা :

○ তেঁতুলের কচি পাতা পানিতে ছেকে নিবে। অতঃপর তা একাধারে ২২ দিন ইয়ন্ত্র গুড়ের সাথে সেবন করবে। পিচকারি দিয়ে মূত্রনালী পরিষ্কার করবে। এ রোগে সারিবাদী সালসা অনেক দিন পর্যন্ত সেবন করলে উপকার হয়।

○ কাঁচা হলুদ ও ইচ্ছু গুড় পরিমাণ মত সেবন করলে বিশেষ ফল পাওয়া যায়।

○ তেঁতুলের বীচি চূর্ণ এক তোলা সামান্য চিনিসহ একাধারে ৪০ দিন পর্যন্ত সকালে সেবন করলে বীর্য গাঢ় ও মূত্রনালীর দোষ দূর হয়।

○ ষেত পঞ্চের কুঁড়ি ১ তোলা পরিমাণ নিয়ে এক ছটাক পানিতে কচলাবে। তারপর বাতে তা একটি পাত্রে রেখে দিবে। ভোরে এ পানি হেঁকে চিনিসহ পান করবে।

তদবীরে চিকিৎসা :

নিম্নের আয়াত তিনি বার- পানিতে দম করবে।

পর্যন্ত لَقْنَا يَأْنَارْ كُوئِنْ لَأَخْسِرِنْ

সَلَامُ فَوْلَأً مِنْ رَبِّ رَحْمَمْ -

তারপর চার তিন বার, অংশের পর ফুলে হতে
مُّفْرَزٌ لَهُمُ الْبَشَرِيٰ হতে
পর্যন্ত তিন বার পড়ে পানিতে দম করবে। (মুআশয় রোগ দ্রঃ)

প্রত্যেক আয়াতের আগে একবার সূরা ফাতেহা পাঠ করবে। অংশের প্রত্যেক আয়াতের আগে একবার পান করবে। সাথে সাথে আয়াতে শেষ চীনা মাটির বরতনে লেখে সেবন করবে। এরপর চালিশ দিন আমল করলে আল্লাহর রহমতে মৃত্যু রোগ, মৃত্যুক্রষ্ণ ও গনোরিয়া রোগ আরোগ্য হবে।

পথ্য : সিফিলিস আর গনোরিয়া রোগীর পথ্য একই। সিফিলিস রোগের আলোচনায় দেখে নেয়া যেতে পারে।

স্ত্রীলোকের যৌন ব্যাধির চিকিৎসা

অসাধানতা, অসর্কর্তা ও নানাবিধ অধাদা-কৃব্যাদ ভক্ষণ ইত্যাদি কারণে রস এবং রক্ত দৃষ্টি হয়ে স্ত্রীলোকদের নানা ব্যাধি দেখা দেয়। স্ত্রীলোকদের সিফিলিস, গনোরিয়া রোগ দেখা দিলে পুরুষের অনুরূপ চিকিৎসা করবে।

চিকিৎসা :

○ রোগের কারণে যৌনী চিলা হয়ে গেলে এবং সর্বদা পানির মত নিগত হতে থাকলে তেওঁ তুল বীজ চূর্ণ তুলায় পেঁচিয়ে যৌনীর মধ্যে কিছু দিন দিয়ে রাখলে পানি পড়া বন্ধ হয়ে যৌনীদেশ একেবারে কুমারী যৌনীর মত এবং অন্যান্য যৌনীর রোগও দূর হয়ে যায়।

○ ডিমের খোলের পাতলা পর্দা পিষে সাথে বাঢ়া করুতরের রক্ত মিলিয়ে দুতিন দিন যৌনীঘারে ব্যবহার করলে যৌনীদেশ দৃঢ় হয়।

○ ডেড়ার পশ্চের মহলা যৌনীদেশে ধারণ করলে পানি পড়া বন্ধ হয়।

○ গর্ভবত্ত্বায় যৌনীঘার জথম হলে কোন ওষুধ ব্যবহার করবে না। বরং সন্তান প্রসবের পর তা আপনা হতেই আরোগ্য হয়ে যাবে।

○ বলদ গুরুর পিণ্ডে মিহিন পশম ভিজিয়ে অথবা খরগোশের চর্বি কিংবা পনিরের সাথে কিছু গোল মরিচ চূর্ণ মিলিয়ে যৌনীর মধ্যে ধারণ করলে যৌনীদেশ শক্ত এবং সংকীর্ণ হয়।

মলদ্বারের চিকিৎসা

অঙ্গীল নাটক নভেল জাতীয় বই পৃষ্ঠক পাঠ, খারাপ ছায়াছবি দর্শন, কুচিস্তা ও ক্রস্সের্স এবং কোন কোন জাতীয় খাদ্য খাদকের ফলে যুবক যুবতীদের স্বপ্নদোষ

লজ্জাতুনেছা তাবিজের কিতাব

দেখা দেয়। মূলতঃ যৌবনের আগমনে কদাচিং স্বপ্নদোষ হওয়া কেন রোগের মধ্যে গণ্য নয়। কিন্তু বার বার এমন হওয়া রোগেরই লক্ষণ। অতিরিক্ত স্বপ্নদোষ হতে থাকলে তত্ত্ব পাতলা হয়ে যায়। ধৰ্ম দোর্বল্য দেখা দেয়। এমনকি শরীরের দুর্বলতায় মন্তক ঘূর্ণন এবং আরো নানা উপসর্গ দেখা দেয়। চেহারা খারাপ হতে থাকে। চকু বন্দে যায়, গাল ভঙ্গে যায়। মাথা সব সময় গরম থাকে। অধিক রাত আগার কারণে মাথা গরম হয়েও স্বপ্নদোষ হতে পারে।

প্রতিকারঃ ৪ স্বপ্নদোষ দেখা দিলে প্রতিকারের জন্য কিছু সাবধানতা অবলম্বন দরকার। যেমন সংসৎসর্স অবলম্বন করবে। অঙ্গীল বই পৃষ্ঠক, ছায়াছবি ও আলাপ আলোচনা বন্ধ করবে। চিং বা উপুড় হয়ে থবে না। পেশাব-পায়খানার বেগ নিয়ে নিন্দা যাবে না। অধিক উষ্ণ গুগসম্পন্ন দ্রব্য খাব আল, টক ইত্যাদি থাবে না। বিশেষ রাতের বেলা একেবারেই বজনীয়।

চিকিৎসা :

- রাতে শয়নকালে এক টুকরা সীসা কোমরে বেঁধে থবে।
- নিন্দা যাবার পূর্বে কাবাব চিনি চূর্ণ সেবন করলে স্বপ্নদোষ হবে না।
- তদবীরে চিকিৎসা :
- নিন্দায় যাবার পূর্বে সূরা তারেকের প্রথম হতে حافظْ পর্যন্ত পাঠ করে থবে।
- শোয়ার সময় অঙ্গীল ধারা ডান উরতে আ'ম এবং বাম উরতে লেখবে, এতে ইন্শাআল্লাহ স্বপ্নদোষ হবে না।
- যদি পেটের কোন রোগ থাকে তবে ভিন্নভাবে ওষুধ করবে এবং নিম্নের তাবিজ লেখে ধারণ করবে।

وَهُوَ السَّمِيعُ الْعَلِيمُ হতে بِسْمِ اللَّهِ الرَّحْمَنِ الرَّحِيمِ পর্যন্ত।

অর্প রোগের চিকিৎসা

অর্প কুমির কারণে স্টেট একটি ব্যাধি। কোন কোন সময় তা বংশানুক্রমে দেখা দেয়। কুমির কারণে অধিকাংশ এ রোগ হয়ে থাকে।

রোগের লক্ষণঃ পেট ভার থাকে, শরীর দুর্বল, পদদ্বয়ে অবসাদ, দাহ, জ্বর, ত্বক্ষা, অরুচি, শীত বর্ণতা, শ্বাস, কাশ, মৃত্যুক্রষ্ণ, অগ্নিমান্দ্য, মলদ্বারে যন্ত্রণা ও স্ফীতি এবং রক্তস্নাব ইত্যাদি লক্ষণ পেয়ে থাকে।

বাইরের লক্ষণঃ মলদ্বারের বাইরে মাংস অংকুরের মত নরম বা শক্ত হয়ে মলদ্বার সংকীর্ণ হয়ে যায়। রোগীর মল শক্ত হয়ে অনেক সময় মলদ্বার ফেঁটে রক্ত বের হতে থাকে। আবার অনেক সময় মলদ্বারের সামান্য ভিতরে বা গভীরে মাংসাঙ্কুর হয়। তখন চিকিৎসা খুব কঠিন হয়।

অতিকার : যে কোন প্রকার অশ্রি হোক পানাহারে সর্তক্তা অবলম্বন করবে এবং যেসব খাদ্য-খাদকে পেশাব-পায়খানা তরল ও পরিষ্কার হয় তা থাবে। মেয়েলোকের অর্শ রোগ হলে প্রথমাবস্থায় রক্তস্নাব বক্ষ ইওয়ার ওষুধ ব্যবহার না করাই ভাল।

○ প্রত্যহ এক আধ মুষ্টি কাঁচা চাল চিবিয়ে খেলে রক্তস্নাব বক্ষ হয়।

○ অর্শে অধিক যন্ত্রণা থাকলে লোবান ও ধুপের দোয়া লাগাবে।

○ কুড়চির ছাল অর্ধ তোলা বেটে ঘোলের সাথে পান করলে রক্তস্নাব অবশ্যই বক্ষ হবে।

○ ঘোষা লতার মূল বেটে প্রলেপ দিলে উপশম হয়।

○ পুরাতন ইকু তড় পানিতে গুলে সাথে শসা ফুল চূর্ণ পাক করে মলদ্বারে প্রবেশ করালে অর্শ রোগ আরোগ্য হয়।

○ আকন্দের আঠা, মনসার আঠা, লাউয়ের কচি পাতা, করঞ্জের ছাল গোম্বত্রে পিয়ে মাংসাঙ্কুরের মুখে লাগালে অর্শ রোগ ভাল হয়।

○ ওল চূর্ণ এক ভাগ, বিতা মূল আট ভাগ, আদা ঝঁঠ চার ভাগ, পিপুল, পিপুল মূল, শতমূলী, আলমূলা আট ভাগ, গোলমরিচ, দারচিনি, এলাচি দু'দু' ভাগ করে নিয়ে চূর্ণ করবে এবং পুরাতন গুড়ের সাথে মিশ্রিত করে মোদক প্রস্তুত করবে। এ মোদক অর্শ, শ্বাস, কাশ ইত্যাদিতেও বিশেষ ফলদায়ক।

তদবীরে চিকিৎসা :

○ যে কোন অর্শে নিম্নের আয়াত লেখে ধারণ করলে আরোগ্য হয়।

**بِعْدًا لِلْقَوْمِ الظَّلِيمِينَ هَذِهِ وَقِيلَ بِإِنَّ أَرْضَ إِلَيْنَا مَأْكُولٌ
فُلًّا إِنَّ أَرَيْتُمْ إِنْ أَصْبَحَ مَاءُكُمْ غَورًا فَمَنْ يَأْتِبُكُمْ بِكَاءٌ
مَعِينٌ**

○ লাল রংয়ের আট গজ সুতাতে একুশটি গিরা দিবে। প্রত্যেক গিরায় একবার করে সূরা লাহাব পড়ে দম করবে।

তারপর ডান দিক হতে দশ বার করে নিম্নের আয়াত পড়ে দম করবে—

لَّمَّا إِلَّا أَنْتَ سَبَخْنَكَ إِنِّي كُنْتَ مِنَ الظَّلِيمِينَ

তারপর বাম দিকে হতে একবার করে নিম্ন আয়াত পড়ে দম করবে— **وَقِيلَ لِلْقَوْمِ الظَّلِيمِينَ هَذِهِ بَأْرُضٌ إِلَيْنَا مَأْكُولٌ**

তগন্দর রোগের চিকিৎসা

এ রোগ অর্শের চেয়েও মারাত্মক। মলদ্বারের চতুর্পার্শে দু'আঙুল পরিমিত হানে অত্যন্ত যত্নগাদায়ক ব্রন উৎপন্ন হয়। উক্ত ব্রন পেকে নালীতে পরিণত হলে তাকে ভগন্দর বলে। ভগন্দরে নালী ক্রমশঃ বড় হয়ে তার মুখ দিয়ে মলমূত্র এবং শুরু পর্যন্ত নির্গত হতে পারে। সকল প্রকার ভগন্দরই অত্যধিক যত্নগাদায়ক ও কষ্টকর।

ওষুধে চিকিৎসা :

○ অতিদিন ত্রিফলার কাথে ভগন্দের ক্ষত ধুলে তা উপশম হয়।

○ আধা সেব সরিয়ার তেল, জারিত পারাদ, গন্ধক, হরিতাল, মেটে দিন্দুর, মনছাল, রসুন, মিঠা বিষ, জারিত ও মাড়িত তন্ত্র সরপরিমাণ নিয়ে সূর্য তাপে গরম করে ক্ষতস্থানে লাগালে বিশেষ উপকার হয়।

○ জাতি পাতা, কচি বট পাতা, গুলঁঞ্চ, আদা ঝঁঠ, সৈক্ষের লবণ ও পুরে প্রলেপ দিলে ভগন্দর আরোগ্য হয়।

○ মলদ্বারে যত্নগাদায়ক ব্রন উঠামাত্র বট পাতা, পানিহিত ইট চূর্ণ, আদা ঝঁঠ, গুলঁঞ্চ, পুনর্নবা— এ সকল একত্রে পিষে ব্রনে প্রলেপ দিবে। এতে দৃঢ়িত রস ও রক্ত পরিষ্কার হয়ে ব্রন বিনষ্ট হয়ে যাবে।

তদবীরে চিকিৎসা :

○ নিম্নের দোয়া এবং আয়াত পাঠ করে ডান হাতের শাহাদাত আঙুলে মুখের লালা লাগিয়ে আঙুল মাটিতে লাগাবে। এতে যে পরিমাণ মাটি উঠে তা ভগন্দর ও ব্রনরের উপর লাগাবে। এভাবে দু'তিন দিন আমল করলে ভগন্দর ও ব্রনের ব্যথা কমে যাবে। **بِسْمِ اللَّهِ الرَّحْمَنِ الرَّحِيمِ مَنْ أَرْضَى بِرِيقَ بَعْضَهَا لِيُشْفَى بِأَيْمَانِهِ فَيَبْلُغُ**

شَرِيفَتِهِ مَنْ أَرْضَى بِرِيقَ بَعْضَهَا لِيُشْفَى بِأَيْمَانِهِ فَيَبْلُغُ

رَبِّهِ أَنَّى مَسَنِي الصَّرَّ وَأَنَّكَ أَرْحَمَ الرَّحِيمِينَ

বার ৩ বার এবং দশ বার ১৫ বার সরিয়ার তেলে দশ পড়ে দম করে এগার দিন মালিশ করবে।

○ চীনা মাটির বরতনে সূরা ফাতেহাসহ আয়াতে শেকা লেখে নালীকে সেবন করাবে। এ আমল অন্ততঃ সাত দিন করবে।

সুপথ্য : অর্শ ভগন্দর রোগে দিনে পুরাতন সিঙ্ক চালের ভাত, মুগ ভাল, আলু, পটল, মানকচু, উচ্চে, কলার থোড়, শজিনা ভাটা, কপি, ভুমুর এবং রাতে ঝুঁটি,

শুচি, সান্ত, পেপে, নটে শাক, কলমি শাক, মোচা, মাওর মাট, কৈ মাছ, রই মাছ, দুধ, মাখন, মিলি, কাল তিল প্রভৃতি হিতকর পথ।

কুণ্ঠ্যঃ ভাজা, পোড়া দ্রব্য, দধি, পিঠা, বাত জাগরণ, রৌদ্র-তাপ, পেশাৰ পায়খানার বেগ ধারণ, সাইকেল চালনা, ঘোড় দোড় ইত্যাদি।

বাগী রোগের চিকিৎসা

বাত প্রভৃতির দোষে কুচকি বা উরু সংক্ষিতে যে ফুলা উৎপন্ন হয় তাই বাগী নামে পরিচিত। এর সাথে জুর এবং অত্যন্ত বেদনাও দেখা দেয়।

চিকিৎসা :

○ বাগী উঠার প্রথম অবস্থায় বটের বা কালকুচের আঠা দ্বারা প্রলেপ দিলে বাগী বসে যায়। গুড়, চুন বা শজিনার আঠা এবং চিনি একত্রে মিশিয়ে প্রলেপ দিলে বাগী আরোগ্য হয়।

○ একটা কাক মেরে তৎক্ষণাতে পেট ছিঁড়ে নাড়িত্বড়ি বের করে ঐ খালি পেটটি দিয়ে বাগী ঢেকে দিলে যন্ত্রণা প্রশ্মিত হয়।

○ কালজিরা, কুড়, গম, কুল, আদা ও সবগুলো সম্পরিমাণ কাঁজিতে পিষে সামান্য গরম করে তা দিয়ে প্রলেপ দিলে বাগী উপশম হয়।

গোদ বা শ্লীপদ রোগের চিকিৎসা

গোদ বা শ্লীপদ রোগ হওয়ার পূর্বে বাগীর আকারে কুচকি বা উরুতে ফুলা, বেদনা ও জুর হয়। তখনে তা কোন এক পা বা উভয় পায়ে নেমে হাতীর পায়ের আকার ধারণ করে।

যদি পিত্তের জোর থাকে, তবে গোদ হতে পীত এবং দাহ ও জুর দেখা দিবে। আর যদি বায়ুর জোর বেশী থাকে, তবে গোদ হতে কাল বর্ষ এবং তার সাথে জুর ও বেদনা দেখা দিবে। আর কফের জোর বেশী হলে গোদ পাতুর বর্ষ অথবা ঘেটে বর্ষ হবে।

ওযুধে চিকিৎসা :

○ দেবদারু, চিতামূল, গোচনায় পিষে সামান্য গরম করে প্রলেপ দিলে গোদ দূর হয়ে যাবে।

○ ঘেটে আকদের মূল কাঁজিতে বেটে প্রলেপ দিলে গোদ ভাল হয়।

○ মজিষ্ঠা, যষ্টি মধু, গুড় কামাই, পুর্ণবা একত্রে কাঁজিতে বেটে প্রলেপ দিলে আরোগ্য হয়।

○ কনক ধূতরা মূল, নিসিন্দা, পুর্ণবা, শজিনা মূলের ছাল এবং সরিষা পিষে প্রলেপ দিলে গোদ রোগ সম্মুলে ভাল হয়।

তদবীরে চিকিৎসা :

○ কিছু শুক মাটি নিয়ে **رَقِيلٌ بِأَرْضِ إِبْلِيْعِينَ مَاءِكِ** পর্যন্ত পড়ে তিন বার, **قُلْ أَرَأَيْتَمْ** হতে পর্যন্ত দুবার পড়ে মাটিতে দম করবে। অতঃপর পাঠক নিজের মুখের কিছু থুথু এর মাটিতে নিষেপ করে তা দিয়ে গোদের উপর প্রলেপ দিবে।

○ সরিষা তেল, পাঁচ প্রকার লবণ, তার্পিন ও কর্পুর একত্রে মিশিয়ে নিয়ের আয়াতগুলো ও দোয়া পড়ে দম করবে।

○ **رَحِيمٌ الرَّاحِمِينَ** (জরুরী আয়াত স্বঃ) ৩ বার

○ **عَذَابُ الْشَّيْمِ** ৩ বার পর্যন্ত

○ **رَبِّ الْحَكْمَةِ اَنْزَلَنَاهُ** ৩ বার পর্যন্ত

○ **السَّمِيعُ الْعَلِيمُ** ৩ বার **بِسْمِ اللَّهِ الَّذِي لَا يَبْصُرُ**

○ **بِسْمِ مَعِينٍ قُلْ أَرَأَيْتَمْ** ৩ বার পর্যন্ত।

وَشَلَّتَنِكَ عَنِ الْجِبَالِ قُلْ بِتْسِفْهَا رَبِّنِيْنَ تَفْصِّى ৩ বার
فَبَدَرَهَا قَاعًا حَفَصَّا لَاتَّرَى فِيهَا عِرَجًا وَلَا آمَنًا.

رَبِّ أَتَنِيْ مَسْنِيْ الصُّرُّ وَأَنَّتْ أَرْخَمَ الرَّاحِمِينَ ১০ বার

مُسْلِمَةً لَأَبْشِيْهَا ১০ বার

এভাবে একাধারে দেড় মাস আমল করে দৈনিক ৪/৫ বার তেল মালিশ করলে ইনশাআল্লাহ গোদ রোগ আরোগ্য হবে।

গোড়শূল রোগের চিকিৎসা

পায়ের গোড়ালির তলদেশে গোড়শূল বেদনা হয়ে থাকে। এটা একটা গেজের মত হয়। চলাফেরা করতে খুবই কষ্ট হয়। পিত্তের কারণে তা হয়ে থাকে। তবে পায়খানা যথায়ীতি পরিষ্কার থাকলে এবং বেশ কিছু দিন কাঁচা হলুদ, নিয়পাতা, ওলঝের কাথ বা নির্যাস সেবন করলে এবং অনবরত একটু একটু গরম দুধ পান করলে এ রোগ উপশম হয়।

কোমর বেদনার চিকিৎসা

কোমর বেদনার কারণ বহু হতে পারে। যথা—ঠাণ্ডা লাগা, কোষ্টকাঠিন্য, গুরু ব্যাধি, পানাহার, চলাফেরা ইত্যাদির অসাবধানতাজনিত কারণে কোমর বেদনা হয়ে থাকে। রোগের কারণ নির্ণয় করে চিকিৎসা করবে।

○ অতি ঠাঢ়ার কারণে কোমর ব্যথা হলে দুতোলা মধু, আধ পোয়া মৌরি ভজান পানি মিশিয়ে সাথে ছয় মাঘা কালজিরা, ছয় তোলা মধু দিয়ে চিবিয়ে থাবে। এ ছাড়া তান বাম যে কোন বেদনার জন্য তা উপকারী।

○ মেয়েলোকের মাসিক স্তোব অবস্থায় কোমরে ব্যথা দেখা দিলে তাকে বাধক বেদনা বলে। তার ওপর বাধক বেদনা অধ্যায়ে দেখে নিবে।

○ থানকুনির পাতা লবণের সাথে পিষে প্রলেপ দিলে কোমরের ব্যথা দূর হয়।

○ বিপুল মূলের ছাল শুকিয়ে চূর্চ করে চিনিসহ সেবন করবে। এভাবে একুশ বা চল্লিশ দিন সেবন করলে কোমর বেদনা ভাল হয়ে থাবে।

○ শীতকালে সত্ত্বান প্রসবের পর স্বাস্থ্যের উপযোগী খাদ্যাভাবে প্রসূতির কোমর বেদনা হতে পারে। এ বেদনায় অর্ধ সিঙ্গ ডিমের সাথে নিমক সোলায়মানী সেবন করলে বিশেষ ফল পাওয়া যায়।

ফোঁড়া ও ব্রন রোগের চিকিৎসা

ফোঁড়া ও ব্রন প্রথমে চামড়ার নীচে শরীরের মধ্যে সৃষ্টি হয়। যখন বাইরে ফুটে উঠে তখন আমরা তা অনুভব করি বা দেখি। কাজেই এ জাতীয় রোগ বসিয়ে না দিয়ে পাকিয়ে পুঁজ রস ইত্যাদি বের করে দেয়া ভাল।

চিকিৎসা :

○ ফোঁড়া বা ব্রন একান্তই বসিয়ে দিতে চাইলে গম, যব ও মুগ সিঙ্গ করে পিষে প্রলেপ দিবে। এতে ব্রন বসে যায়।

○ ফোঁড়া বা ব্রন প্রথমাবস্থায় ইন্দ্রিয় চালুনি পানিতে পিষে কিংবা গোল মরিচ পিষে অথবা খুঁটের ছাইয়ের প্রলেপ দিবে। এতে ব্রন বসে যায়।

○ চিরতা, নিমছাল, যষ্টি মধু, মৃতা, পলতা, বাসক ছাল, ক্ষেতপাপড়া, বেনার মূল, ত্রিফলা, ইন্দ্রিয়—এসবের কাথ বা পাচন পান করলে ব্রনের জ্বালা ও দাগ প্রশমিত হয়।

○ ফোঁড়ায় শজিনা মূলের ছাল বেটে প্রলেপ দিলে উপকার হয়।

■ লজ্জাতুন্নেহা তাবিজের কিতাব

○ তোকমা পানিতে ভিজিয়ে ফোঁড়ার মুখের চার পার্শ্বে লাগিয়ে দিলে শীত্রই ফোঁড়া পেকে যায়।

○ ফোঁড়ার মুখ বাকী রেখে চতুর্দিকে মনা পাতা ছেঁচে লাগিয়ে দিলে মধ্যকার শক্ত পুঁজ পানি হয়ে ফেঁটে বের হয়ে যাবে।

○ দশমূল বেটে গব্য ঘিসহ আগুনে গরম করে প্রলেপ দিবে। এতে ফোঁড়া বসে যাবে।

○ আম পাতা, নিম পাতা, কৃষ্ণ কলির মূল বা পাতা বেটে ধিয়ের সাথে মিশিয়ে প্রলেপ দিবে।

○ ছেঁট গোঁয়ালের পাতা পিষে প্রলেপ দিলে ব্রন, ফোঁড়া পেকে আপনা আপনি পুঁজ বের হয়ে যায়।

○ গুলঞ্চ, পলতা, চিরতা, বাসক ছাল, নিম ছাল, ক্ষেতপাপড়া, খাদির কাঠ, মৃতা—এসবের পাচন করে পান করলে এন্যুট্রিট জ্বর আরোগ্য হয়।

○ করন্ত, তেলা, দস্তি, চিতামূল, করবারীমূল এবং কবুতর, কাক বা শকুনের ছাল—এগুলো ফোঁড়া বা ব্রনে লাগালে তা ফেঁটে পুঁজ রস বের হয়ে যায়।

○ শন বীজ, মূলা বীজ, মসিনা, শজিনা বীজ, তিল, সরিষা, যব, গম—এসব দ্বয়ের পুলটিস করে দিলে ফোঁড়া বা ব্রন পেকে উঠে।

○ সাপের খোলস আগুনে ভুঁত করে সরিষার তেলে মিশিয়ে প্রলেপ দিলে ফোঁড়া বা ব্রন পেকে যায়।

○ গরুর দাঁত পানিতে ঘষে বিন্দুমাত্র ফোঁড়া বা ব্রনে লাগালে কঠিন ফোঁড়া বা ব্রন হলেও ফেঁটে যাবে।

যে কোন জ্বরের তদবীয়

○ ১১ বার দরাদ শরীর এবং ৭ বার সূরা ফাতেহা পড়ে কার্পাস তুলার উপর ফুক দিয়ে ডান কানে রাখবে। অনুরূপ আমল করে আবার বাম কানে ধারণ করবে।

○ যাবতীয় বেদনা ও জ্বরে চীনা মাটির বরতনে সাত বার সূরা ফাতেহা লেখে বৃষ্টি বা গোলাপ পানি দ্বারা ধূয়ে থাওয়াবে।

○ অথবা, অনুরূপভাবে বিসমিল্লাহসহ নিম্নের তাবিজ লেখে সেবন করাবে।

اللَّهُمَّ اذْخِرْنِي رَقِيقَ وَعَظِيمَ الدِّقِيقَ مِنْ شِدَّةِ الْحَرَقِ
بِأَمْ فَلَانَ إِنْ كُنْتَ أَمْتَ بِاللَّهِ الْعَظِيمِ الْأَعْظَمِ فَلَا تُؤْزِ الرَّأْسِ وَلَا

**تَفْسِيدُ الْفَمَ وَلَا تَأْكُلُ اللَّحْمَ وَلَا تَشْرَبُ الدَّمَ وَتَحْوِلَنَّ عَنْ حَامِلِ
هَذَا الْكِتَابِ إِلَى مَنْ جَعَلَ مَعَ اللَّهِ إِلَهًا أَخْرَ وَصَلَّى اللَّهُ عَلَى
النَّبِيِّ وَآلِهِ وَسَلَّمَ .**

○ নিম্নের তাবিজ বিসমিল্লাহসহ লেখে গলায় ধারণ করলে যে কোন কঠিন জুর হোক আরোগ্য হবে।

**بِرَاءَةٌ مِنَ اللَّهِ الْعَزِيزِ الْحَكِيمِ إِلَى أُمِّ مَلْئُومِ التِّينِ تَأْكُلُ اللَّحْمَ
وَسَلَامٌ قَوْلًا مِنْ رَبِّ رَجِيمٍ تَشْرَبُ الدَّمَ وَتَهْمِمُ الْعَظِيمُ أَمَّا بَعْدَ يَا مَمَّ
مَلْئُومٌ إِنْ كُنْتُ مُؤْمِنَةً بِعِنْقِ مُحَمَّدٍ رَسُولَ اللَّهِ عَلَيْهِ السَّلَامَ وَإِنْ
كُنْتُ بَهْرَدِيَّةً فَبِحِقِّ مُوسَى الْكَلِيمِ عَلَيْهِ السَّلَامَ وَإِنْ كُنْتُ
نَصَارَائِيَّةً فَبِحِقِّ عِيسَى بْنِ مَرْيَمٍ عَلَيْهِمَا السَّلَامُ . إِنَّ لَا أَكُلُّ
لِفَلَانَ بْنَ فَلَانَ لَحْمًا وَلَا تَشْرَبُ لَهُ دَمًا وَلَا مَشَمَّةً لَهُ عَظِيمًا
وَتَحْرُلُنَّ عَنْهُ إِلَى مَنْ إِنْجَدَ مَعَ اللَّهِ إِلَهًا أَخْرَ لَا إِلَهَ إِلَّا هُوَ
الْعَزِيزُ الْحَكِيمُ وَلَا فَاتَ بِرِئَةً مِنَ اللَّهِ تَعَالَى بِرِئَةً مِنْكَ
وَحَسَبَنَا اللَّهُ تَعَالَى وَنَعْمَ الْوَكِيلُ وَلَا حَوْلَ وَلَا قُوَّةَ إِلَّا بِاللَّهِ الْعَلِيِّ
الْعَظِيمِ وَصَلَّى اللَّهُ عَلَى النَّبِيِّ وَآلِهِ وَسَلَّمَ .**

জুরের সুপথ্য : নতুন জুরে মিছি, বাতসা, ডালিম, কিশমিশ, খৈ, সাঙ্গ, বার্লি, এরার্মট ইত্যাদি লঘুপাক খাদ্য দিবে। গরম পানি ঠাণ্ডা করে পান করবে। আর প্রেস্যা ও বাত জুর হলে দীর্ঘ গরম পানি পান করবে। কৈ মাছ, শিং মাছ ভাল পথ্য। বেশী কুধা পেলে পাউরগ্টি খেতে পারে। জুর বক্ষ হলে পুরাতন চালের ভাত খেতে পারে। জীর্ণ জুর, শ্বেতা, যকৃত এবং পাতুল রোগে দিনের বেলা পুরাতন চালের ভাত, বেগুন, পটল, উচ্ছে, মান কচু, কাঁকড়োল, করলা ইত্যাদিও খেতে পারে। রোগী বেশী দুর্বল হলে ক্রুতর বা মুরগীর বাক্ষা কিংবা বকরীর গোশতের ঝোল খেতে পারে।

কৃপথ্য : রোগী কিছু শক্তি সঞ্চয় না করা পর্যন্ত সর্বপ্রকার গুরুপাক ও কফবর্ধক দ্রব্য ভোজন, শরীরের তেল মর্দন, গোসল, পরিশ্রম, মৈথুন, দিবানিদ্রা, অতিরিক্ত ক্রেতে, ঠাণ্ডা পানি পান ও অধিক বায়ু সেবন ক্ষতিকর।

চর্ম রোগের চিকিৎসা

চর্মরোগের ধরন ও লক্ষণ বিভিন্ন প্রকার হতে পারে। যথা—দাদ, খোস-পাঁচড়া, কাউর ঘা, মুখে দাগ-আঙুন পড়া চর্ম ইত্যাদি। এখানে সংক্ষেপে তা লিপিবদ্ধ করছি :

দাদ রোগ : দাদ রোগ অত্যন্ত বিদ্যুটে চর্ম রোগ। এতে খুব বেশী চুলকায় এবং দিন দিন চার দিকে বিস্তার লাভ করে।

চিকিৎসা :

○ চাকুন্দের বীজ, কুড়া, সৈঙ্গব লবণ, শ্বেত সরিষা ও বিড়ঙ্গ কাঁজির পানিতে পিষে প্রলেপ দিলে দাদ আরোগ্য হয়।

○ খুব তেজী (কড়া ঝালওয়ালা) কপি (সাদা পাতা) চূর্ণ করে ডুবুর পাতা প্রভৃতি দ্বারা দাদ ঘর্ষণ করে লাগিয়ে দিলে দাদের পোকা মরে যায় এবং দাদ রোগ সম্পূর্ণ আরোগ্য হয়।

কাউর ঘা : একটি নারিকেল ছিদ্র করে তার পানির মধ্যে চাউল রেখে দিবে। কিছুদিন পর ঐ চাউল পচে শেলে সে পচা চাউল ও পানি উত্তমরূপে ছেঁকে কাউর ঘায়ে প্রলেপ দিলে শীত্র ঘা শুকিয়ে যাবে। এ উষ্ণ খোস-পাঁচড়ার জন্যও অবিভািয় উপকারী।

খোস-পাঁচড়া ও চুলকানি :

○ প্রতিদিন প্রত্যুষে কাঁচা হলুদ ইকু গুড়সহ চিবিয়ে খেলে রক্ত পরিষ্কার হয় এবং খোস-পাঁচড়া ও চুলকানি নিরাময় হয়।

○ গন্ধক চূর্ণ সরিষার তেলে মিশিয়ে সূর্যের তাপে গরম করে প্রলেপ দিলে খোস-পাঁচড়া, চুলকানি রোগ ও কাউর ঘা আরোগ্য হয়।

○ আকন্দ পাতার রস হলুদ চূর্ণসহ সরিষার তেলে জুল দিয়ে খোস-পাঁচড়া, চুলকানি ও কাউর ঘাতে লাগালে শুকিয়ে যায়। তবে তা প্রথমাবস্থায় নয়, বরং কয়েক দিন পুঁজ, রস ও দূষিত রক্ত বের হবার পর ব্যবহার করবে।

মুখের দাগ : ○ দনিয়া, লোধ, বচ অথবা শ্বেত সরিষা এবং সৈঙ্গব লবণ পানিতে পিষে লাগালে মুখের দাগ দূরীভূত হয়।

○ রক্তচন্দন, মঞ্জিঠা, কুড়া, প্রিয়ঙ্কুর, নতুন বটের অঙ্কুর এবং মসুরী বেটে প্রলেপ দিলে মুখের দাগ, ব্রন ইত্যাদি দূর হয়।

○ মসুরী পানিতে ভিজিয়ে দুধের সরসহ পেষণ করে একাধারে সাত দিন লাগালে মুখের যাবতীয় দাগ দূর হয় এবং মুখ মসৃণ হয়।

অগ্নিদশ কৃত : ○ আগনে শরীরের কোন স্থান দক্ষিণত হলে ক্ষতস্থানে মধু লাগিয়ে তার উপর যব চূর্ণের প্রলেপ দিলে জ্বালা নিরাগ হয় ।

○ তিল এবং যব পোড়া ভয় দ্বারা প্রলেপ দিলে ক্ষতস্থানের মাংস পূর্ণ হয়ে উঠে ।

○ লুচি ভাজা যি মিশিয়ে খেলে সকল প্রকার ক্ষত শুকিয়ে যায় । মাঝেন দ্বারা প্রলেপ দিলেও বিশেষ ফল পাওয়া যায় ।

তদবীরে চিকিৎসা : ○ নিম্নের আয়াত পড়ে পানিতে ফুঁকিয়ে কিছু দখল হাতে ছিটিয়ে দিলে আচ্ছাহৰ রহমতে জ্বালা নিরাগ হয় ও ঘা শুকায় ।

আয়াত এই—**فَلْنَّ يَأْتِي رُكْنِي بِرَدًا وَسَلَامًا عَلَى إِبْرَاهِيمَ**

○ উপরোক্ত আয়াত দ্বারা তাবিজ লেখে ধারণ করবে অথবা চীন মাটির বরতনে লেখে বৃষ্টি বা গোলাপ পানি দ্বারা ধূয়ে রোগীকে খাওয়াবে ।

○ ডাবের নরম লেওয়ার দ্বারা দক্ষিণত স্থানে প্রলেপ দিলে দাগ নিশে গিয়ে চামড়া স্বাভাবিক হয়ে যায় ।

বিষ নষ্ট করার ব্যবস্থা

বিষকে দু'ভাগে ভাগ করা যায় । এক জঙ্গম বা উদ্বিদ বিষ, দুই স্থাবর বা ধাতব বিষ ।

সাপ, বিচু ইত্যাদির বিষকে জঙ্গম বা উদ্বিদ বিষ বলা হয় । আর ধাতব দ্বাৰা ইত্যাদির বিষকে স্থাবর বিষ বলে । তবে বিষ যে ধরনেরই হোক বমনের মাধ্যমে তা নিষ্কাশনের ব্যবস্থা করা যায় । তাই দেহের ভিতর বিষ চুকা মাত্ৰ প্রচুর বমনের ব্যবস্থা করা আর যুক্ত থেকে বিষের রাখা কর্তব্য ।

স্থাবর বিষ চিকিৎসা : ○ দারমূস, আফিম প্রচৃতি যে কোন প্রকার বিষে হোক, তিন তোলা আদার রসের সাথে চার আনা হিঁ মিশিয়ে খাওয়ালে বিষক্রিয়া নষ্ট হয়ে যায় ।

○ কলমী শাকের ডাটা ও পাতার রস দু'টাক পরিমাণ সেবন করালে সাথে সাথে বর্ষি হয়ে উপকার দেখা দিবে ।

উদ্বিদ বিষ চিকিৎসা : ○ সাপ ইত্যাদি বিষাক্ত জীবে দংশন করলে বা দংশন করেছে বলে সন্দেহ হলে তৎক্ষণাত্ম সংশ্লিষ্ট স্থানের কিছু উপরে খুব কয়ে বক্ষন দিবে । এ নিয়মটি খুব উপকারী ।

○ সোহাগার খৈ কিংবা আকন্দের মূল পানিতে পিষে সেবন করলে সাপের বিষ নষ্ট হয় ।

■ লজ্জাতুন্নেছা তাবিজের কিতাব

○ দীচার গাচের মূল চিবিয়ে রস ভক্ষণ করলে সাপের বিষ নষ্ট হয় ।

○ শুক চূর্ণ ও মধু মিশিত করে দংশিত স্থানে কিছুক্ষণ পর পর প্রলেপ দিলে বিষ শোষণ করে আনবে ।

○ সাপে দংশন করার সাথে সাথে শুক কাপড় দ্বারা দংশিত স্থান মুছে ফেলতে পারলে আর বিষ শরীরের ভিতর চুকবে না । তবে কাপড়খাবা আগনে পুড়িয়ে ফেলবে ।

○ সাপ মেরে সেটির মাথার পিছনের হাড় সাথে রাখলে সর্প দংশন হতে নিরাপদে থাকা যায় । ঐ হাড় চূর্ণ করে পানির সাথে পান করলে তৎক্ষণাত্ম বিষ নষ্ট হয়ে যায় ।

○ দু'আনা পরিমাণ মূরগীর বিঠা দু'আনা লোশাদের পানিতে মিশিয়ে গরম করতঃ রোগীকে সেবন করালে তৎক্ষণাত্ম বিষ নষ্ট হয়ে যায় । বমির সঙ্গে সঙ্গে বিষ বের করে রোগীকে আরোগ্য দান করে ।

○ এক সের নিশাদল পাচনের পানিতে গুলে সাপের গর্তে ঢেলে দিলে সাপ বের হয়ে যাবে এবং সে পানি ঘরে মাঝে মাঝে ছিটিয়ে দিলে ঘরে আর সাপ আসবে না ।

○ সাপের গর্তে রাই সরিষা ভরে দিলে সাপ মরে যায় । বিছানায় রাখলে সাপের ভয় থাকে না ।

○ সাপের মুখে যদি মানুষের মুখের লালা লাগিয়ে দেয়া যায়, তবে তৎক্ষণাত্ম সাপ মরে যায় ।

○ সাপে কাটা রোগীকে একটি বকুলের দানা খাওয়ালে বিষ নষ্ট হয়ে যায় ।

○ রোগী বিষের জ্বালায় বেহশ হয়ে গেলে তুঁতে পোড়া চূর্ণ সামান্য পরিমাণ একটি কাগজে রেখে নাকের কাছে এনে ফুঁক দিবে, যেন ঐ ওয়েথ মগজে পৌছে যায় । এতে ধারণাত্মীত ফল লাভ হবে ।

○ সম পরিমাণ নিশাদল ও চুন শিশিতে রেখে রোগীকে তার স্ত্রাণ নিতে দিলে মাথার বিষ নেমে আসে ।

○ লজ্জাতীর পাতা দ্বারা রোগীর মাথা হতে পা পর্যন্ত মুছে আনলে সাপের বিষ নষ্ট হয়ে যায় ।

○ মরিচ, গুঁঠ, বালা ও নাগেশ্বর পিষে প্রলেপ দিলে মধুপোকা, তীমরুল ইত্যাদির বিষ নষ্ট হয়ে যায় ।

○ বিচু দংশন করলে সাথে সাথে বিচুটি মেরে সেটির নাড়ি তুঁতি দংশিত স্থানে লাগিয়ে দিলে তৎক্ষণাত্ম বিষ নষ্ট হয়ে যায় ।

তদবীরে বিষ চিকিৎসা :

୦ ହାତ ବା ପାଯେର ଆସ୍ତିଲେ ଡୋର ବେଳେ ଏକଜନ ତା ଟାନିବେ ଆର ଏକଜନ ସୂରା ଫାତେହ ପଡ଼େ କାଗଦେର ପାକାନେ ଫଡ଼ି ଦାରା ରୋଗୀର ଶରୀରେ ଆଘାତ କରବେ ଏବଂ ଦମ କରତେ ଥାକବେ । ଏତାବେ ପ୍ରାୟ ଏକ ଷଟ୍କା କରାର ପର ବିଷ ଡୋର ବାଁଧା ଛାନେ ଥାକଲେ ତା ଆସ୍ତିଲେର ମୁଖେ ଟେନେ ଆନିବେ ।

୦ ଏକ ଖତ କାଗଜେ ବିଶମିଲ୍ଲାହ ଏବଂ ନିମ୍ନର ଅକ୍ଷରଗୁଲୋ ଲେଖେ ଧୂଯେ ରୋଗୀକେ ଖାଓଯାବେ । ଏତେ ବମି ହେଁ ବିଷ ବେଳ ହେଁ ଯାବେ ।

س ل ام ع لی ذ وحی ال ع ال می ن و م س ح ا حا

ଓ ନିମ୍ନେ ତାବିଜଟି ଲେଖେ ଲୋହାର ମାଦୁଲିତେ ପୂରେ ଘରେର ଚାର କୋଗାୟ ପୁଣ୍ଡରାଖଳେ ମେ ସାପ ବେବାର ହେଁ ଯାବେ । ଆର କଥନେ ଢକବେ ନା ।

١٠٥ ط

୦ କେଉ ଦୂର ହତେ କୋନ ଲୋକେର ସାଗେ ଦଂଶନେର ଖରବ ନିଯେ ଏଲେ
ବିସମିଲ୍ଲାହସଙ୍ଗ ନିମ୍ନ ଆୟାତ ପଡ଼େ ଡାନ ହାତେର ଶାହାଦାତ ଅଶ୍ଵଳ ସଂବାଦଦାତାର ଲଳାଟେ
କିଷିଞ୍ଚ ଜୋରେ ମାରବେ । ସାତ ବାର ଏରପ କରଲେ ଦୂରବର୍ତ୍ତୀ ରୋଗୀଓ ଭାଲ ହୁୟେ ଯାବେ ।
ଆୟାତ ଏହି—

فَقَالَ الْأَقِهَا يَمْوُسٌ فَأَلْقَهَا فَإِذَا هِيَ حَيَّةٌ تَسْعَىٰ .

କୁକୁରେ କାନ୍ଦିଲେ ବିଷ ଚିକିତ୍ସା

୦ ଧୂତରାର ପାଞ୍ଚଟି ଫୁଲ ହଳୁଦେର ସାଥେ ପିଯେ ତିନ ଦିନ ସେବନ କରଲେ ପୁକୁରେର କ୍ରାମରେ ବିଷ ନଷ୍ଟ ହୁଏ ।

○ কুকুর বা শৃগাল কামড়ানোর পর অধিক সময় অতিবাহিত হলে জলাতঙ্গ
ব্যাধি দেখা দিতে পারে। জলাতঙ্গ ব্যাধির চিকিৎসা নিম্নরূপ—

ଦୁଧ ଓ ଆକନ୍ଦ ପାତର ରୁସ ସମ୍ପରିମାଣ ନତୁନ ଯାଟିର ପାତିଲେ ରେଖେ ଝୋଗୀକେ ମେବନ କରାବେ । ଚିଡ଼ା ଭାଜା ଆର ଦୁଧ ଛାଡ଼ା ଅନ୍ୟ କିଛୁ ଖେତେ ଦିବେ ନା । ଏତାବେ ଦୃତିନ ଦିନ ଥାଓଯାବେ ।

ভদ্রীয়ে চিকিৎসা :

○ ৪০ বার **اللَّهُ أَكْبَرُ** পড়ে কাঁসের থালায় দম করে সাপ, কুকুর বা শিংয়া
মাহে দ্বিতীয় রোগীর পিঠে লাগালে বিষ থাকাকালীন ঐ থালা পড়বে না। বিষ ন্টি
হার সাথে সাথে তা নীচে পড়ে যাবে।

■ ଲଜ୍ଜାତୁନ୍ନେଛା ତାବିଜେର କିତାବ

۱۰) একাধাৰে ৪০ দিন এক খণ্ড কৃতিৰ উপৰ নিম্নেৰ আয়াত লেখে কুকুৰৰ বা
শৃংগাল দৰ্শিত রোগীকে খা ওয়ালে বিষ নষ্ট হয়ে যাবে।

إِنَّمَا يُكَيِّدُونَ كَيْدًا وَأَكَبَّدُ كَيْدًا فَمَهْلِكُ الْكُفَّارِ أَمْهَلْمُمْ

- دُونِدَا -

শিশু ব্যাগের চিকিৎসা

শিশু সত্তান মাতার রোগ বা রক্তদোষজনিত কারণে রোগাক্রান্ত হয়ে পড়তে পারে। তখন মাতার স্বাস্থ্য পরীক্ষা করে নেবে এবং একপ ক্ষেত্রে শিশুর মাত্রান্তর পান বন্ধ রাখতে হবে।

সাধারণ যোগের টিকিল্পা

୦ ମତ୍ତାନ ଭୁର୍ମିଠ ହବାର ପର କ୍ରମନ ନା କରଲେ ବୁବ ଆଣ୍ଟେ ଆଣ୍ଟେ ପିଠେ ଆମାତ କରିବେ ଥାକବେ । ଅଥବା ତାର ଦୁ'ପା ଧରେ ଉପଦ୍ର କରି କୁନ୍ଦାବାର ଛେତ୍ର କରିବୁ ।

୦ ନବଜାତ ଶିଶୁ ସ୍ତନ୍ୟପାନ ନା କରଲେ ଆମଲକୀ ଓ ହୁଲୁଦ ଚର୍ବି ସି ବା ମଧୁତେ ମିଶିଯେ ଜିହ୍ଵାଯ ସର୍ବ କରିବ ।

୦ ତଣ୍ଡ ଦୁଃଖ ପାନ କରେ ଶିଶୁ ବମ୍ବ କରେ ଫେଲିଲେ ତାକେ ବୃଦ୍ଧତି ଓ କଷ୍ଟକାରୀ ଫୁଲେର ରନ ପାନ କରାବେ ।

ଶିଖ ଗରୁର ଦୂଧ ଖେଯେ ବମି କରାଲେ ଦୂଧରେ ସାଥେ ଏକ ଫୋଟୋ ଛନ୍ଦର ପାନି ମିଶିଯେ ମେବନ କରାବେ ।

୦ ଶିଖର ଗଲାଯ ହ୍ରେମା ବସ ଗେଲେ ଆଦା ଝଟି, ପିପୁଳ, ଗୋଲମରିଚ, ହରୀଟଙ୍କୀ, ହୁଲୁନ ଓ ବଢ଼ ବେଠେ ଉପଯୁକ୍ତ ପରିମାଣ ଦୂରେ ଥାଏ ଯିଶିରେ ମେବନ କରାବେ ।

১) শিক্ষার বমন ও হিক্কা হলে আমের আঠার মজ্জ, বৈ ও সৈকত বস্তব খিলে
মধুসহ চেটে থেতে দিবে। তাছাড়া চিনি, মধু ও লেবুর রসের সাথে পিপুল গোল
মরিচ চূর্ণ চেটে খেলেও শিক্ষার বমন এবং হিক্কা বন্ধ হয়।

୧୦ ମିନିଟ୍‌ରେ କୁଳ ଅବଶ୍ୟକ ହୋଇ ଯଦ୍ସ, ଜାରକଣ, ଜିରା ଓ ସୋହାଗର ଦୈସମପରିମାଣେ ଚର୍ଚ କରେ ସେଇତେ ଦିବେ ।

ପ୍ରମାଣ କରି ଆତମାରେ ଡେଲ ଓ ସାଇଟ ମଧ୍ୟ ଗମ୍ଭେ ତାତେ ବିକାଶ ତିଳ ତେଲ, ଚିନି ଓ ମଧୁ ମିଳିଯେ ଖାଓଯାବେ ।

○ পেটের মূল প্রেষণ করে আতপ চাউল ধোয়া পানির সাথে মিশিয়ে খাওয়ালে শিত্র গ্রহণী এবং মারাঘুক অতিসার রোগ আরোগ্য হয়।

○ শিত্র কোনোরূপ চক্ষু পীড়া দেখা দিলে মনছাল, পিপুল, শঙ্খনাভী ও রসাঞ্জন মধুর সাথে মর্দন করে বচি প্রস্তুত করতঃ তার অঞ্জন চোখে দিলে যাবতীয় চক্ষু পীড়া আরোগ্য হয়।

○ শিত্র বুকে বেদনা হলে খুব আস্তে আস্তে গরম সরিষার তেল মালিশ করবে।

○ শিত্র পেটের বেদনা হলে এক বোতল গোলাপ পানিতে আধা ছাঁটাক লবস মিশিয়ে এক সঙ্গাহ রোগ্নো তাপ দিবে। অতঃপর অল্প অল্প করে অতাহ খালি পেটে তা হতে পান করবে। এটা শিত্র পেটের যে কোন ঝোগের জন্য খুবই উপকারী।

জ্ঞিনের নজরজনিত রোগ

অনেক সময় জ্ঞিনের নজরজনিত কারণেও শিত্র নানাবিধি রোগ দেখা দেয়। যে কোন কারণেই হোক, নিম্নের ‘হেরজে আবি দোজানা’ তাবিজ লেখে শিত্র গলায় বেঁধে দিলে আল্লাহর রহমতে আরোগ্য হবে। হেরজে আবি দোজানা তাবিজ এই—

بِسْمِ اللَّهِ هَذَا كِتَابٌ مِّنْ مُّحَمَّدٍ رَّسُولِ اللَّهِ وَرِبِّ الْعَالَمِينَ إِلَى
مَنْ طَرَقَ الدَّارَ مِنَ الْعَمَّارِ وَالزَّوَارِ وَالسَّائِحِينَ إِلَّا طَارِقًا يَطْرُقُ
يَخْبِرُ بِإِرْجَمِنَ أَمَّا بَعْدَ فَإِنَّا لَنَا وَلَكُمْ فِي الْحَقِّ سَعَةً فَإِنَّمَا
عَاشِقًا مَرِنْعًا أَوْ فَاجِرًا مُفْسِحًا أَوْ رَاعِيًّا حَقًا مُبِطِلًا هَذَا كِتَابٌ
اللَّهُ يَنْطِقُ عَلَيْنَا وَعَلَيْكُمْ بِالْحَقِّ إِنَّا كُنَّا نَشَّاسِخُ مَا كُنَّنَا
تَعْمَلُونَ أَتَرْكُوا صَاحِبَ كِتَابِي هَذَا وَأَنْطَلِقُوا إِلَى عَبْدَةِ الْأَوْتَانِ
وَالْأَصْنَامِ وَإِلَى مَنْ يَرْعِمُ إِنَّمَّا اللَّهُ إِلَهُ الْأَوْلَاءِ لَا إِلَهَ إِلَّا
هُوَ كُلُّ شَيْءٍ
فَالِّي لَأَ وَجْهَهُ لَهُ الْحُكْمُ وَالْيَتِي تَرْجِعُونَ تُقْلِبُونَ حَمَّ لَا تَنْصُرُونَ
لَمَسَقَ تَنْرَقَ أَهْدَاءَ اللَّهِ وَيَلْقَثُ حُجَّةَ اللَّهِ وَلَا حَوْلَ وَلَا قُوَّةَ إِلَّا
بِاللَّهِ فَسِكْنِيْكُمْ اللَّهُ هُوَ السَّمِيعُ الْعَلِيمُ.

উস্বস সিবইয়াল রোগ এ রোগে কখনো কখনো শিত্র একেবারে বেহশ হয়ে যায়। তার হাত পা বাঁকা হয়ে যায়। অনেক সময় খুব দিয়ে কেবা বের হয়। অনেকটা মৃগীর মত মনে হয়।

প্রতিকার ○ এ অবস্থা দেখা দিলে তার খুব পরিষ্কার করে দিবে, বাজু ও রানে করে বাঁধ দিবে আর শরীরে সরিষার তেল মালিশ করতে থাকবে।

○ হেরজে আবি দোজানা তাবিজ লেখে গলায় বেঁধে দিবে। আয়াতে শেফার তাবিজও দিবে এবং আয়াতে শেফা পড়ে শরীরে ফুক দিবে।

○ এ রোগে অনেক সময় শিত্র একেবারে শক্রির মেতে থাকে। তখন চীনা মাটির বরতনে আয়াতে শেফা লেখে সেবন করাবে এবং যার দুধ পান করে তার খাদ্য-খাদকে ঠাণ্ডা জাতীয় জিনিস দিবে।

স্তনের দুধ বলে গেলে ○ স্তন দুষ্ট বৃক্ষির জন্য বিসমিল্লাহসহ নিম্নের আয়াত পাঠ করে লবণের উপর ফুক দিয়ে শিত্র মাতাকে খেতে দিবে। আল্লাহর রহমতে দুষ্ট বৃক্ষি পাবে।

وَالْوَالِدَاتُ يَرْضِعْنَ أَوْلَادَهُنَّ حَوْلَبِنْ كَامِلَبِنْ لِمَنْ أَرَادَ أَنْ يُتَمَّمَ
الرَّضَاعَةَ وَإِنَّ لَكُمْ فِي الْأَنْعَامِ لَعِبْرَةٌ شَتِّيْكُمْ مَمَّا فِي بَطْنِهِ
مِنْ بَيْنِ فَرَبْ وَدَمْ لَكُنْ خَالِصًا سَائِعًا لِلشَّارِبِنَ وَإِنْ يَكُوْدَ الدِّيْنَ
كَفَرُوا بِيَرْزِلْقُونَكِ بِإِنْصَارِمِ لَمَّا سَمِعُوا الدِّكْرَ وَسَقَلُونَ أَنَّهُ
لَسْجَنُونَ وَمَا هُرَّا لَأَ وَكَرِ لَمُلَعِلِّيْنَ سَبَخَنَ الدِّيْنَ سَخَرَنَ هَذَا
وَمَا كَنَّا لَهُ مُغْرِبِنَ.

○ এক মাটিতে সাত বার সূরা ফাতেহা পড়ে ফুক দিয়ে খুবসুহ ঔ মাটি দৈনিক পাঠ-সাত বার মাত্রনে লেপে দিবে। এতে দুধ বৃক্ষি পাবে।

শিত্র ক্রন্দন রোধে কেন কেন শিত্র অষ্টাভুবিক ক্রন্দন করে থাকে। তখন খুব সতর্কতার সাথে কান্নার কারণ নির্ধয়ের চেষ্টা করবে। সাধারণত শিত্র পেটে বেদনাজনিত কারণেই বেশী ক্রন্দন করে। কৃমির কারণে পেটে বেদনা হলেও শিত্র বেশী কাঁদে।

○ কৃমির আধিকা আছে বলে মনে হলে নাকে ও গলায় কেরোসিন তেল মালিশ করবে। আল্লাহর রহমতে শীত্রে পেট বাথা দূর হবে।

○ নিম্নোক্ত দোয়া বিসমিল্লাহসহ লেখে শিশুর গলায় বেঁধে দিলে বিশেষ উপকার হবে। আয়াত এই—

بِسْمِ اللَّهِ رَبِّ الْعَالَمِينَ تَبَارَكَ حِبْطَانُنَا لِبَيْتِ سَقْفَنَا كَهْسَعَرَ
كَفَائِتَنَا حَمَعَسَنَ حَمَائِتَنَا فَسِكْفِيْكَمَ اللَّهُ وَهُوَ السَّمِيعُ
الْعَلِيمُ قَالَ اللَّهُ خَيْرٌ حَافِظًا وَهُوَ أَرْحَمُ الرَّاحِمِينَ إِنَّ اللَّهَ
الَّذِي نَزَّلَ الْكِتَبَ وَهُوَ يَنْزُلُ الْصِّلِّيْحِينَ وَصَلَّى اللَّهُ عَلَى النَّبِيِّ
وَآتَهُ سَلَامًا

○ ঘুমের মধ্যে শিশু চিকিৎসার করলে উক্ত তাবিজটি বিশেষ উপকারী।

শিশুর কর্ণ রোগ

○ শিশুর কর্ণ রোগে ব্যাকুলদের চিকিৎসারই অনুসরণ করবে। অবশ্য প্রয়োগে এবং মাত্রায় সতর্কতা অবলম্বন করবে।

○ কান পাকলে যথাসম্ভব কানে ওযুধ না দিয়ে খাওয়ার ওযুধ দ্বারাই রোগ নিরাময়ের চেষ্টা করবে।

মুখ দিয়ে লালা পড়লে শিশুর মুখ দিয়ে অতিরিক্ত লালা পড়লে সামান্য পরিমাণে 'জাওয়ারোশে মোছতারী' (হাকিমী ওযুধ) সেবন করাবে। এতে লালা বন্ধ হয়ে যাবে।

মুখে ল্যাচা হলে শিশুর জন্যের পরই জিহ্বা পরীক্ষা করে তাতে ল্যাচা দেখা গেলে মধুর সাথে একটু লবণ মিশিয়ে কিছু সময় জিহ্বায় প্রলেপ দিবে। এতে ল্যাচা দূর হয়ে যাবে।

ছোট কৃমি হলে ○ শিশুর মলদ্বারে ছোট কৃমির বেশী উপদ্রব দেখা গেলে ঝুনা নারিকেলের দুধ বানিয়ে মিহরিসহ সেবন করাবে।

চাকের মোগ গলিয়ে সাথে শুক মেদি পাতা পিমে কিছু কিছু মলদ্বারে প্রবেশ করাবে। এতে ছোট কৃমি বের হয়ে যাবে।

শিশুদের রক্ত আমাশয় যদি দীর্ঘ দিন শিশুর রক্ত আমাশয় থাকে তবে অভিজ্ঞ শিশু ডাক্তার বা কোন ভাল চিকিৎসক দ্বারা ব্যবস্থাপন নিবে আর নিম্নোক্ত তাবিজটি লেখে গলায় বেঁধে দিবে। আল্লাহর সহমতে রক্ত আমাশ দূর হবে। তাবিজটি এই—

بَعْدًا لِلْقُمَمِ الْطَّلِيمِيْنَ هَذِهِ رَقْبَلَ بِأَرْضِ الْبَسِيْعِ مَائِدِ
এবং فَلْ أَرَأَيْتَمِ لِأَصْبَعَ مَابِكُمْ غَرَّاً فَمَنْ بَأْتَهُمْ مَعْبِنَ

শিশু বিছানায় পেশাব করলে অনেক শিশু কিছুটা বড় হলেও বিছানায় পেশাব করে। তার চিকিৎসা নিম্নরূপ :

○ খালি পেটে এক তোলা পরিমাণ পুদিনা পাতার রস একাধারে সাত দিন সেবন করাবে।

○ পিপুল, মরিচ, মধু, চিনি, ছোট এলাচি ও সৈঙ্গব লবণ চূর্ণ করে তা জিহ্বা দ্বারা চেষ্টে খেলে শিশুর শয়ামূত্র রোগ আরোগ্য হয়।

শিশুর জুর রোগ শিশুর জুর রোগ দেখা দিলে ব্যক্তদের মতই চিকিৎসা করাবে। অবশ্য ওযুধ প্রয়োগ ও মাত্রা ইত্যাদিতে সতর্কতা অবলম্বন করবে।

কলেরা রোগের চিকিৎসা

দেশে কলেরা রোগ দেখা দিলে মনে কোনরূপ ভর্তুলি বা চিন্তার প্রশংস দেবে না; বরং অত্যন্ত সাহস রাখবে। বেশী রাত জাগরণ করবে না। খুব গরম খাদ্য খাবে না। খালি পেটে থাকবে না। খাদ্য-খাদক এবং বাঢ়িয়ের খুব পরিমাণের রাখবে; কলেরা রোগীর মল-মৃত্র বা বমিতে সাথে সাথে ফিনাইল ছিটিয়ে দিবে। মাটির নীচে পোতা বা আগুনে পুড়ে ফেলা ভাল।

চিকিৎসা : কলেরা রোগীর জন্য সেলাইন ও ইনজেকশন বর্তমানে খুব কার্যকর ওযুধ হিসেবে প্রতিপন্ন হয়েছে। তাই চিকিৎসকের ব্যবস্থাপনের মাধ্যমে চিকিৎসা করতে থাকবে।

তদবীরে চিকিৎসা :

○ নিম্নের তাবিজটি সাথে ধারণ করলে আল্লাহর সহমতে কলেরা রোগ হতে নিরাপদ থাকবে। তাবিজ লেখার পূর্বে দুই চার রাকাত নফল নামায পড়ে নেবে।

ذخومر مر	بهر حوس	حلول
بهو	وسطوس	ملوحسن
يانس	وطود	دهابادها
وامد	طوس	بلوس
اساده دمند	عرب	باد اخلم تعو

○ নির্মের তাবিজতি লেখে কোন সুস্থ লোক শরীরে ধারণ করলে কলেরা রোগ হতে মুক্ত থাকবে।

باعلى	باعلى	٧٨٦	باعلى
٧٢٥٥	٧٢٥٣	٧٢٥٦	٧٢٤٣
٧٢٥٥	٧٢٤٤	٧٢٤٩	٧٢٥٤
٧٢٤٥	٧٢٥٨	٧٢٥١	٧٢٤٨
٧٢٥٢	٧٢٤٧	٧٢٤٦	٧٢٥٧

○ এক বোতল পরিকার পানিতে সূরা কদর পাঠ করে দম করবে। অতঃপর নির্মের আয়াত পড়ে দম করে সাথে কিছু গরম পানি মিশিয়ে রোগীকে পান করাবে।
আয়াত এই—
لَا فِيهَا غُولٌ وَلَا هُمْ عَنْهَا يُسْرَفُونَ ।

○ চীনা মাটির বরতনে মেশক জাফরান দ্বারা সূরা ফাতেহাসহ আয়াতে শেফা লেখে সেবন করালে ভাল ফল হয়।

○ তেলিশ আয়াত পড়ে কলেরা রোগীর দেহে দম করলে রোগের প্রকোপ কমে যায় এবং রোগীর গাঢ় নিদ্রা হয়।

বসন্ত রোগের চিকিৎসা

বসন্ত তিন প্রকার : (ক) জল বসন্ত, (খ) মসুর বসন্ত এবং (গ) চর্মদল বসন্ত। জল বসন্ত তেমন মারাঘাক রোগ নয়। দু'তিন দিন সামান্য জুরের পর তা দেখা দেয়। অবশ্য বসন্তের গোটা উঠার আগে মাথা ভার এবং শরীরে কিছু বেদন হয়। বড় জোর এক সঞ্চাহের মধ্যে তা ভাল হয়ে যায়।

মসুর বসন্ত মারাঘাক শ্রেণীর রোগ। সর্বশরীরে তা মসুর ডালের আকারে লাল রং ধরে উঠে। সর্বশরীরে বেদন থাকে। খুব বেশী জুর উঠে। দু'চার দিন পর পাকতে আরম্ভ করে। শরীরের ভিতর এ রোগ গর্তের সৃষ্টি করে। শুকাতে বেশ দেরী হয়। এ জাতীয় বসন্তে অনেক সময় লোক মারা যায়।

চর্মদল বসন্ত আরো ভয়ঙ্কর। বেশী জুর হয়ে শরীর ও মাথায় বেদন দেখা দেয়। অতঃপর খুব বড় বড় একেকটা ফোঁড়ার মত সর্বশরীরে উঠে। উঠার কয়েক দিন পর তা পাকে। পুঁজ বের হবার পর যথন শরীর কিছু শুকিয়ে আসে তখন

■ লঞ্জাতুন্নেহা তাবিজের কিতাব

শরীরে টান পড়ে, তাতেই অনেক রোগী মারা যায়। এ রোগে শরীরের চামড়া ও মাংস একপ পুঁজে পরিণত হয় যে, রোগী বাঁচলেও শরীরে দাগ থেকে যায়।

সেবায়ত্র ও ব্যবস্থাপনা : ৪ দেশে বসন্ত রোগ দেখা দিলে কোন গরম খাদ্য-খাদক খাবে না। তেল, বেগুন, গরম গোশত, খেজুর, আজীর প্রভৃতি খাবে না। বাড়িঘর পরিষার-পরিচ্ছন্ন এবং খাদ্যবস্তু সমস্তে আবৃত করে রাখবে।

চিকিৎসা : এ রোগে ওযুধপত্রের চেয়ে রোগীর সেবারই অধি-প্রয়োজন দেখা দেয়।

○ কবিয়াজী মতে কিছু তেল আছে, তা দেহে মেথে দিলে উপকার হয়।

○ বসন্তের গোটা যখন উঠতে শুরু করে তখন শরীরে দুধের ছিটা দিলে এবং রোগীকে গরম দুধ ও কাঁঠাল খাওয়ালে ভাল ফল হয়। এতে আর ভিতরে বা চামড়ার নীচে গোটা থাকে না। নতুবা ক্ষতির আশংকা থাকে এবং দেহের চামড়া পচিয়ে ফেলে।

○ গোলাপ পানি, সুরমা, পিংয়াজের রস চোখে দিলে চোখ বসন্ত হতে নিরাপদ থাকে।

তদ্বীরে চিকিৎসা :

○ সকল শ্রেণীর লোক বৈঠকে বসে কোরআন শরীরের সূরা বাকারা উচ্চেঁবরে পড়লে এবং শুনলে আল্লাহর রহমতে শ্রোতারা সকলেই বসন্ত রোগ হতে মুক্ত থাকে। তবে সকলেই তা খালি পেটে পড়বে ও শুনবে।

○ আসহাবে কাহফের নামসমূহ দ্বারা তাবিজ লেখে বাসগ্যহের দরজায় বেঁধে দিলে আল্লাহর রহমতে সে ঘরে কারো বসন্ত রোগ হবে না। (আসহাবে কাহফ জরুরী আয়াত ১৩ নং দুঃ)

সতর্কতা : কলেরা, বসন্ত, প্লেগ প্রভৃতি সংক্রামক রোগ। প্লেগ একটি ভয়ানক ব্যাধি এবং সবচেয়ে মারাঘাক। এসব সংক্রামক যন্ত্রামী থেকে বাঁচাব জন্য বাড়িঘর, আসবাবপত্র ও খাদ্যদ্রব্য অত্যন্ত পরিষ্কার পরিচ্ছন্ন রাখবে। ব্যভিচার ও অন্যান্য জগন্ম পাপ কাজ হতে বিরত থাকবে। তওবা করবে এবং আল্লাহর যিকির আয়কারে মগ্ন থাকবে।

বেদনা রোগের চিকিৎসা

বেদনা রোগ নাম প্রকার ও নানা কারণে হতে পারে। তার প্রতিকার এবং প্রতিরোধও নানাভাবে করা যায়।

○ যে কোন রকমের বেদনা হোক, বিশেষতঃ মাথা ও দাঁত বেদনায় একথামি তত্ত্বার উপর বালুকা লেখে উক্ত বালুর উপর বড় অক্ষরে লেখবে **أَبْكِدْ هُوَزْ حُطْنَ** তারপর রোগীর বেদনার জায়গায় হাত রেখে প্রথমে। এর উপর সজোরে পেরেক মেরে সূরা ফাতেহা পড়বে এবং রোগীকে জিজ্ঞাসা করবে বেদনা কমেছে কিনা? এভাবে ১. তথা শেষ অক্ষরটি পর্যন্ত পেরেক মেরে সূরা ফাতেহা পড়তে থাকবে এবং প্রতিবার জিজ্ঞাসা করবে। আস্তাহর রহমতে শেষ অক্ষর "যি" পর্যন্ত যেতে না যেতেই বেদনা উপশম হবে।

○ যে কোন প্রকার বেদনায় নিম্নের আয়াত বিসমিল্লাহসহ তিন বার পড়ে রোগীর বেদনার স্থলে দম করবে বা তেলে দম করে বেদনার স্থলে মালিখ করবে, কিংবা ওয়া অবস্থায় লেখে বেদনার স্থলে লেখে দিবে। এতে বেদনা উপশম হবে।

وَيَا أَعْلَمْ أَنْرَلَهُ وَبِالْعَقْنَ نَزَلَ وَمَا أَرْسَلْنَاهُ إِلَّا مُبَشِّرًا وَنَذِيرًا .

○ নিম্নের আছর বা অন্য কোন কারণে কোন স্থানে বেদনা হলে একবার সূরা ইখলাস বা নিম্নের আয়াত লেখে ব্যবহার করলে বেদনা আরোগ্য হয়।

وَتَسْرِلَ مِنَ الْقُرْآنِ مَا هُوَ شَفَاءٌ وَرَحْمَةٌ لِلْمُؤْمِنِينَ وَلَا يَزِيدُ الظَّلَمِينَ إِلَّا خَسَارًا .

○ পেটের বেদনা, অম বেদনা, শূল বেদনা বা যে কোন বেদনায় এক টুকরা কাগজে সূরা ফাতেহা, অতঃপর আয়াতে শেফা ও নিম্নের আয়াত লেখবে। তারপর সূরা কদর একবার এবং বেতলের পানিতে দম করবে। অতঃপর উল্লিখিত কাগজ টুকরা সে পানিতে ডিজিয়ে প্রত্যাহ তিন বার সেবন করবে। এতে যে কোন বেদনা আরোগ্য হবে।

بِأَيْمَانِ النَّاسِ قَدْ جَاءَكُمْ مَرْعُظَةٌ مِنْ رَبِّكُمْ وَشِفَاءٌ لِمَا فِي الصُّدُورِ وَهَدَى وَرَحْمَةٌ لِلْمُؤْمِنِينَ . قُلْ بِنَفْضِ اللَّهِ وَرَحْمَتِهِ فِي ذِلِّكَ قُلْبَفِرْخَوا هُوَ خَيْرٌ مِمَّا يَجْمَعُونَ .

○ কোন নারালেগ ছেলে ঘৰা এক দামে কাগজ খরিদ করিয়ে তাতে উপরোক্ত তাবিজ বা দোয়া লেখে কিছু মিছরিসহ একটি ডাবের পানির মধ্যে পুরে

■ লজ্জাতুন্নেছা তাবিজের কিতাব

মে পানি খেয়ে ফেলবে এবং অবশিষ্ট সামান্য পানি বেদনাস্থলে মালিখ করবে। এরপ সাত সপ্তাহ করলে বেদনার উপশম হবে।

○ সূরা ফাতেহাসহ আয়াতে শেফা চীনা মাটির বরতনে লেখে খাবে এবং কিছু বেদনার স্থলে মালিখ করবে। এতে বেদনা লাঘব হবে।

স্থান শক্তি ও জ্ঞান বৃদ্ধির জন্য

নিম্নের দোয়াটি প্রত্যেক ওয়াক্ত নামায়ের আগে পূরে তিন বার করে পড়লে বৃদ্ধি জ্ঞান বৃদ্ধি পায় এবং স্থান শক্তি তীক্ষ্ণ হয়। এমনকি এ আমল ঘৰা গবিত্র কোরআন হেফজ করাও সহজ হয়।

اللَّهُمَّ اجْعَلْ نَفْسِي مُطْمَئِنَّةً تُؤْمِنُ بِلِقَائِكَ وَتَرْضَى بِعَيْنَاكَ اللَّهُمَّ ارْزُقْنِي فَهِمَ النَّبِيِّينَ وَحَفِظَ الرَّسُولِينَ وَالْمَلَكَةَ الْمُقَرَّبَيْنَ . اللَّهُمَّ عَمِّرْ لِسَانِي بِذِكْرِكَ وَقُلْسِي بِخَشِيقَكَ وَسِرِّي بِطَاعَتِكَ وَصَلِّ اللَّهُ عَلَى النَّبِيِّ وَالْمَلِّ سَلِّمَ .

○ নিম্নোক্ত সাত আয়াত সাতটি খোরামায লেখে ধারাবাহিকভাবে প্রতিদিন একটি করে খালি পেটে ভক্ষণ করলে স্থান শক্তি বৃদ্ধি পাবে।

○ **رَبِّ زَوْنِي عَلِمًا -**

○ **وَعَلِمْنِي مِنْ لَدُنْنِي عَلِمًا -**

○ **هَلْ أَتَبْعُكَ عَلَى أَنْ تُعْلِمَنِي مَا عَلِمْتُ رُشْدًا -**

○ **رَبِّ اشْرَقْ لِي صَدْرِي وَسَيْرِلِي أَمْرِي -**

○ **سَنَقِرْنِكَ فَلَا تَنْسِي -**

○ **عَلَمَ الْإِنْسَانَ مَالَمْ يَعْلَمُ -**

○ **الرَّحْمَنْ عَلَمَ الْقُرْآنَ -**

○ ২ নং তদবীরের আয়াতসমূহের তাবিজ গলায় বা ডান হাতে বেঁধে রাখলে বিশেষ ফল লাভ হয়।

○ প্রত্যাহ একবার বিঝুটের উপর সূরা ফাতেহা লেখে খাবে। এভাবে চাল্লাশ দিন আমল করলে স্থান শক্তি বৃদ্ধি পায়।

জিন সংক্ষিপ্ত তদবীর

মানুষের মধ্যে যেমন ডান মন্দ আছে, জিনের মধ্যেও তদ্বপ্র আছে। জিন থেহেতু আগনের তৈরী এবং অদৃশ্যমান, তাই মন্দ জিনরা এ সুযোগে মানুষের অনেক ক্ষতি সাধন করতে পারে।

পক্ষান্তরে অনেকে আবার মানুষের নানাঙ্গপ রোগ-ব্যাধি দেখেই তা জিনের আছর বা জিনের ক্ষতি রলে ধরে নেয়। যেমন মৃগী, সন্ম্যাস বা নব প্রসৃতির নানাঙ্গপ লক্ষণ এবং মস্তিষ্ক বিকৃতি দেখেই তাকে জিনের আছর বলে এবং যথাযথ চিকিৎসা না করে জিন তাড়ানোর তদবীর করে। এতে রোগ আরোগ্য হয় না। জিনের তদবীর অত্যন্ত অভিজ্ঞ আলেম দ্বারা করানো উচিত।

জিন পরীক্ষা ও শার্জিয়া

প্রকৃতপক্ষে জিনের রোগী কিনা তা বুঝার জন্য রোগী যখন দৃষ্ট থাকে তখন নিম্নের তাৎক্ষণ্য লেখে রোগীর ডান হাতের মধ্যমা ও অনাধিকা আঙ্গলদহয়ের মধ্যে ধরবে। রোগী নিজেনে চার জানু অবস্থায় বসে থাকবে। জিনের রোগী হলে আল্লাহর মর্জিজ জিন থেকানেই থাহুক এসে হাজির হবে। আসার সাথে সাথেই রোগী বেহশ হয়ে যাবে। এ তাবাজ দ্বারা দুটি কাজ হয়। পরীক্ষাও হয় জিনও হাজির কর্য যায়।

৭৮৬

ب	و	দ	ب
ب	د	و	ح
و	ح	ব	দ
দ	ব	হ	ও

○ সূরা ফাতেহা, আয়াতুল কুরসী ও চার প্রত্যেকটি সাত বার করে পড়ে রোগীকে একেক বার দম করবে। জিনের রোগী হলে ক্ষেপে উঠবে। তা না হলে কোনোক্ষণ লক্ষণ দেখা যাবে না।

○ নিম্নের তাৎক্ষণ্য লেখে রোগীর মাথার চুলে বেঁধে দিলে জিন হাজির হয়।

الله	موصى شر	فواقدل	الدلوعو	حلول
الله	علوشعر	عوهد	عرحادحان	فرلعر
الله	علوشعر	وارعون	عرهروشد	عون ف
الله	علوشعر	عون شر	عرحا	عون عنون
الله	علوشعر	عون شر	عرحا	عون عنون

জিন আটক করা

○ পাঁচ হাত কাইতন পাকিয়ে দিশ্প করবে। অতঃপর নিম্নের আয়াত ২৫ বার পড়ে পঁচিশটি গিরা দিবে এবং ছুপে ছুপে তাড়াতাড়ি রোগীর বাম হাতের বাজুতে পড়া কাইতন শক্ত করে দেবে দিবে।

إِنَّمَا يَكْتُنُونَ كَيْنًا وَأَكْيَنَدَ كَيْنًا فَتَهْلِ الْكُفَّارِ إِنَّهُمْ رُؤْيَا.

অতঃপর নিম্নের আয়াত পড়ে একবার কুমাল দিয়ে ঐ বক্স ঢেকে দিবে দেল রোগী বক্স স্পর্শ করতে ন পারে। এতে জিন আর কোন মতেই পলায়ন পারবে ন।

فَأَلْقُنَا جَبَاهُمْ وَعَصَمَيْهِمْ وَنَالُوا بِعْرَةً فَرَعَوْنَ إِنَّا لَتَخْنُ
الْغَلِيلَوْنَ إِنَّا إِلَى رِسَاتِنَا لَمْنَقِلِيْوْنَ .

○ জিন রোগীর শরীরে প্রবেশ করলে একটি চাকুর উপর তিন বার নিম্নের দোয়া পড়ে দম করবে এবং তা দ্বারা মাটিতে একটি সোল দাগ দিলে জিন আর পলায়ন করতে পারবে ন। দোয়াটি এই—

لَا إِلَهَ إِلَّا اللَّهُ كَرِهْ بِاَكْرَهْ هَزَارْ هَزَارْ حَسَارْ بَادْ مُحَمَّدْ رَسُولُ اللَّهِ
كَرِدارْ حَسَارْ بِسْمْ فَقَلْ لَا إِلَهَ إِلَّا اللَّهُ مُحَمَّدْ رَسُولُ اللَّهِ صَمْ بِكُمْ
عُمَّقْ فَهُمْ لَا يَرْجِعُونَ .

○ জিন হঠাৎ হাজির হলে যদি তাড়াতাড়ি চাকু বা ছুরি পাওয়া না যায় তবে তিন বার পর্যন্ত পড়ে রোগীর দু'হাতের কঞ্জ চেপে ধরবে এবং শাহাদাত আঙ্গুল ঘূরিয়ে একজিতে দায়েরা দিবে। দু'পায়ের টাখনুতেও একজপ করবে। এতে জিনের শক্তি বাহিত হবে এবং যে তাবে ইচ্ছা শান্তি দিতে পারবে।

○ অবাধে জিন জোরাজুরি করতে চাইলে আমলকারী সূরা জিনের প্রথম হতে পর্যন্ত তিন বার পড়ে রোগীর দু'হাতের কঞ্জ চেপে ধরবে এবং শাহাদাত আঙ্গুল ঘূরিয়ে একজিতে দায়েরা দিবে। দু'পায়ের টাখনুতেও একজপ করবে। এতে জিনের শক্তি বাহিত হবে এবং যে তাবে ইচ্ছা শান্তি দিতে পারবে।

জীৱ ভাস্তুৱোয় পদ্ধতি

আমলকাৰী বিচক্ষণ হলে প্ৰথমেই জীৱকে শাস্তিৰ ব্যবস্থা না কৰে সহজভাৱে তাৰিয়ে দেয়াৰ ব্যবস্থা কৰব। আৰ তা সম্ভাৱ না হলে জীৱ হাজিৰ কৰে তাৰ আৰ্থীয় হজন ও সৱদাৱেৰ নিকট সোপৰ্দ কৰে দেবে এবং অঙ্গীকাৰ নিবে মেন আৰ ৱেগীকে আক্ৰমণ না কৰে। এৱপ না কৰে সৱাসিৰ শাস্তি দিল শোষে বৰ জীৱ এৰ্কত্বত হয়ে হামলা চালালে বিগদেৰ সম্ভাৱনা থাকে।

১) বিনা পৰীক্ষায় বা পৰীক্ষায় জীৱ সাৰ্বত্ব হলে প্ৰথমে তাকে অঙ্গীকাৰ কৰে মেতে বলব। এতে চলে গেলে বড়ই নিৱাপদ।

২) সহজে চলে না গেলে এক বোতল পানিতে সূৱা জীৱেৰ প্ৰথম থেকে পঁচ আয়াত পৰ্যন্ত পড়ে দয় দিয়ে সে পানি খুব জোৱে ৭/৮ বাৰ ৱেগীৰ চোখে মুখে মাৰব। এতে ৱেগী স্বেচ্ছায় চক্ৰ বক্ষ কৰে আঙুল দ্বাৰা কোন দিকে ইশাৱা কৰবে। নতুৱা আৱাৰ ও সজোৱে পানি মাৰতে থাকবে। তাৱপৰ সে হয়তো ইশাৱা কৰবে অথবা মুখে বলবে— ঐ দিকে গেল, তখন সে দিকে আৱো কিছু পৰ্ব মাৰলে জীৱ যদি ভল হয়, তবে আৰ আসবে না।

৩) আৰ যদি জীৱ অসৎ হয় এবং পুনৰায় আক্ৰমণ কৰে তবে আসহাৱে কঢ়ক অথবা নিম্নেৰ নকশাৰ তাৰিজ লেখে ৱেগীৰ চোখেৰ সামনে ধৰবে। হয়তো সে দেখতে চাইবে না, তখন জোৱ কৰে চোখ খুলে তাৰিজ দেখাবে। এতে জীৱ ছেড়ে যাবে। অতঃপৰ তাৰিজটি মাদুলিতে তৰে ৱেগীৰ গলায় বেঁধে দিবে। (আসহাৱে কাহফেৰ নাম, জৰুৱী আয়াত ১৩ নং দ্রঃ)

৪৮১

৮	৬	৬	২
২	৬	৬	৮
৬	৮	২	৬
৮	২	৮	৬

৪) চেহেল কাফ তিন বাৰ পড়ে সৱিষাৱ তেন্তে দয় কৰতঃ ৱেগীৰ উভয় কানে ও চোখে দিলে জীৱ অস্তিৰ হয়ে চিৰকাৰ শুলু কৰবে এবং অল্প সময়েৰ মধ্যে ৱেগীকে ছেড়ে চলে যাবে। (চেহেল কাফ জৰুৱী আয়াত ১৪ নং দ্রঃ)

লজ্জাতন্ত্রে তাৰিজেৰ কিতাব

১) ছুৱি বা লোহা দ্বাৰা ৱোলীৰ নিকট শয়তানেৰ দু'একটি কা঳ুনিক মুষ্টি আৰকবে এবং কনিষ্ঠা আঙুল পৰিমাণ মোটা দেড় হাত লয়া একটি ডালিমেৰ ডালে নিম্নেৰ তাৰিজটি লেখে সে ডাল দিয়ে মুষ্টিৰ উপৰ প্ৰাহাৰ কৰলে জীৱ চিৰকাৰ কৰবে এবং যা জিজ্ঞাসা কৰবে তাৰ উত্তৰ দিবে। এভাবে কিছুক্ষণ আমল কৰতে থাকলে জীৱ ৱেগী ছেড়ে পলায়ন কৰবে।

مَهْرٌ سَعْنَا عَلَيْهِمْ لَا لَا يَعْبُ طَطْعُوشْ شِيلَاطِيلَوشْ
بِهِ كَعْمَهْلَاحْ حَجَجْ حَجَجْ قَطِيعَهَا سَيْقَطْهَا عَمْلِبْ
سَقْطِيعَ صَمَمْ . بِكَهْلْ كَمَهْلِيَطْ لِسَلِيمَا فَصَبَّ عَلَيْهِ
رَيْدَ سَوْطَ عَذَابٍ إِنْ رَيْدَ لِبَالْمِرَصَادَ تَوْكِلْ يَامِنْ سِيَاطَ عَدَدُ
اللَّهُ هَذَا .

২) বিসমিল্লাহ আয়াতুল কুৱসী এবং নিম্নেৰ আয়াত সাত বাৰ কৰে লেখে দুয়ো ৱেগীকে থাওয়ালে জীৱ ছেড়ে চলে যাবে।

وَلَقَدْ قَاتَ مَلِئِينَ وَالْقَيْنَ عَلَى كُرْسِيِّ جَنَانَ أَنَّابَ .

৩) জীৱেৰ ৱোলীৰ কানে ৭ বাৰ আয়াত এবং সূৱা কাতেহা, কালাক, নাল ও সূৱা তাৱেক একবাৰ অতঃপৰ আয়াতুল কুৱসী ও সূৱা হাশেৱেৰ শেষ চার আয়াত পড়ে ফুঁক দিবে। এতে জীৱ জলে যাবে।

خَيْرٌ أَمْرَأٌ حَمِيمٌ الْرَّاجِيُّونَ
৪) জীৱ স্বেচ্ছায় কানে জোৱে জোৱে পৰ্ব পৰ্ব পড়ে (উন্নাদ ৱেগ দ্রঃ) ফুঁক দিলে জীৱেৰ খুব কষ্ট হতে থাকে। ৱেগীৰ কাছে বনেও এ আয়াত পাঠ কৰলে জীৱেৰ গাত্রদাহ শুলু হয়। জীৱেৰা এ আয়াতকে খুব ভয় কৰে।

৫) পূৰ্ব সূৱা জীৱ ৭ বাৰ পড়ে পানিতে দয় কৰে পানি ৱেগীৰ মুখে ছিটিয়ে দিলে সে কঢ়া ওনতে বাধা হবে।

৬) ৩৩ আয়াত পড়ে ৱেগীকে দয় কৰলে জীৱ পলায়ন কৰবে। পানিতে পড়ে ছিটিয়ে দিলে তথায় জীৱ ও শয়তান থাকতে পাৰে ন। (৩৩ আয়াত পৰ দেখুন)

৭) জীৱ ৱেগীৰ শৰীৰে চুকলে চোখ বক্ষ হয়ে যাব এবং খেলা বড়ই মুশকিল হয়ে পড়ে। কিন্তু পুৱতন ৱেগী হলে চক্ৰ বক্ষ নাও হতে পাৰে। যখন বুৰাবে জীৱ ৱেগীৰে ভিতৰ চুকলে, তখন নিম্নেৰ তাৰিজটি ও বক্ষ কাগজে লেখে পৃথকভাৱে

বাদাম কিংবা সরিষার তেলে ভিজিয়ে পোড়াবে এবং উক্ত ধোয়া রোগীর নাক দিয়ে ডিতরে প্রবেশ করাবে। তখন জিন চিক্কার করে উঠবে এবং ছেড়ে যেতে বাধ্য হবে।

তাবিজটি এই—

فَرَعُونَ بِى عَرَنْ هَامَانْ شَرْمَسَارْ عَادْ نَسْرَوْدَ اَبْلِيسْ كُلُّهُمْ فِى
النَّارِ حِجَّمْ جَهَنَّمْ سَعِيرْ سَقَرْ لَظِى حُطَمَةْ هَارِيَةْ دُرَزْ أَشَرْ .

٨١	٢٥٥٩	١	٢٥٦٢	١١
٢٥٦١	١٢	١	٧	١٢٥٦
٣١	٢٥٦٤	١	٢٥٥٧	١٦
٢٥٥٨	١	٥	١	٤
				٢٥٦٣

○ নিম্নের তাবিজটি তিন খণ্ড কাগজে লেখে পৃথকভাবে তুলা বা কাপড়ের টুকরা দিয়ে পলিতা বানাবে এবং আগুনে লাগিয়ে ধো রোগীর নাকে লাগাবে। একদিন পর পর জ্বালাবে। এতে জিন দূর হয়।

٦	١	٨
٧	٥	٣
٢	٩	٤

○ তিন হাত লম্বা, দুহাত চওড়া সাদা পাক কাপড় দিয়ে লসাতে পাঁচটি পলিতা বানাবে এবং প্রত্যেক পলিতার উপর তিন বার করে নিম্নের দোয়া পাঠ করে সঙ্গীরে দম করবে। অতঃপর সরিষার তেলে মেখে পলিতা জ্বালিয়ে রোগীর নাকে ধোয়া দিবে। এতে জিন কঠিন শাস্তি পেয়ে পালাবে।

بِسْمِ اللَّهِ الَّذِي لَا يَبْرُرُ مَعْصِمَةَ شَنِّي فِي الْأَرْضِ وَلَا فِي السَّمَاءِ
وَهُوَ السَّمِيعُ الْمُلِيمُ .

○ উপরের যে কোন আমল ঘারা যদি জিনকে বশ বা জন্ম করা না যায়, তবে নিম্নের তাবিজটি কাগজে লেখে কাগজটি লম্বা ভাঁজ করে বাদাম তেলে মেখে তা

হাতে না ধরে লোহার দস্তানা ঘারা ধরে রোগীর নাক বরাবর অর্ধ হাত মীচে রেখে আগুনে জ্বালাবে। এভাবে যতটি তাবিজ পোড়াবে ততটি জিন জ্বলে যাবে।

فَرَعُونَ هَامَانْ قَارُونَ نَسْرَوْدَ اَبْلِيسْ كُلُّهُمْ فِى النَّارِ وَاحْوَانِهِمْ
وَاحْسَابَهُمْ .

○ জিন অবাধ হলে কিংবা কাউকে ডাকতে বলায় না ডাকলে সূরা জিন সম্পূর্ণ পড়ে পানিতে দম করে এই পানি সঙ্গীরে রোগীর চোখে মুখে মারবে, তখন সে বাধ্য হয়ে যাবে।

○ নিরের আয়াত ৩ বার পড়ে দেড় হাত লম্বা ডালিম গাছের ডালে ফুঁক দিয়ে তা ঘারা রোগীকে আত্মে আত্মে ঝুর ঘন ঘন পিটালে জিন পলায়ন করবে।

إِنَّ الَّذِينَ فَتَحُوا الْمُؤْمِنِينَ وَالْمُرْسَلِينَ كُمْ لَمْ يَتُزَوِّدُوا كُلُّهُمْ عَذَابَ
جَهَنَّمَ وَلَهُمْ عَذَابٌ أَعْرِقَ .

○ জিন রোগীর বা অন্য কারো হাত ডেকে ফেললে সূরা জিন সম্পূর্ণ পড়ে পানিতে দম করবে এবং সে পানি ঘারা হাত ধূয়ে দেবে এবং পানি পান করবে।

○ জিন রোগীর চক্ষুর ক্ষতি করলে একবার আয়াতুল কুরসী ও সূরা সাফাফাতের প্রথম পাঁচ আয়াত (জরুরী আয়াত দ্রঃ) পড়ে চক্ষুতে দম দিবে। এভাবে পড়ে পানিতে দম করে রোগীকে পান করাবে এবং চক্ষু ঘোত করাবে। ষেতে চন্দন ঘষে চক্ষুর চার পাশে প্রলেপ দিবে।

○ জাঘত বা ঘূমত অবস্থায় জিন রোগীকে তয় দেখালে রোগীকে বক্সের ডিতর রাখবে।

বক্সের নিয়ম এই : কোন লোক দিয়ে সূরা ইয়ামান, সূরা সাফাফাত, সূরা ইউনুস, সূরা জিন এবং **أَنْجَحِيْسِمْ** হতে শেষ পর্যন্ত আয়াত পড়তে থাকবে। আমলকারী তিন হাত লম্বা ৪০ মাল সূতায় ৪০০ শিরা দিবে। শিরা মেরার সহর নিম্নোক্ত আয়াত পড়ে দম করবে। অতঃপর তা পাকিয়ে রোগীর গলার রেখে দিবে।

اَنْهُمْ يَكْسِبُونَ كَيْنًا وَآكِيدُ كَيْدًا فَسَهَلَ الْكُفَّارُ اَمْهَلُهُمْ
رُوْجَنًا .

○ জিনের রোগী অত্যন্ত তয় প্রাপ্ত হলে নিম্নের তাবিজটি তার গলায় বেঁধে দিবে।

الآنَ أَوْلِيَاءُ اللَّهِ لَا خَوْفٌ عَلَيْهِمْ وَلَا هُمْ يَحْزَنُونَ . الَّذِينَ
أَمْتَزَوا كَانُوا يَتَّقُونَ لَهُمُ الْبَشَرُ فِي الْعَيْنَةِ الدُّنْيَا وَفِي
الْآخِرَةِ لَا يَتَدَبَّرُ لِكَلِمَاتِ اللَّهِ ذَلِكَ هُوَ الْفَزَرُ الْعَظِيمُ وَصَلَّى اللَّهُ
عَلَى النَّبِيِّ وَلَمْ يَسْلِمْ .

মিকানিল উ			
১৬	১৯	২২	২১
২১	১৫	৯	২০
১১	২৪	১৭	১৪
১৭	১২	১২	২২

عِزِيزِيَّلِ عَاصِمِيَّلِ مُحَمَّدِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ اسْرَافِيلِ ع

১১১১ অঁ ১১১১

○ রোগী যখনই জীবন দেখতে পাবে, তখনই পড়বে এতে দুষ্ট জীবন তৎক্ষণাত্মক পলায়ন করবে।

○ নিম্নের তাবিজটি লেখে রোগীর গলায় বেঁধে দিলে তার শরীর বক হয়ে যাবে। জীবন, যদু বা অন্য কিছুই তার শরীরে তাহিস করতে পারবে না।

৭৮৬

হ	ও	দ	ব
ব	দ	ও	হ
ও	হ	ব	দ
দ	ব	হ	ও

৫১১১ ১১১

وَصَلَّى اللَّهُ تَعَالَى وَلَمْ يَسْلِمْ

লজ্জাতন্মেছা তাবিজের কিতাব

○ বিসমিল্লাহসহ নিম্নের তাবিজটি লেখে ছেট শিশুর গলায় বেঁধে দিলে জীবনের আছর হতে নিরাপদ থাকবে।

أَعُوذُ بِكَلِمَاتِ اللَّهِ التَّامَاتِ مِنْ شَرِّ كُلِّ شَيْطَانٍ وَعَمَّةٍ وَعَيْنٍ
أَمْمَةٍ تَحْصَنَتْ بِحَضْنِ الْفِلِّ لَا خَوْفٌ لَا قُوَّةٌ إِلَّا بِاللَّهِ الْعَلِيِّ
الْعَظِيمِ وَصَلَّى اللَّهُ عَلَى النَّبِيِّ وَلَمْ يَسْلِمْ .

○ জীবন দাঢ়াবার পর নিম্নোক্ত তাবিজটি রোগীর গলায় বেঁধে দিবে।

بِسْمِ اللَّهِ الرَّحْمَنِ الرَّحِيمِ بِسْمِ اللَّهِ الرَّحْمَنِ الرَّحِيمِ

بِسْمِ اللَّهِ الرَّحْمَنِ الرَّحِيمِ

৮	১১	১৪	১
১৩	২	৭	১২
৩	১৬	৯	৬
১০	৫	৪	০১

ذَلِكَ تَحْفِيقٌ مِنْ رَبِّكُمْ وَرَحْمَةً

فَمَنْ أَغْنَى بَعْدَ ذَلِكَ فَلَمَّا عَذَابَ إِيمَانِ

কামান কামান ১১১

○ একটি বড় তামার মাদুলি নিয়ে প্রথমে সূরা জীবন একবার পড়ে তাতে দম করবে। অঙ্গপর ১২টি তামার মাদুলি নিবে। প্রতোক্তির উপর সূরা জীবন পড়ে দম বড় তামার মাদুলিতে ভরে রোগীর গলায় বাঁধবে।

বাড়ী বন্ধকরণ ও তার নিয়ম

যখন তাবিজ তদবীর দ্বারা কোনরূপ কর্য উকার হয় না, তখন রোগীকে বক্সের তাবীজ বাবহার করতে দিবে। সাথে সাথে রোগীর বাড়ীও বক করতে হবে।

আদি ও আসল লজ্জাতন্মেছা তাবিজের কিতাব-৬

বাড়ী বক্স করণের নিয়ম : আট দশ আঙ্গুল পরিমাণ চারটি ডানিস বা তারকাটির লোহা নিবে। প্রত্যেকটির উপর নিম্নের আয়াত ২৫ বার করে পড়ে ফুঁক দিবে। আয়াত এই—

إِنَّهُمْ يَكْبِدُونَ كَثِيرًا وَأَكْبِدُ كَيْدًا فَمَهِلْ الْكُفَّارُنَ أَمْلَهُمْ
مُؤْنَثًا .

অতঃপর চারটি অঙ্গ পোড়া বা কাঁচ মাটির ঢাকনা (সরা) নিবে।

প্রথম সরার ভিতর দিকে বিসমিল্লাহসহ নিম্নের দেয়া লেখবে—

اللَّهُمَّ صَلِّ عَلَى مُحَمَّدٍ وَآلِهِ وَسَلِّمْ جِبْرِيلَ عَنْ يُشَبَّهَ اللَّهَ
الَّذِينَ أَمْنَتُوا بِالْقُوَّةِ الشَّابِطَ فِي الْحَيَاةِ الدُّنْيَا وَفِي الْآخِرَةِ
رَبِّ الْلَّهِ الظَّلِيمِينَ وَنَفْعُ اللَّهِ مَا يَشَاءُ .

দ্বিতীয় সরাতে লেখবে—

اللَّهُمَّ صَلِّ عَلَى مُحَمَّدٍ وَآلِهِ وَسَلِّمْ مِثْكَانِيْلَ عَنْ لَهِ مَا
سَكَنَ فِي التَّبِيلِ وَالنَّهَارِ وَهُوَ الشَّمِيعُ الْعَلِيمُ .

তৃতীয় সরাতে লেখবে—

اللَّهُمَّ صَلِّ عَلَى مُحَمَّدٍ وَآلِهِ وَسَلِّمْ إِشْرَافِيْلَ عَنْ قَلْمَنْ
يُكْلُؤْكُمْ بِالْتَّبِيلِ وَالنَّهَارِ مِنَ الرَّحْمَنِ بِلَهُمْ عَنْ ذِكْرِ رَبِّهِمْ
مُغَرِّضُونَ .

চতুর্থ সরাতে লেখবে—

اللَّهُمَّ صَلِّ عَلَى مُحَمَّدٍ وَآلِهِ وَسَلِّمْ عَزْرَافِيْلَ عَنْ
فَسِيكِيفِكِهِمِ اللَّهُ وَهُوَ الشَّمِيعُ الْعَلِيمُ .

অতঃপর চারটি মাটির পাতিল নিয়ে তার মধ্যে তারকাটা চারটি রেখে পাতিলের মুখে ঐ লিখিত সরা চারটি দিয়ে রাখবে এবং চার জন আলেম দ্বারা বাড়ীর চার কোণে চারটি গর্ত খুন্দে তার মধ্যে গেড়ে রাখবে। (পাতিলের পরিবর্তে বোতলও ব্যবহার করা যায়।)

সূরা ইয়াসীন, সূরা জিন, সূরা মুজাফিল একবার করে পড়বে। অতঃপর এক জগ পানিতে ৩৩ আয়াত পড়ে দম করবে এবং সাথে পরিমাণ মত পানি মিশিয়ে বাড়ীর চারদিকে ও অভ্যন্তরের সব স্থানে ছিটাবে।

পানি ছিটানো ও আয়ান দেয়া এক সাথে আরঙ্গ করবে এবং পাতিলগুলো গর্তের মধ্যে বিসমিল্লাহ ও আয়াতুল কুরসী পড়ে রাখবে।

উল্লেখ্য, যত জায়গা বক্স করবে তার মধ্যে এক বিঘত জায়গায়ও যেন পানি ছিটানো বাকী না থাকে। এরপর আলেম সাহেব বক্সের ভিতর বসে মনোযোগ সহকারে একবার দেয়ায়ে জেজুরুল বাহার পড়ে আল্লাহর দরবারে প্রার্থনা করবেন। রোগীকে বেশ কিছু দিন এই বক্সের মধ্যে অবস্থান করতে হবে।

রোগী যে ঘরে রয়েছে সে ঘর অনুযায়ী মাটি কিংবা কাগজের উপর একটি নকশা অঙ্কন করবে। অর্থাৎ ঘরটি গোল হলে নকশা ও গোল হবে। অতঃপর নিম্নের আয়াত একবার পড়ে নকশার মধ্যে ফুঁক দিবে।

فَأَلْقُوا حِبَالَهُمْ وَعَصِبِهِمْ وَقَالُوا بِعَزَّةِ فِرْعَوْنَ إِنَّا لَنَحْنُ
الْعَالَمُونَ فَأَلْقَى مُوسَى عَصَاهُ فَإِذَا هِيَ تَلْقَفُ مَا يَأْفِكُونَ فَأَلْقَى
السَّحْرَةُ سَاجِدِيْنَ فَأَلْقَا مَنَّا أَمْنَى بِرِبِّ الْعَالَمِيْنَ رَبِّ مُوسَى وَهَارُونَ
وَقَالَ أَمْنَتُمْ لَهُ قَبْلَ أَنْ أَذْنَ لَكُمْ إِنَّهُ لَكَبِيرُكُمُ الَّذِي عَلِمَكُمْ
السِّحْرَ فَلَسْرَقَ تَعْلَمُونَ لَا قَطَعَنَ اِبْدِيْكُمْ وَأَرْجَلَكُمْ مِنْ
خِلَاقِ وَلَا وَصِلَبَتَكُمْ أَجْمَعِيْنَ قَالُوا لَا يُغَيِّرَ إِنَّا إِلَى رَبِّنَا
مُنْتَقِبِيْنَ إِنَّا نَظَمَّ أَنْ يُغَيِّرَنَا رَبُّنَا خَاطَبَنَا إِنْ كُنَّا أَوَّلَ
الْمُؤْمِنِيْنَ .

অতঃপর সম্ভব হলে সূরা জিন, সূরা ইউনুস, সূরা ইয়াসীন, আয়াতুল কুরসী একবার করে পড়বে। শধু শধু সাত বার, শধু শধু সাত বার, শধু শধু সাত বার পড়ে ফুঁক দিবে।

যাদুক্রিয়া নষ্ট করার তদবীয়

অনেক জিন বা মানুষের মাধ্যমে যাদু করা হয়। ফলে আমলকারীর আমলও কার্যকর হয় না। যাদুর ক্রিয়া দূর করার জন্য নিম্নের আয়াতসমূহ এবং একটু আগে উল্লেখ করা নকশার উপর ফুঁক দেয়ার আয়াতসমূহ পাঠ করে পানি কিংবা মাটিতে দম করে তা গোপীর চার দিকে ছাড়িয়ে দিবে। কিছুটা গোপীর গায়েও দিবে।

**فَلِمَّا أَقْوَى قَالُوا مُوسَى مَاحِشْتُمْ بِهِ السَّحْرَنَ اللَّهُ
كَبُّشْتُمْ لَهُ إِنَّ اللَّهَ لَا يَصْلِعُ عَمَلَ الْمُفْسِدِينَ وَأَرَادُوا بِهِ كَيْدًا
فَجَاهُوكُلُّهُمُ الْآخِرِينَ هُنَالِكَ الْمُبَطِّلُونَ أَعْمَالُهُمْ كَسَابِ
يَقِعُونَ بِهِنْجَبَةِ الظَّهَانَ مَا كَيْدَيْهُنَّ إِذَا جَاءَهُ لَمْ يَجِدْهُ شَيْئًا
فَوَقَعَ الْحَقُّ وَطَطِلَ مَا كَانُوا يَعْمَلُونَ فَتَغْلِبُوا هُنَالِكَ
وَأَنْقَلَبُوا ضَغِيرِينَ وَقُلْ جَاءَ الْحَقُّ وَرَهَقَ الْبَاطِلُ إِنَّ الْبَاطِلَ
كَانَ زَهْرَقًا .**

এরপর সময় তাবিজের ক্রিয়া নষ্ট করে ফেলা হয়। কিন্তু নিম্নের তদবীয় করা হলে তা নষ্ট করতে পারবে না। তা এই— খাটি ঝুপার একটি আংটি তৈরী করে নিবে। শেষ রাতে (বৃহস্পতিবার হলে ভাল হয়) ওয়ু করে দুরাকাত নফল নামায পড়ে আংটির মিনার উপর আউয়ু বিলাহ ও বিসমিল্লাহ লেখবে। মিনা ছোট হলে ৭৮৬ (অংক) লেখবে। অতঃপর সূরা ইয়াসীন সাত বার, সূরা ছাফফাত দুই বার, আয়াতুল কুরসী ১০ বার পড়ে দে মিনার উপর দম করবে। অতঃপর ভোরেই আংটি যে কোন রং দিয়ে রঙিন করে নিবে। এরপর আংটি হাতে থাকলে মানুষ ও জীবের কোন প্রকার যাদু চলবে না। এ তদবীয় বহুল পরিষিক্ত।

শিস্ম ল্লাহ দ্বারা লাইসেন্স প্রদত্ত।

উপরোক্ত আয়াতগুলো মাটির পাতিলে দ্রোতের পানি নিয়ে পড়বে এবং গোগীকে সাত দিন পর্যন্ত সে পানি দিয়ে পোসল করবে। গোসল করানো সম্ভব না হলে অন্ততঃ হাত মুখ ধুইয়ে কিছু পানি পান করবে। এতে যাবতীয় যাদুক্রিয়া নষ্ট হয়ে যাবে। এ পানি বাঢ়ি-ঘরে ছিটায়ে দিলে মাটির নীচে দাফনকৃত যাদুর ক্রিয়া দূর হয়ে যাব।

০ কারো বাড়ীতে কেউ যাদুর জিলিস পুঁতে রাখলে সূরা শোয়ারা সম্পূর্ণ লেখে, একটা সাদা ম্যুরগের গলায় বেধে দিলে যাদুর স্থানে গিয়ে সে আওয়াজ দিবে কিংবা পায়ের দ্বারা ঐ স্থান ঝুঁড়তে আরম্ভ করবে। তখন নিজেরা তা উঠিয়ে পূর্বোক্ত আয়াত পড়ে দম করবে এবং পুড়িয়ে পানিতে ফেলে দিবে।

লজ্জাতুন্নেছা তাবিজের কিতাব

○ যাদু গাঢ়ভাবে আছর করে ফেললে পাঁচ বার কাগজে লেখে বাম হাতের বাজুতে বেঁধে দিবে।

○ যাদুক্রিয়া নষ্ট করতে অন্য কোন তদবীয় কার্যকর না হলেও নিম্নের তদবীয় আলাহ পাকের রহমতে অবশ্যই ফলদায়ক হবে। তদবীয় এই— মেশক জাফরানের কালি দ্বারা নিম্নের দোয়া চীনা মাটির বরতনে লেখে সাত দিন ধুয়ে খাবে।

**سُبْحَنَ اللَّهِ سُبْحَنَ اللَّهِ وَعَظِيمَ اللَّهِ وَرَبِّ الْعَالَمِينَ
اللَّهُ وَيَطْعَمُ الْمُمْرِنَ وَكَبِيرَ الْمُمْرِنَ وَجَلَّ الْمُمْرِنَ وَكَبَّالَ اللَّهِ وَمِنْ
اللَّهِ وَلَا إِلَهَ إِلَّا اللَّهُ مُحَمَّدُ رَسُولُ اللَّهِ حَلَّبُونَ مَلِيُوسَ
مَنْطَوْسَ وَمَلِكُوتَمَانِسَ النَّارِ وَمَا ذَرَنَا دَرِنَا أَخْتُوسَ بِرَحْمَيِنَ
بِالْأَرْحَمِ الرَّجِيْلِينَ .**

○ যাদুর দ্বারা অনেক সময় তাবিজের ক্রিয়া নষ্ট করে ফেলা হয়। কিন্তু নিম্নের তদবীয় করা হলে তা নষ্ট করতে পারবে না। তা এই— খাটি ঝুপার একটি আংটি তৈরী করে নিবে। শেষ রাতে (বৃহস্পতিবার হলে ভাল হয়) ওয়ু করে দুরাকাত নফল নামায পড়ে আংটির মিনার উপর আউয়ু বিলাহ ও বিসমিল্লাহ লেখবে। মিনা ছোট হলে ৭৮৬ (অংক) লেখবে। অতঃপর সূরা ইয়াসীন সাত বার, সূরা ছাফফাত দুই বার, আয়াতুল কুরসী ১০ বার পড়ে দে মিনার উপর দম করবে। অতঃপর ভোরেই আংটি যে কোন রং দিয়ে রঙিন করে নিবে। এরপর আংটি হাতে থাকলে মানুষ ও জীবের কোন প্রকার যাদু চলবে না। এ তদবীয় বহুল পরিষিক্ত।

শরীর বন্ধ করার নিয়ম

○ এশার নামাযের বাদে তিন বার আয়াতুল কুরসী পড়ে হাতে ঝুঁক দিয়ে দু'হাত একত্র করতঃ পর পর তিন বার হাত তালি দিবে। এতে ইন্দ্রাল নিজের শরীর বন্ধ হয়ে যাবে।

○ তিন বার আয়াতুল কুরসী পড়ে দু'হাতে ঝুঁক দিয়ে এই হাতহাত মাথা হতে পা পর্যন্ত মুছে দু'হাতে পর পর তিন বার তালি বাজাবে। এতে শরীর বন্ধ হবে।

লজ্জাতুন্নেছা তাবিজের কিতাব ■

○ তিনি বার আয়াতুল কুরসী পাঠ করে উভয় হাতে দম করবে এবং প্রথম বার তা পাঠ করে দু'হাতে খুক দিয়ে যাথা হতে পা পর্যন্ত মুছে নেবে। মুছতে মুছতে পড়বে-

بَا حَكِيمٍ بَا كَرِيمٍ . بَا حَافِظٍ بَا حَفِظٍ . بَا نَاصِرٍ . بَا نَصِيرٍ .
بَا رَقِيبٍ . بَا وَكِيلٍ . بَا اللَّهُ بَا اللَّهُ بِحَقِّ كَمِيمَ حَمْسَقٍ .

বিটীয় বারও অনুকূপ মোছার সময় কালেমার পথে অশ্বে
আর তৃতীয় বার মোছার সময় কালেমার বিটীয়াশ্বে
পড়তে থাকবে। এভাবে সারা শরীর মুছে তিনি বার দু'হাতে তালি বাজাবে।

অবৈধ প্রাপ্ত বিছেদের জন্য

○ একটি নতুন মাটির পাতিল ঢাকনাসহ সামনে রেখে সূরা ইয়াসীন সম্পূর্ণ পাঠ করবে এবং প্রত্যেক শুধীন পর্যন্ত পড়ে ঢাকনা উচ্চিয়ে পাতিলের ভিতর দম করবে। এ সময় মনে মনে অবৈধ প্রণয়কারীর নাম উচ্চারণ করবে। অতঃপর কোন কৌশলে পাতিলটি অবৈধ প্রণয়কারীদের মাঝামনে নিয়ে হঠাতে ডেন্দে দেবে।

○ উভয় দ্বিতীয় নতুন বা পুরাতন পরিদেয়ে বস্ত্রের দু'টি টুকরা সংযোগ করত; বিজোড় সংখ্যায় কয়েক বার নিম্নোক্ত আয়াত ও দোয়া পাঠ করে উভয় কাপড়ের টুকরায় দম করবে। অতঃপর উভয় টুকরায় তা সেথাবে। অতঃপর টুকরা দুটি পৃথকভাবে ভাঙ করে দুটি পুরাতন কবরের মাঝামনে পৃথক পৃথকভাবে মাটিতে পাহাড়বে। কিন্তু কবরস্থের লোক যেন প্রণয়কারীদের আপন বা পরিচিত লোক না হয়।

আয়াত এই-

بِأَيْمَانِ الَّذِينَ أَمْنَى أَوْفَى بِالْعُمُودِ أَجْلَتْ لَكُمْ
إِلَّا مَا يَشْتَلِي عَلَيْكُمْ غَيْرَ مَحْلِي الصَّيْدِ وَأَنْتُمْ حُرُّونَ
يَحْكُمُ مَا يُرِيدُونَ .

লজ্জাতুন্নেছা তাবিজের কিতাব

দোয়া এই-

اللَّهُمَّ يَعْلَمُ هَذِهِ الْأَيْمَةَ أَمْسَحِ الرَّزْنَا وَالرَّزْنَعَ مِنْ قَلْبِ فَلَانِ بْنِ
فَلَانِ فَإِنَّكَ فَعَالَ لَنَا يَسَّأَةً وَأَنْتَ أَرْحَمُ الرَّاحِمِينَ .

উল্লেখ্য- ফ্লান বন ফ্লান- এর স্থানে পুরবের নাম ও তার পিতার নাম এবং নাদীর নাম ও তার মাতার নাম সেথাবে।

পরম্পরাগত ঘাসী বা স্লীকে ফিরিয়ে আনার উপায়

ব্রহ্মাব নষ্ট লোকটি যখন নিন্দা যাবে, তখন তার প্রতিপক্ষ ব্যক্তি দুর্বল ব্যক্তির শিয়ারে বসে “بَارِلَى إِيরায় ওয়ালিয়” ছপে ছপে এক হাজার বার পাঠ করবে। প্রতি একশ’ বার পাঠ করার পর লালাটে এক বার দম করবে। আল্লাহ পাকের রহমতে উদ্দেশ্য সম্পন্ন হবে।

যারানো বন্ধু কিয়ে পাওয়ার উপায়

○ কোন ভিনিস হারিয়ে গেলে নিরোজ দোয়া পাঠ করে তা তালাশ করলে আল্লাহ পাকের রহমতে কেবলত পাওয়া যাবে।

আয়াত এই-

اللَّهُمَّ جَامِعَ السَّارِ لِيَرْمُ الجَمْعَ لَأَرِتَنِي إِجْمَعَ بَيْنَ
فَلَانِ وَبَيْنَ مَنَاعِهِ فَلَانَ شَيْءٌ إِنَّكَ لَا تَخْلِفُ الْمِيعَادَ .

○ একটি কদুর পুরাতন খোলের উপরিভাগে বুক করে তার মরো পোকাকুর করে নিয়ের আয়াত এবং বৃক্ষের বাটিরে দারানে দ্রবের নম ও তার মালিকের নম সেথাবে। অতঃপর কচুর বেলটি সাদা পুরাতন কাপড় দ্বা পেঁচিয়ে কন্দীন জলে মাটির নীচে পেড়ে রাখবে। আল্লাহ পাকের রহমতে যাজ সেবত পাওয়া যাবে।

আয়াত এই-

فَلَمَّا أَنْتَنَا مِنْ دُونِ اللَّهِ مَا لَا يَنْفَعُنَا وَلَا يَنْرُدُ عَلَى
أَعْقَابِنَا يَعْلَمُ إِذَا مَدَانَ اللَّهُ كَلْبَنِي اشْكَهُونَهُ الشَّيْطَنُ فِي
الْأَرْضِ حَسِرَانَ لَهُ أَضْحَبَ بَلَغَعَزَنَةَ إِلَى الْمَهْلَى إِنْتَنَا دَقْلَانَ هُنَّى
اللَّهُمَّ هَوَالْمَهْلَى وَأَمْرَنَا لِتَسْلِمَ لِرَبِّ الْعَلَمِينَ .

চোর ডাক্ত হতে ঘর রিয়াপদ রাখার উপায়

ঘরের মালিক রাতে নিদী ধারার পূর্বে পাক পবিত্র অবস্থায় ঘরের চার কোণে গিয়ে তিনি বার করে দরকাদ শরীফ ও তেরিশ বার নিম্নের দোয়া পাঠ করে ঘরের মধ্যে আসবে। অতঃপর বিছানায় তারে সাত বার পড়ে আল্লাহ পাকের নাম নিয়ে নিদী ধাবে। এতে শত চেষ্টায়ও কোন চোর ডাক্ত ঐ ঘরে প্রবেশ করতে পারবে না।

আয়াত এই-

تُوكِلْتُ عَلَى اللَّهِ حَسْبَنَا اللَّهُ نِعْمَ الْوَكِيلُ نِعْمَ الْمَوْلَى وَنِعْمَ النَّصِيرُ

চোর চেনার বিশেষ তদবীর

কারো কোন কিছু চুরি হয়ে গেলে, যে কোন রাতে এশার নামায়ের বাদে দু'রাক্যাত নফল নামায পড়ে **يَا حَمْرَأَ أَخْبِرْنِي** দোয়াটি একশবার পড়ে মেশক জাফরান কালি দ্বারা নিম্নের তাবিজ লেখে নিজের বালিশের নীচে রাখবে এবং পাক পরিষ্কার বিছানায় ডান কাতে কিবলামুখী হয়ে শয়ন করবে। আল্লাহ পাকের রহমতে নিদীয়োগে চোরের পরিচয় পাওয়া যাবে বা তার সাথে সাক্ষাৎ মিলবে। তাবিজ এই-

১৬	واحد	حبيب	ط
طبب	ي	حوا	درده
هو	٢٤	١٧	وهاب
حى	احد	وابع	طيب

চোর-ডাক্ত পলায়ন বক্সের উপায়

১ চোর-ডাক্তাতের চুরি ডাক্তি কালে ঘরের মালিক জেগে উঠে নিম্নের আয়াত শনে মনে দশ বার পড়ে দু'হাতে একটি তালি দিলে আপ্রাণ চেষ্টা সত্ত্বেও তারা পালাতে পারবে না।

লজ্জাতুন্নেছা তাবিজের কিতাব

আয়াত এই-

يَسْبَئِنَ إِنَّهَا إِنْ تَكْ مِثْقَالَ حَبَّةٍ مِنْ حَرَدَلٍ فَتَكُنْ فِي صَخْرَةٍ
أَوْ فِي السَّمَوَاتِ أَوْ فِي الْأَرْضِ يَأْتِ بِهَا اللَّهُ طَإِنَّ اللَّهَ لَطِيفٌ
خَبِيرٌ

০ সুরা ওয়াদোহা গোল আকারে কাগজে লেখে ঘরে ঝুলিয়ে রাখবে। যেখানে চুবি হয়েছে সেখানকার কোন গাছের সাথে ঝুলিয়ে বা বাঁশ পুঁতে তার মাথায় লটকিয়ে দিবে। এতে ইনশাআল্লাহ মাল ফেরত পাবে।

০ ঘুমাবার সময় একবার আয়াতুল কুরসী পড়ে ডান হাতের শাহাদাত অঙ্গুলি নিজের মাথার চার দিকে ঘুরাবে এবং এতে বাড়ী বা ঘর বক্সের নিয়ত করবে। আল্লাহ পাকের রহমতে এই বাড়ীতে চোর চুক্তে পারবে না।

প্লাতক ব্যক্তিকে ঘাজির করার তদবীর

প্লাতক ব্যক্তিকে হাজির করার জন্য নিম্নোক্ত তদবীর ফলদায়ক। সুরা ফাতেহাসহ নিম্নের আয়াতগুলো এক খও কাগজে লেখে তা এক টুকরা কাপড় দ্বারা আবৃত করবে। তারপর দুখানা পাথরের মধ্যস্থলে রেখে অঙ্ককারে কোন নির্জন কক্ষে চাপা দেয়া অবস্থায় রেখে দেবে। পুরুষ হলে শেষ বারে তার নাম ও পিতার নাম আর নারী হলে তার নাম ও মাতার নাম লেখবে।

আয়াতগুলো এই-

أَوْ كَظَلْمَتِ فِي بَحْرٍ جِئِي بَغْشَةَ مَرْجَعَتِنَ فَوْقَهُ مَوْجٌ مِنْ
فَوْقِهِ سَحَابٌ طَلَمَتْ بَعْضُهَا فَوْقَ بَعْضٍ إِذَا أَخْرَجَ بَدَهُ لَمْ يَكُنْ
بِرَاهِا وَمَنْ لَمْ يَجْعَلِ اللَّهَ لَهُ نُورًا فَمَالَهُ مِنْ نُورٍ إِنَّا رَادُونَ
إِلَيْكَ فَرِدَنَاهُ إِلَى أُمَّةٍ كَتَنَ تَفَرَّغَتِنَاهُ وَلَا تَخْرُنَ وَلَشَغَلَمُ إِنَّ
وَعْدَ اللَّهِ حَقٌّ وَلِكِنَّ أَكْثَرَهُمْ لَا يَعْلَمُونَ يَسْبَئِنَ إِنَّهَا إِنْ تَكْ
مِثْقَالَ حَبَّةٍ مِنْ حَرَدَلٍ فَتَكُنْ فِي صَخْرَةٍ أَوْ فِي السَّمَوَاتِ أَوْ فِي
الْأَرْضِ يَأْتِ بِهَا اللَّهُ طَإِنَّ اللَّهَ لَطِيفٌ خَبِيرٌ خَبِيرٌ

عَلَيْهِمُ الْأَرْضُ بِمَا رَحِبَتْ وَضَاقَتْ عَلَيْهِمْ أَنفُسُهُمْ وَظَنَّوْا أَنَّ
لَامْلُجَّا مِنَ اللَّهِ إِلَيْهِ ثُمَّ تَابَ عَلَيْهِمْ لِيَتُؤْمِنُوا إِنَّ اللَّهَ
هُوَ السَّوَابُ الرَّحِيمُ۔ أَللَّهُمَّ بِمَا هَادِي الصَّالِحَاتِ ارْدِدْ
عَلَى قُلَّانِ بْنِ فُلَانِ / فُلَانِ بْنِ فُلَانِ۔

তেক্ষণ আয়াত এই-

بِسْمِ اللَّهِ الرَّحْمَنِ الرَّحِيمِ الْحَمْدُ لِلَّهِ رَبِّ الْعَالَمِينَ الرَّحْمَنِ
الرَّحِيمِ مَالِكِ يَوْمِ الدِّينِ إِنَّكَ تَعْبُدُ وَإِنَّكَ تَشْتَعِيْنَ
إِنَّهُمَا الْحَرَاطُ الْمُسْتَقِيْمُ صَرَاطُ الَّذِينَ آتَيْتَهُمْ
غَيْرَ الْمَغْضُوبِ عَلَيْهِمْ وَلَا الصَّالِيْمُ أَمِيْنَ فَإِنَّهُمْ
الَّذِينَ ذَالِكُوكْتُبُ لَأَرْسَلَ فِيهِمْ هَذِي لِلْمُعْتَقِيْنَ الَّذِينَ
مُؤْمِنُونَ بِالْفَيْرِ وَيُقْيِمُونَ الصَّلَاةَ وَمِسَارِقَنَاهُمْ مُنْفَقُونَ
وَالَّذِينَ يَرْمَيْنَنَ ما أَنْزَلَ إِلَيْكَ وَمَا أَنْزَلَ مِنْ قَبْلِكَ وَبِالآخِرَةِ
هُمْ يَرْوَقُنَوْنَ أَوْلِيْكَ عَلَى هَذِي مِنْ رَبِّهِمْ وَأَوْلِيْكَ هُمْ
الْمَفْلِحُونَ (الْبَقَرَةَ)

وَالْهُكْمُ إِلَهٌ وَاحِدٌ لَا إِلَهٌ إِلَّا هُوَ الرَّحْمَنُ الرَّحِيمُ
اللَّهُ لَا إِلَهَ إِلَّا هُوَ الْحَقُّ الْقَيْمُونُ لَا تَأْخُذْنَا سَيِّئَاتِ
مَا فِي السَّمَاوَاتِ وَمَا فِي الْأَرْضِ مِنْ ذَالِكَ الَّذِي يَشْفَعُ عِنْدَهُ إِلَّا بِإِذْنِهِ
يَعْلَمُ مَا بَيْنَ أَيْدِيهِمْ وَمَا خَلْفَهُمْ وَلَا يَعْلِمُ طَوْنَ بَشَرٍ مِنْ
عِلْمِهِ إِلَّا بِمَا شَاءَ وَسَعَ كُرْسِيْهُ السَّمَاوَاتِ وَالْأَرْضِ وَلَا يَسْتُوْدِه
حَفَظَهُمْ وَهُوَ الْعَلِيُّ الْعَظِيْمُ لَا إِكْرَاهَ فِي الدِّينِ قَدْ تَبَيَّنَ

الرَّشْدُ مِنَ الْغَيْرِ فَمَنْ يَكْفُرُ بِالْطَّاغِيْتِ وَيُؤْمِنُ بِاللَّهِ فَنَدِ
إِشْكَكَ بِالْعَرْوَةِ الْوُثْقَى لَا يُنْفِصَمُ لَهَا وَاللَّهُ سَمِيعُ عَلَيْهِ
اللَّهُ وَلِيَ الَّذِينَ آمَنُوا يَخْرُجُهُمْ مِنَ الظُّلْمَةِ إِلَى النُّورِ وَالَّذِينَ
كَفَرُوا أَوْلَيْهِمُ الْطَّاغِيْتِ يَخْرُجُونَهُمْ مِنَ النُّورِ إِلَى الظُّلْمَةِ
أَوْلِيْكَ أَصْحَابُ النَّارِ هُمْ فِيهَا حُلِّيْدُونَ (الْبَقَرَةَ)
لِلَّهِ مَا فِي السَّمَاوَاتِ وَمَا فِي الْأَرْضِ وَلَمْ يُبْدِوا مَا فِي
أَنفُسِكُمْ أَوْ تَخْفُوا يَحْاسِبُكُمْ بِهِ اللَّهُ فَيَغْفِرُ لَكُمْ مِنْ يَسَّأَءُونَ
وَيَعْتَدُّ مِنْ يَسَّأَءُونَ وَاللَّهُ عَلَى كُلِّ شَيْءٍ قَدِيرٌ أَمَّنِ الرَّسُولُ بِمَا
أَنْزَلَ إِلَيْهِ مِنْ رَبِّهِ وَالْمُؤْمِنُونَ مَعْلُومُونَ بِمَا أَنْزَلَ مِنْ بِاللَّهِ وَمَلِكِهِ
وَكَتِبِهِ وَرَسِلِهِ لَا تَنْفِرُّ بَيْنَ أَحَدٍ مِنْ رَسُولِهِ وَقَاتَلُوا سَيْفَنَا
وَأَطْعَنَا غَرَائِكَ رَسِلَنَا وَإِلَيْكَ الْمَصِيرُ لَا يَكْلِفُ اللَّهُ نَفْسًا
إِلَّا وَسَعَهَا لَهَا مَا كَسَبَتْ وَعَلَيْهَا مَا اكْتَسَبَتْ رَسِلَنَا
لَا تَنْوَاخِذْنَا إِنْ تَسْتَيْنَا أَوْ أَخْطَأْنَا رَسِلَنَا وَلَا تَحْمِلْنَا إِلَيْهَا
كَمَا حَمَلْنَا عَلَى الَّذِينَ مِنْ قَبْلِنَا مَا رَسِلْنَا وَلَا حَمَلْنَا مَا لَا
طَائِفَةَ لَنَا بِهِ وَأَعْفُ عَنْنَا وَأَغْفِرْ لَنَا وَأَرْحَمْنَا بِمَا
مَوْلَانَا فَانْصَرَنَا عَلَى الْقَوْمِ الْكُفَّارِ (الْبَقَرَةَ)

شَهِدَ اللَّهُ أَنَّهُ لَا إِلَهَ إِلَّا هُوَ وَالْمَلِكُ وَأَوْلَوْ الْعِلْمِ فَإِنَّمَا
يَنْقِسِطُ لِأَهْلِ الْأَقْوَاعِ الْعَزِيزُ الْحَكِيمُ (الْإِعْرَافَ)
إِنَّ رَسُوكُمُ اللَّهُ الَّذِي خَلَقَ السَّمَاوَاتِ وَالْأَرْضَ فِي سَيِّئَةِ أَيَّامِ
ئِمَّ اشْتَوَى عَلَى الْعَرْشِ يَغْشِي اللَّيْلَ النَّهَارَ يَطْلَبُ

حَسِّيْثَا . وَالشَّمْسُ وَالقَمَرُ وَالنَّجْمُ مَسْخَرَاتٍ بِإِمْرَةِ الْأَلَّةِ
الْخَلْقُ وَالْأَمْرُ . تَبَارَكَ اللَّهُ رَبُّ الْعَلَمِينَ . (الأعراف)

فَتَعَالَى اللَّهُ الْمَلِكُ الْحَقُّ لَا إِلَهَ إِلَّا هُوَ رَبُّ الْعَرْشِ الْكَبِيرِ .
وَمَنْ يَدْعُ مَعَ اللَّهِ إِلَيْهَا أَخْرَى بِرَهَانَ لَهُ بِهِ . فَإِنَّا جَسَابَةٌ عِنْدَ
رَبِّهِ إِنَّهُ لَا يَنْفَلِعُ الْكُفَّارُونَ وَقُلْ رَبِّ اغْفِرْ وَالْحَمْ وَانْتَ
خَيْرُ الرَّاجِحِينَ . (المؤمنون)

وَالصَّفَّتِ صَفَا فَالرَّاجِحَاتِ رَجَّارَا فَالْمُلْلِيلَاتِ ذَكْرًا إِنَّ الْهُكْمَ
لَرَاحِدٌ . رَبُّ السَّمَاوَاتِ وَالْأَرْضِ وَمَا بَيْنَهُمَا وَرَبُّ الْمَسَارِقِ إِنَّ
رَبِّ السَّمَاوَاتِ الدُّنْيَا بِرَبِّهِ وَالْكَوَاكِبِ وَحَفَظَاهُنَّ مَكْلُ شَيْطَنٍ
مَارِدٍ لَا يَسْمَعُونَ إِلَى الْمَلَأِ الْأَعْلَى وَيَقْلُفُونَ مِنْ كُلِّ جَانِبٍ
دَحْرِزًا وَلَهُمْ عَذَابٌ وَاصْبِرْ الْأَمْنَ حَاطِفُ الْخَطِيقَةِ فَاتَّبِعْهُ
شَهَابٍ ثَاقِبٍ فَاسْتَفِتْهُمْ أَهْمَ أَشْهُدُ خَلْقَنَا أَمْ مَنْ خَلَقَنَا أَنَا
خَلَقْنَاهُمْ مِنْ طِينٍ لَأَرْبَبْ . (الصَّفَّتِ)

অতঃপর সূরা হাশেরের ৩ আয়াত-
হَوَاللَّهُ الَّذِي لَا إِلَهَ إِلَّاهُ-
পর্যন্ত, তারপর সূরা ইখলাস, সূরা ফালাক ও সূরা
নাস। তারপর-

إِنَّهُ تَعَالَى جَدِّرَنَا مَا اتَّخَذَهُ صَاحِبَةً وَلَا وَلَدًا (الجن)
بِسْمِ اللَّهِ الَّذِي لَا يَضْرِمُ أَشْيَهُ شَنِّي فِي الْأَرْضِ وَلَا فِي السَّمَاءِ
وَهُوَ السَّمِينُ الْعَلِيمُ . وَلَا حَوْلَ وَلَا قُوَّةَ إِلَّا بِاللَّهِ الْعَلِيِّ الْعَظِيمِ .
وَصَلَّى اللَّهُ عَلَى النَّبِيِّ وَآلِهِ وَسَلَّمَ .

উদ্দেশ্য সফলের উদ্বীর

নিম্নোলিখিত নকশাটি একাধারে দুই দিন লিখে চারিশটি আটার ওলির মধ্যে
চুকায়ে নদীতে ফেললে যে কোন উক্ষেষ্য সফল হবে। নকশাটি এই :

৭৮৬

৮	১১	১৪	১
১৩	২	৭	১২
৩	১৬	৯	৬
১	০	৪	১০

অজাব অন্টন দূর করার উদ্বীর

নিম্নোলিখিত নকশাটি লিখে সাথে রাখলে অতি তাড়াতাড়ি ফল পাওয়া যায়।
অভাব অন্টন দূর হয়ে শঙ্খলতা আসে। প্রচুর পরিমাণে ধন আসে। শক্ত বক্তু মিলে
যায়। কোন রাজা বাদশাহৰ নিকট গেলে তাকে খুব সম্মান করবে। রোগ আরোগ্য
হয়। যাবতীয় বিপদ হতে রক্ষা পাওয়া যায়।

নকশা এই :

৭৮৬

১৯৬	১৯৯	২.২	১৮৯
২.১	১৯.	১৯০	২..
১৯১	২.৪	১৯৭	১৯৪
১৯৮	১৯৩	১৯২	২.৩

রঞ্জী বৃক্ষের উদ্বীর

যদি কোন ব্যক্তি অভাবে পড়ে দারুন দুঃখ কষ্ট ভোগ করে তাহলে সে ব্যক্তি
ভক্ষিসহকারে বিসমিল্লাহ লিখে এগার দিন পাঁচ ওয়াক্ত নামাযের পর সত্ত্বত সন্তু
বার বিসমিল্লাহ শরীফ পাঠ করবে এবং প্রত্যাহ বিসমিল্লাহ শরীফ পাঠের আগে ও
পরে এগারবার দুর্দণ্ড শরীফ পাঠ করবে তাহলে তাকে আল্লাহ রাকুন আলামীন
গায়ের হতে খাদ্য দান করবেন। যে কেউ যদি উক্ত আমল করে তা হলে কখনও
কারো মোখাপেক্ষি হতে হবে না।

রূজীতে বরকত লাভের উদবীর

যদি কেউ প্রচুর রূজী উপার্জন করা সত্ত্বেও তাতে কোন বরকত না পায়, অথবা সামান্য রূজীর কারণে অভাব অন্টন লেগেই থাকে তাহলে সে ব্যক্তি প্রত্যহ রাতের বেলা আকাশের চাঁদ দেখে সূরা ফাতেহা এক হাজার বার পাঠ করে নিম্নোলিখিত দোয়াটি চালিশবার পাঠ করে আল্লাহ পাকের শাহী দরবারে তার উদ্দেশ্য সফলের জন্য দোয়া করবে তাহলে তার রূজীর মধ্যে বরকত হবে এবং রূজী বৃদ্ধি পাবে।

দোয়াটি এই :

اللَّهُمَّ رَبَّنَا أَنْزَلَ عَلَيْنَا مَائِدَةً مِّنَ السَّمَاءِ تَكُونُ لَنَا عِنْدًا
لَا وَلَنَا وَأَخْرَنَا وَإِيَّاهُ مِنْكَ وَأَرْزُقَنَا وَأَنْتَ خَيْرُ الرَّزْقَيْنِ *

তারপর বিশ বার নিম্নের দোয়াটি পাঠ করবে।

وَمَنْ يَتَّقَ اللَّهَ يَجْعَلُ لَهُ شَرِحًا وَتَرْزُقُهُ مِنْ حَيْثُ لَا
يَحْتَسِبُ طَوْمَنْ يَتَوَكَّلُ عَلَى اللَّهِ فَهُوَ حَسْبُهُ طَإِنَّ اللَّهَ بِالْعُ
أَمْرِهِ طَقْدَ جَعَلَ اللَّهُ لِكُلِّ شَئٍ قَدِيرًا *

খণ্ড পরিশোধে করার উদবীর

প্রতি উক্তবার দিন জুমায়ার নামায আদায় করার পর সন্তুর বার নিম্নোলিখিত দোয়াটি পাঠ করলে অতি সহজে খণ্ড পরিশোধে করার ব্যবস্থা হয়ে যাবে।

দোয়াটি এই :

اللَّهُمَّ أَكْفِنِي بِنَحْلَلِكَ عَنْ حَرَامِكَ وَاغْنِنِي
بِعَصْلِكَ عَمَّنْ سَواكَ .

রূজী বৃদ্ধি ও খণ্ড পরিশোধের অন্য উদবীর

অত্যহ ফজর নামায আদায় করার পর নিম্নোলিখিত দোয়া একশত বাত পাঠ করলে তার রূজী বৃদ্ধি পাবে এবং খণ্ড পরিশোধের ব্যবস্থা হয়ে যাবে।

দোয়াটি এই :

وَعِنْهُ مَفَارِعُ الْغَيْبِ لَا يَعْلَمُهَا إِلَّا هُوَ طَوْبَ وَيَعْلَمُ مَا فِي
الْبَرِّ وَالْبَحْرِ وَمَا تَشْفَطُ مِنْ وَرْقَةٍ إِلَّا يَعْلَمُهَا وَلَا حَبَّةٌ فِي
ظَلَمَتِ الْأَرْضِ وَلَا رَطْبٌ وَلَا يَابِسٌ إِلَّا فِي كِتْبٍ مِّبْيَنٍ *

অভাব অন্টন দূর করার আশল

শেখ ফরীদুন্নীন রহমাতুল্লাহি আলাইহি বলেন, একদা আমি হ্যবত খাজা কুতুবুন্নীন বখতিয়ার কাকী রহমাতুল্লাহি আলাইহি এর নিকট আমার অভাব অন্টন ও রূজী রোজগারের সুর্ক্ষার কথা জানালাম। তিনি আমাকে বললেন, তুমি প্রত্যহ নিম্নোক্ত দোয়াটি পাঠ করিও।

يَا دَائِمَ الْعَزَّالْبَقَاءِ يَاذَاجَلِ وَالْجُمْدِ وَالْعَطَاءِ يَاوَدَدِ
يَاذَالْعَرْشِ الْمَجِيدِ يَا فَعَالَ لِمَابِرِدِ .

যে ব্যক্তি সদা সর্বদা এ দোয়াটি পাঠ করবে, সে ব্যক্তি তার রূজী রোজগারে, ব্যবসায়-বাণিজ্যে প্রভৃত উন্নতি লাভ করবে।

রূজীতে বরকত শপ্ত্য অনিষ্টতা ও যাদু নষ্ট করার উদবীর

কোরআন পাকের প্রথম মুরোক্তুন্নেছা (হ্যুকে মুকাভায়াত) কাগজে অথবা ঝুপার পাতে লিখে সাথে ধারণ করলে রূজীর মধ্যে বরকত হয় এবং শক্ত দমন হয়, মুখদোষ ও যাদুক্রিয়া নষ্ট হয়। হ্যুকে মুকাভায়াত নিম্নোক্তপঃ

ইজ্জত ও সম্মান লাভ অভ্যাচার হতে নিরাপদে থাকার উদবীর

নিম্নের হ্যুকে মুকাভায়াত রজব চাঁদের প্রথম বৃহস্পতিবার ঝুপার পাতে খুদাই করে বৃক্ষাঙ্গুলীর উপর ব্যবহার করলে ইজ্জত ও সম্মান লাভ হয় এবং জালেমের অভ্যাচার হতে নিরাপদে থাকা যায়।

হুকমে মুকাভায়াত নিম্নোরূপ :

الْمَمَّ-الْمَصَّ-الْمَرَّ-كَهْبِعَصَّ-طَهَّ-طَسَّ-طَسَّ-

لَسَّ-صَّ-حَمَّ-حَمَّ-عَسَقَ-قَنَّ *

মুশকিল আচানের তদবীর

হুকমে মুকাভায়াতের নকশা মেশক জাফরানের কালি দ্বারা লিখে সাথে রাখলে যাবতীয় উদ্দেশ্য সফল এবং মুশকিল আচান হয় ও সর্বত্র যান-সম্মান লাভ হয়।
নকশাটি এই :

৭৮৬

৭১২	৭১০.	৭১৮	৭.০
৭.৭	৭.৬	৭১১	৭১৬
৭.৭	৭৩.	৭১৩	৭১.
৭১৪	৭.৭	৭.৮	৭১৭

জালেমের জুলুম হতে রক্ষার তদবীর

নিম্নলিখিত নকশাটি মেশক জাফরান কালি দ্বারা লিখে তাবীজ বানায়ে সাথে রাখলে জালেমের জুলুম দমন হয়ে যাবে এবং চিন্তা দূর হয়ে যাবে।
নকশাটি এই :

৯০০০৬	৯০০০৭	৯০০৬১	৯০০৬৭
-------	-------	-------	-------

শোরাস শাঠ করলে আত সহজে ঝণ পারশোধ করার ব্যবস্থা হয়ে যাবে।

দোয়াটি এই :

اللَّهُمَّ أَكْفِنِي بِخَلَالِكَ عَنْ حَرَامِكَ وَأَغْنِنِنِي

সমাপ্ত

আমার ফেজবুক পেজ

চল্লিশ বাবু বিদ্যা স্কুল বান বশিকরণ কল্যাণ শাক ম্যাজিক পিচ্ছে

এই নাম লিখে ফেজবুকে সার্চ
দিন।

এই রকম pdf এই পেতে

এই নাম্বারে

যোগাযোগ করুন

01728-370914

কবিরাজ

মোঃ সবুজ হাসেন



আদি ও আসল
লজ্জাতুম্ভো
তাবিজের কিতাব

আমাদের প্রকাশিত তাবিজাত/আমালিয়াতের বইসমূহ

- তাজ সোলেমানী তাবিজের কিতাব (বড় সাইজ)
- নকশে সোলেমানী তাবিজের কিতাব (বড় সাইজ)
- হেরয়ে সোলেমানী তাবিজের কিতাব (বড় সাইজ)
- আজায়েবে সোলেমানী তাবিজের কিতাব (বড় সাইজ)
- আদি ও আসল তেলোচ্ছাতে সোলেমানী তাবিজের কিতাব (বড় ও ছাট সাইজ)
- আসল তাজ সোলেমানী তাবিজের নিষ্ঠাব
- অন্দি ও আবজ প্রকাশনী ধানু মিশ্রীয় কারামতসহ
- আদি ও আসল তাজ সোলেমানী তাবিজের কিতাব বা এলাজে লোকমানী
- ইহি সোলেমানী তাজ কিতাব বা লোকমানী চিকিৎসা
- সোলেমানী তাজ
- আমল প্রকাশনী তাজ তাবিজাত
- আদি ও আসল বড় হাতেত নামা তাবিজের কিতাব
- হাকিমী চিকিৎসা ও তাবিজাত
- আদি ও আসল লজ্জাতুম্ভো তাবিজের কিতাব বা আমালিয়াত (বড় সাইজ)

প্রকাশিত স্থান :
সোলেমানীয়া বুক হাউস □ ঢাকা

দেওয়ান বুক ডিপো